পাস্কাকাল

পাস্কা অষ্টাহ

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ পি ১:১-২১

খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উত্তরাধিকার
নবজীবনের দাবি—পবিত্রতা

যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূত আমি, পিতর, যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করার জন্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হবার জন্য পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণের মধ্য দিয়ে যাদের মনোনীত করা হয়েছে, পন্তাস, গালাতিয়া, কাপ্পাদোসিয়া, এশিয়া ও বিথিনিয়ায় প্রবাসী হিসাবে ছড়িয়ে পড়া সেই ভাইদের সমীপে: অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, আপন মহাকরুণাগুণে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। সেই উত্তরাধিকার স্বর্গে তোমাদেরই জন্য সঞ্চিত রয়েছে, যারা ঈশ্বরের পরাক্রমে বিশ্বাসগুণে সংরক্ষিত রয়েছ সেই পরিত্রাণের উদ্দেশে যা অন্তিমকালে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুত।

এ তোমাদের জন্য মহা আনন্দের বিষয়, যদিও এখন কিছুকালের মত তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে যেন তোমাদের বিশ্বাস, যা নশ্বর সোনার চেয়ে এমনকি আগুন দ্বারা যাচাইকৃত সোনার চেয়েও অনেক মূল্যবান, সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা যেন যীশুখ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশের দিনে প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা তো তাঁকে দেখনি, তা সত্ত্বেও তাঁকে ভালবাস, আর এখনও তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও তাঁকে বিশ্বাস করে অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দে মেতে উঠছ; আর তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা এর মধ্যে জয় করে নিচ্ছ।

তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ সম্পর্কে যে নবীরা ভাববাণী দিয়ে গেছিলেন, তাঁরা তেমন পরিত্রাণের প্রসঙ্গেই অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছিলেন; তাঁদের অন্তরে নিবাসী খ্রীষ্টের সেই আত্মা যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত নানা যন্ত্রণা ও তার পরবর্তী গৌরবকীর্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, তখন তাঁরা অনুসন্ধান করছিলেন তিনি কোন্ সময় ও কোন্ পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন, যা এখন তোমাদের কাছে তাঁরাই জানিয়েছেন, যাঁরা স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মা গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন; আর সেই সকল বিষয় এমন, যা স্বর্গদূতেরা তার উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী!

সুতরাং তোমরা কাজের জন্য নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে মিতাচারী হও, একান্তভাবে প্রত্যাশা রাখ সেই অনুগ্রহে যা যীশুখ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশে তোমাদের দেওয়া হবে। বাধ্যতার সন্তানের মত তোমরা তোমাদের আগেকার অজ্ঞতার কামনা-বাসনা অনুসারে আর চলো না, কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও। কারণ লেখা আছে: *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র।* আর যিনি কোন পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী বিচার করেন, তাঁকে যখন পিতা বলে ডাক, তখন তোমরা যতদিন এ জগতে প্রবাসী হয়ে থাক, ততদিন সভয়েই জীবনযাপন কর, একথা জেনে যে, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ। তিনি

জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্তিমকালে তোমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন! তাঁর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে।

শ্লোক ১ পি ১:৩,১৩

℟ ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, আপন মহাকরুণাগুণে যিনি এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে আমাদের নবজন্ম দান করেছেন
℣ মৃতদের মধ্য থেকে যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা।
℟ নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে তোমরা মিতাচারী হও, একান্তভাবে প্রত্যাশা রাখ সেই অনুগ্রহে যা তোমাদের দেওয়া হবে
℣ মৃতদের মধ্য থেকে যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা।

দ্বিতীয় পাঠ - সার্দিসের বিশপ মেলিতনের 'পাস্কা উপদেশ' **২-৭**

খ্রীষ্টই নবপাস্কা

প্রিয়জনেরা, একথায় মনোযোগ দিও: পাস্কা-রহস্য একাধারে নবীন ও প্রাচীন, চিরস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী, ক্ষয়শীল ও অক্ষয়, মরণশীল ও অমর। বিধান অনুসারে প্রাচীন, বাণী অনুসারে নবীন; দৃষ্টান্তে ক্ষণস্থায়ী, অনুগ্রহে চিরস্থায়ী; মেষের বলিদানের দিক দিয়ে ক্ষয়শীল, প্রভুর জীবনের দিক দিয়ে অক্ষয়; মাটিতে তাঁর সমাধির কারণে মরণশীল, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের কারণে অমর। বস্তুতপক্ষে বিধান প্রাচীন, বাণী কিন্তু নবীন; দৃষ্টান্ত ক্ষণস্থায়ী, অনুগ্রহ চিরস্থায়ী; মেষ ক্ষয়শীল, অক্ষয়ই সেই প্রভু যিনি মেষশাবকরূপে বলীকৃত হলেন, ঈশ্বররূপে পুনরুত্থান করলেন।

তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন বটে, অথচ তিনি একটা মেষ ছিলেন না; *তিনি মেষশাবকের মত নিশ্চুপ ছিলেন* বটে, অথচ তিনি একটা মেষশাবক ছিলেন না। তাই দৃষ্টান্ত মিলিয়ে গেল ও বাস্তবতা প্রকাশ পেল: মেষশাবকের স্থানে ঈশ্বর, ও মেষের স্থানে মানুষ, এমন মানুষ যাতে সেই খ্রীষ্টই উপস্থিত যাঁর মধ্যে সবকিছু উপস্থিত।

সুতরাং মেষের বলিদান, পাস্কা-উদ্‌যাপন ও বিধানের আজ্ঞাগুলির লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টযীশু, যাঁকে উদ্দেশ্য ক'রেই প্রাচীন বিধানে সবকিছু ঘটত, ও মহত্তর কারণে নবীন ব্যবস্থায় সবকিছু ঘটে। বিধান হল বাণী, ও প্রাচীন সবকিছু নবীন হয়ে উঠল—তবু উভয় সিয়োন ও যেরুসালেম থেকে উদ্গত হল। নির্দেশ অনুগ্রহেই উত্তীর্ণ হল, দৃষ্টান্ত বাস্তবতায়ই, মেষশাবক পুত্রেই, মেষ মানুষেই, মানুষ ঈশ্বরেই।

ঈশ্বর হয়েও প্রভু মানবস্বরূপ পরিধান করলেন, এবং যন্ত্রণাধীন মানুষের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করে, বন্দির খাতিরে শেকলাবদ্ধ হয়ে, অপরাধীর খাতিরে দণ্ডিত হয়ে, সমাহিতের খাতিরে সমাধিস্থ হয়ে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন এবং এ মহাবাণী ব্যক্ত করলেন, *কে আমাকে দণ্ডিত করবে? সে আমার সামনে আসুক!* আমিই তো দণ্ডিতকে মুক্ত করে দিয়েছি, আমিই মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছি, আমিই সমাহিতকে পুনর্জাগরিত করে তুলেছি। কে আমার বিপক্ষে কথা বলবে? আমিই—তিনি বললেন—আমিই সেই খ্রীষ্ট, যিনি মৃত্যুকে ধ্বংস করে দিয়েছি, শত্রুকে পরাজিত করেছি, পাতাল পদদলিত করেছি, শক্তিশালীকে বেঁধে দিয়েছি ও মানুষকে স্বর্গের ঊর্ধ্বস্থানে কেড়ে নিয়েছি: আমিই—তিনি বললেন—আমিই খ্রীষ্ট।

তবে এসো, পাপে আবদ্ধ সকল জাতির মানুষ; পাপমোচন গ্রহণ কর। কেননা আমিই তো তোমাদের পাপমোচন, আমিই পরিত্রাণদায়ী পাস্কা, আমিই তোমাদের খাতিরে বলীকৃত মেষশাবক, আমিই তোমাদের প্রক্ষালন, আমিই তোমাদের জীবন, আমিই তোমাদের পুনরুত্থান, আমিই তোমাদের আলো, আমিই তোমাদের পরিত্রাণ, আমিই তোমাদের রাজা। আমি নিজেই স্বর্গের ঊর্ধ্বস্থানে তোমাদের নিয়ে যাই; আমি নিজেই তোমাদের পুনরুত্থিত করে তুলব ও স্বর্গস্থ পিতাকে তোমাদের দেখাব। আমি নিজেই আমার ডান হাতে তোমাদের উন্নীত করব।

শ্লোক শিষ্য ১৩:৩২-৩৩; ১০:৪২; ২:৩৬

℟ আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন।

℣ তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

℟ ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যীশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।

℣ তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১:১-২৬

প্রভুর স্বর্গারোহণ

থেওফিল, প্রথম পুস্তকে আমি সেই সকল বিষয়ে লিখেছিলাম, যা যীশু শুরু থেকে সেদিন পর্যন্তই সাধন করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন, যেদিন, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে যাঁদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেই প্রেরিতদূতদের নির্দেশ দেওয়ার পর তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হয়েছিল। নিজের যন্ত্রণাভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে নিজেকে জীবিত বলে দেখিয়েছিলেন: চল্লিশদিন ধরে তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন ও ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে নানা কথা বলেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে তিনি আদেশ করেছিলেন, তাঁরা যেরুসালেম থেকে চলে না গিয়ে বরং যেন পিতার সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণের অপেক্ষায় থাকেন, 'যে প্রতিশ্রুতির কথা তোমরা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তথা: যোহন জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করলেন, তোমরা কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই দীক্ষাস্নাত হবে।'

তাই তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি কি এই সময়েই ইস্রায়েলের জন্য রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন?' তিনি তাঁদের বললেন, 'পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয়; কিন্তু তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন; তখন যেরুসালেমে, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।'

তিনি একথা বলার পর তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। তিনি চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাদা পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন; তাঁরা বললেন, 'হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যীশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন।'

তখন তাঁরা জৈতুন নামে পর্বত থেকে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন; সেই পর্বত যেরুসালেম থেকে তত দূরে নয়—সাব্বাৎ দিনে যত দূরে যাওয়া যায়, ততদূরে। শহরে প্রবেশ করে তাঁরা সেই উপরতলার ঘরে গেলেন যেখানে সেসময়ে বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন: পিতর ও যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও টমাস, বার্থলমেয় ও মথি, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব ও উগ্রধর্মা সিমোন এবং যাকোবের ছেলে যুদা। এঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যীশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন।

একদিন, যখন সমবেত লোকদের সংখ্যা প্রায় একশ' কুড়িজন, পিতর ভাইদের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাইয়েরা, যীশুকে যারা গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের যে পথপ্রদর্শক হয়েছিল, সেই যুদা সম্বন্ধে পবিত্র আত্মা দাউদের মুখ দিয়ে আগে থেকে যা বলে দিয়েছিলেন, সেই শাস্ত্রবচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। সে তো আমাদেরই একজন ছিল, এবং তাকেও এই সেবাদায়িত্বের সহভাগী হতে দেওয়া হয়েছিল। অপকর্ম ক'রে যে টাকা পেয়েছিল, তা দিয়ে সে একখণ্ড জমি কিনেছিল, এবং উচু থেকে সে উল্টে পড়ে গেলে তার পেট ফেটে গেছিল আর নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল। যেরুসালেম-বাসী সকলের কাছে কথাটা এত জানাজানি হয়েছিল যে, তাদের ভাষায় সেই জমিটা আকেল্দামা, অর্থাৎ রক্তের জমি বলে ডাকা হল। বাস্তবিকই সামসঙ্গীত-পুস্তকে লেখা আছে,

তার বাসা জনহীন হোক,
তার মধ্যে বাস করার মত যেন কেউ না থাকে;

এবং,

অন্য একজন তার কর্মভার গ্রহণ করুক।

সুতরাং, যোহনের দীক্ষাস্নানের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে যেদিন প্রভু যীশুকে আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হল সেদিন পর্যন্ত, যতদিন তিনি আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, ততদিন যারা আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই একজনকে আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।' তখন এই দু'জনের নাম প্রস্তাব করা হল: ইউস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ, যাঁকে বার্সাব্বাস বলে ডাকা হত, এবং মাথিয়াস। তখন তাঁরা এই বলে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু, তুমি সকলের অন্তরের কথা জান; নিজের স্থানে যাবার জন্য যুদা যে সেবাদায়িত্ব ও প্রৈরিতিক ভূমিকা ত্যাগ করেছে, তার স্থান গ্রহণ করার জন্য তুমি এই দু'জনের মধ্যে কাকে বেছে নিয়েছ, তা আমাদের দেখাও।' পরে তাঁরা এই দু'জনের নামে গুলিবাঁট করলেন; মাথিয়াসের নামে গুলি পড়ল বিধায় তিনিই এগারোজন প্রেরিতদূতের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

শ্লোক ১ পি ১:২১; দা ৭:১৪

℟ খ্রীস্টের দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন,
℣ যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে। আল্লেলুইয়া।
℟ তাঁকে আরোপ করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার,
℣ যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিপলিতুসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **উপদেশ ৬:১,৫**

আহা, অনুগ্রহের রহস্যময় প্রাচুর্য!

এবার খ্রীস্টের জ্যোতির পুণ্য রশ্মিমালা বিকিরণ করছে, নির্মল আত্মার নির্মল জ্যোতিষ্করাজি উদীয়মান হয়ে স্বর্গীয় গৌরব ও রাজকীয় ঈশ্বরত্বের ঐশ্বর্য প্রকাশিত করছে। ঘন ও অন্ধকারময় রাত্রি এবার কবলিত, ও সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যু ছায়ায় দণ্ডিত; জীবনই জগতে এসে পড়ছে, সারাবিশ্ব সনাতন জ্যোতিতে উচ্ছ্বসিত; নবজাত সকলেই নব জগৎ লাভ করে: প্রভাতী তারার পূর্বে জনিত, অমর ও সূর্যের চেয়েও মহান সেই খ্রীষ্ট সকল সৃষ্টজীবদের জন্য উদ্ভাসিত। ফলে তাঁর বিশ্বাসী এ আমাদের জন্য জ্যোতির্ময় হয়ে সেই অন্তহীন দিন এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে সেই রহস্যময় পাস্কা যা বিধান দ্বারা পূর্ব প্রদর্শিত ও উদ্‌যাপিত হয়েছিল ও খ্রীস্টের দ্বারা এবার বাস্তব রূপে সাধিত হয়েছে। ঐশসর্বশক্তির আশ্চর্য কাজ এ পাস্কাই হল সত্যকার পর্ব ও বিধিসম্মত সনাতন স্মরণানুষ্ঠান: পাস্কাই হল যন্ত্রণাভোগের পর আগত যন্ত্রণামুক্তি, মৃত্যু থেকে আগত অমরত্ব, বীজ থেকে আগত জীবন, ক্ষত থেকে আগত ঔষধ, পতন থেকে আগত পুনরুত্থান, অবরোহণ থেকে আগত আরোহণ।

এভাবেই তো ঈশ্বর মহা মহা কাজ সাধন করেন, অসম্ভব থেকে আশ্চর্য কিছু সৃষ্টি করেন, যাতে প্রকাশ পায় যে তিনিই মাত্র যা ইচ্ছা করেন তা সাধন করতে সক্ষম। তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা গুণে তিনি মৃত্যুর বাঁধন খুলে দেন, যেইভাবে তিনি আপন ক্ষমতার কার্যকারিতা দেখাবার জন্য একদিন বলেছিলেন, *লাজার, বেরিয়ে এসো;* কিংবা, *খুকি, উঠে দাঁড়াও।* একই উদ্দেশ্যে তিনি মৃত্যুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সঁপে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মধ্যে সেই হিংস্র পশু তার সেই নিত্যতৃপ্তিহীন ক্ষুধার সঙ্গে মরতে পারে। যেহেতু *মৃত্যুর হুল পাপ,* সেহেতু সেই পশু অর্থাৎ মৃত্যু খ্রীস্টের পাপশূন্য দেহের মধ্যে সর্বত্রই তার সাধারণ খাদ্যের মত সেই সবকিছু অর্থাৎ লালসা, গর্ব, অবাধ্যতা, বা কমপক্ষে সেই প্রাচীন পাপকেই খোঁজ করেছিল যা হয়েছিল তার প্রথম টোপ। কিন্তু তাঁর মধ্যে খাদ্যরূপে কিছুই খুঁজে না পাওয়ায় কেবল নিজের উপর অবলম্বন ক'রে খাদ্যের অভাবে নিঃশেষিত হয়ে মৃত্যু নিজেই হল নিজ মৃত্যুর সাধক, ঠিক যেইভাবে ধার্মিকদের অনেকেই প্রচার ও ভাববাণী দিয়ে বলে আসছিলেন তাই একদিন ঘটবার কথা, যখন সেই প্রথমজাত মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন। তিনি তিন দিন মাটির বুকে

থাকলেন, যাতে সমস্ত মানবজাতিকে, এমনকি যারা বিধানের আগে জীবনযাপন করেছিল, তাদেরও তিনি নিজের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ করতে পারেন।

তিনি পুনরুত্থান করলে নারীরাই প্রথম তাঁকে দেখেন, কেননা যেমন একটি নারীই প্রথম এজগতে পাপ প্রবেশ করিয়েছিলেন, তেমনি একটি নারীই প্রথম জগৎকে জীবনের সংবাদ দেন। এজন্য নারীরা এ পুণ্য অভিবাদন শোনেন, *আনন্দ কর!* যাতে আগের দুঃখ পুনরুত্থানের আনন্দে কবলিত হয় ও যারা অবিশ্বাসী তারা যেন বিশ্বাস করে, তিনি সশরীরেই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

যখন খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট সেই মানবস্বরূপকে পরিধান ক'রে পরিধান করা সেই পুরাতন মানবকে স্বর্গীয় মানবে রূপান্তরিত করলেন, তখন সেই রূপান্তরিত সাদৃশ্যকে সঙ্গে করে স্বর্গারোহণ করলেন। মানুষ যে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে স্বর্গারোহণ করছে, তেমন মহারহস্য দর্শনে স্বর্গদূতেরা স্বর্গবাহিনীকে আদেশ দিয়ে বললেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার, প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।* মানুষ যে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত, তেমন নব আশ্চর্য কাজ দেখে স্বর্গবাহিনীও তখন উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, *কে এ গৌরবের রাজা?* প্রত্যুত্তর এল, *সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনিই গৌরবের রাজা; শক্তিমান, পরাক্রমী, যুদ্ধে পরাক্রমী রাজা।*

হে অনুগ্রহের রহস্যময় আতিশয্য; হে আত্মিক মহোৎসব; হে দিব্য পাস্কা, তুমি যে স্বর্গ থেকে মর্তে অবরোহণ ক'রে মর্ত থেকে স্বর্গে আরোহণ কর! হে পাস্কা, তুমি যে নব বাতির আলো ও নির্মল প্রদীপের জ্যোতি! খ্রীষ্টের তেলে পরিপূর্ণ বলে মানবাত্মার প্রদীপ আর কখনও নিভবে না, কেননা এখন সকলের অন্তরেই অনুগ্রহের সেই আত্মিক ও দিব্য আগুন জাজ্বল্যমান, যা খ্রীষ্টের দেহ ও আত্মা দ্বারা নিবেদিত।

হে প্রভু পরমেশ্বর, হে আধ্যাত্মিক ও সনাতন রাজা খ্রীষ্ট, অনুনয় করি: তোমার শক্তিশালী হাত তোমার পবিত্র মণ্ডলী ও তোমার পুণ্য জনগণের উপর অর্পণ ক'রে তাকে রক্ষা, পালন ও প্রতিপালন কর চিরকাল ধরে। আমাদের জন্য তোমার জয়চিহ্ন উত্তোলন কর। মোশীর সঙ্গে আমাদেরও সেই জয়গান গাইতে দাও, কেননা তোমারই তো গৌরব ও শক্তি যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক সাম ৯৬:২; ২৯:১-২

প্র প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, আল্লেলুইয়া; প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম,
উ দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ; আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি; প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব।
উ দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ; আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ পি ১:২২–২:১০

ঈশ্বরসন্তানদের জীবনধারণ

ভ্রাতৃগণ, সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস; কারণ তোমরা ক্ষয়শীল কোন বীজ থেকে নয়, বরং অক্ষয়শীল এক বীজ থেকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের জীবন্ত ও নিত্যস্থায়ী বাণীগুণেই নবজন্ম লাভ করেছ। কেননা *মর্তমানুষ ঘাসের মত, আর তার সমস্ত কান্তি ঘাসফুলের মত। শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল, কিন্তু প্রভুর বচন চিরস্থায়ী।* আর এই বচন হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।

অতএব, তোমরা সমস্ত শঠতা ও সমস্ত ছলনা এবং কপটতা, যত ঈর্ষা ও যত পরনিন্দা ত্যাগ করে নবজাত শিশুর মত সেই অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও যা বাণীরই দুধ, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার, অবশ্য তোমরা যদি এর মধ্যে *আস্বাদন করে থাক, প্রভু কত মঙ্গলময়।*

মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। কেননা শাস্ত্রে আমরা একথা পড়তে পারি যে, *দেখ, আমি সিয়োনে মনোনীত মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।* তাই বিশ্বাসী যে তোমরা, সেই প্রস্তর তোমাদের মূল্যবান করে তোলে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের পক্ষে *যে প্রস্তরটি গৃহনির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর, এমন প্রস্তর যাতে লোকে হোঁচট খাবে, ও এমন শৈল যা পদস্খলন ঘটাবে।* সেই বাণীতে বিশ্বাস না রাখায় তারা হোঁচট খায়; এ ছিল তাদের জন্য পূর্বনিরূপিত দশা!

কিন্তু তোমরা, যারা *এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে* যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে '*জনগণ-নয়*', এখন কিন্তু *ঈশ্বরের আপন জনগণ;* তোমরা ছিলে *দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন*, এখন কিন্তু *দয়া পেয়েই গেছ।*

শ্লোক ১ পি ২:৫,৯

℣ তোমরা, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ,
℟ যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। আল্লেলুইয়া।
℣ তোমরা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এত জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন,
℟ যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের হেসিখিওসের 'পাস্কা উপদেশ'

পাস্কার আনন্দ

যে মহোৎসব আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি, তা বিজয়েরই মহোৎসব, অর্থাৎ বিশ্বরাজ সেই ঈশ্বরপুত্রের বিজয়লাভ। আজ শয়তান সেই ক্রুশবিদ্ধজন দ্বারা পরাজিত; আমাদের মানবকুল সেই পুনরুত্থিতজন দ্বারা আনন্দে পরিপূর্ণ। খ্রীষ্টে আমার পুনরুত্থানের সম্মানার্থে এদিনটি বলে ওঠে, আমার যাত্রাপথে আমি নব আশ্চর্য কাজ দেখতে পেয়েছি: সমাধিমন্দির খোলা, এক ব্যক্তি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত, হাড় উল্লসিত, প্রাণ পুলকিত, নর-নারী নবসৃষ্ট, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং স্বর্গশক্তিবৃন্দ বলে উঠছেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও সনাতন সিংহদ্বার, প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।* এদিনে আমি দেখতে পেয়েছি, আলোতে সুসজ্জিত হয়ে স্বর্গীয় রাজা বিদ্যুৎ-ঝলক ও সূর্যের কিরণমালার ঊর্ধ্বে, সূর্য ও জলের উৎসধারার ঊর্ধ্বে, স্বর্গবাহিনীর আবাস ও অনন্ত জীবনের নগরীর ঊর্ধ্বে আরোহণ করছেন।

প্রথমে নারী-গর্ভে লুক্কায়িত হয়ে তিনি তাঁর আপন জন্ম দ্বারা মানবজন্মকে পবিত্রিত করলেন; পরবর্তীতে ভূগর্ভেই লুক্কায়িত হয়ে তিনি তাঁর আপন পুনরুত্থান দ্বারা মৃতদের জীবন দান করলেন। *এবার দুঃখ, ব্যথা ও আর্তনাদ পালিয়ে গেল;* কেননা যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে উন্নীত হলেন, সেই মাংসধারী বাণী ছাড়া *কেবা জেনেছে ঈশ্বরের মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?*

এদিনটি আনন্দেরই সংবাদ বহন করছে; এদিনটি হল প্রভুর পুনরুত্থানেরই দিন, যেদিনে তিনি নিজের সঙ্গে আদমসন্তানদেরও পুনরুত্থিত করে তুললেন। মানবের খাতিরে জন্ম নিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন। এদিনে স্বর্গ সেই পুনরুত্থিতজন দ্বারা উন্মুক্ত, আদম জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, এবং হবা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত। এদিনে ঐশআহ্বান শ্রুত, রাজ্য প্রস্তুত, আমরা পরিত্রাণকৃত এবং খ্রীষ্ট পূজিত। এদিনে মৃত্যুকে পদদলিত ক'রে, সেই উৎপীড়ককে বন্দি ক'রে ও পাতাল লুণ্ঠন ক'রে খ্রীষ্ট বিজয়ী রাজারূপে, গৌরবমণ্ডিত শাসকরূপে, অপরাজেয় রথীরূপে স্বর্গারোহণ করলেন। তিনি পিতাকে বললেন, এই যে আমি এখানে আছি, হে ঈশ্বর; আমার সঙ্গে সেই সন্তানেরাও আছে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ। তা বলে তিনি পিতার এ উত্তর শুনলেন,

আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ। তাঁর গৌরব হোক এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক সাম ৭৮:১৪-১৬

℟ পরমেশ্বরের মত কেইবা তেমন মহান ঈশ্বর?

℣ তুমিই সেই ঈশ্বর যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন। আল্লেলুইয়া।

℟ তুমি জাতিগুলির মাঝে আপন প্রতাপ প্রকাশ করেছ, নিজ বাহুবলে তোমার আপন জনগণকে মুক্ত করেছ।

℣ তুমিই সেই ঈশ্বর যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২:১-২১

পবিত্র আত্মার আগমন
পিতরের উপদেশ

যখন পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল, তখন তাঁরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন; এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচন্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল, এবং তাঁরা যে বাড়িতে বসে ছিলেন, সেই বাড়ি সেই শব্দে ভরে গেল; আর তাঁরা দেখতে পেলেন, আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বসল, এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, ও আত্মা তাঁদের যেভাবে বাক্‌শক্তি দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সেসময়ে, আকাশের নিচের সমস্ত দেশের বহু ভক্ত ইহুদী যেরুসালেমে ছিল। সেই শব্দ ধ্বনিত হলে ভিড় জমে গেল: তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, যেহেতু প্রত্যেকজন নিজ নিজ ভাষায় তাঁদের কথা বলতে শুনতে পাচ্ছিল। খুবই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য হয়ে তারা তখন বলল, 'দেখ, এরা যারা কথা বলছে, এরা সকলে কি গালিলেয়ার মানুষ নয়? তবে আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় এদের কথা বলতে শুনছি? এই আমরা, যারা পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের মানুষ আছি, আবার মেসোপটেমিয়া, যুদেয়া ও কাপ্পাদোসিয়া, পন্তাস ও এশিয়া, ফ্রিজিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর ও লিবিয়ার সাইরিনি অঞ্চলের মানুষ এবং রোম-অধিবাসী—ইহুদী ও ইহুদীধর্মাবলম্বী, উভয়েই—এবং ক্রীট ও আরব দেশের মানুষ, এই আমরা শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহাকীর্তির কথা বলছে।' তারা স্তম্ভিত হল এবং বিমূঢ় হয়ে একে অপরকে বলতে লাগল, 'এর অর্থ কি?' তবু কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলছিল, 'মিঠে মদ খেয়ে ওরা মাতাল হয়েছে।'

কিন্তু পিতর সেই এগারোজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাদের উদ্দেশ করে একথা বললেন: 'যুদেয়ার মানুষেরা! তোমরাও, হে যেরুসালেম-বাসী সকলে! তোমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হোক, এবং আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা যে ভাবছ এরা মাতাল, তা নয়; বাস্তবিকই এখন সবে সকাল ন'টা! বরং তা-ই ঘটছে, যে-বিষয়ে নবী [যোয়েল] বলেছিলেন:

সেই শেষ দিনগুলিতে—ঈশ্বর একথা বলছেন—
আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব।
তোমাদের ছেলেমেয়েরা নবীয় বাণী দেবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে,
আর তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে।

সেই দিনগুলিতে আমার দাস ও দাসীদের উপরেও
আমার আত্মাকে বর্ষণ করব।
[আর তারা নবীয় বাণী দেবে।]

আমি ঊর্ধ্বে আকাশে নানা অলৌকিক লক্ষণ,

এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন দেখাব।
[রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার মেঘ।]

প্রভুর দিনের আগমনের আগে,
সেই মহা ও উজ্জ্বল দিনের আগমনের আগে
সূর্য অন্ধকারে,
ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।

এবং এমনটি ঘটবে যে,
যে কেউ প্রভুর নাম করবে,
সে পরিত্রাণ পাবে।

শ্লোক যোয়েল ৩:২-৩; লুক ২৪:৪৬,৪৮-৪৯

℣ সেই দিনগুলিতে আমি আমার দাস ও দাসীদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব।
℟ আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব। তখন যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে। আল্লেলুইয়া।
℣ এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রীষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী। আর দেখ, আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের উপর প্রেরণ করছি।
℟ আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব। তখন যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সীজারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'পাস্কা মহোৎসব' ৪-৫

আমরা যেন ইতিমধ্যেই বরের সঙ্গে আছি

আমাদের পূর্বপুরুষদের মত আমরাও এ মহোৎসব এমন প্রস্তুতিকাল পালনের মাধ্যমে শুরু করি, যা বছরে বছরে উপস্থিত। এভাবে পর্বের আগে আমরা মোশী ও এলিয়ের আদর্শে তপস্যাকাল উদ্‌যাপন করে প্রস্তুতি নিই, এবং চল্লিশ দিন ধরে এ পর্বের অবিরত প্রতীক্ষায় থাকি। ঈশ্বর অভিমুখে যাত্রা এভাবে শুরু করে আমরা সর্বপ্রথমে আত্মসংযম দিয়ে কোমর বাঁধি, এবং আমাদের আত্মার চপ্পল পরা-ই যেন পদক্ষেপ নিরাপদ রেখে আমরা আমাদের স্বর্গীয় আহ্বানের যাত্রাপথ আরম্ভ করি। শত্রুদের দূর করে দেবার জন্য ও তাদের মধ্য দিয়ে স্বর্গ পর্যন্ত পথ খুলবার জন্য আমরা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ও প্রার্থনার প্রভাবের উপর নির্ভর করি: এভাবে আমরা তৎপর হয়ে নিম্নলোকের বস্তু থেকে ঊর্ধ্বলোকের বস্তুর দিকে, মরজীবন থেকে অমর জীবনের দিকে এগিয়ে যাই।

নিরাপদে উত্তীর্ণ হওয়ার পর মহত্তর একটা মহোৎসব আমাদের বরণ করবে, যে উৎসব ইহুদীরা পঞ্চাশত্তমী বলেন: উৎসবটি যেন স্বর্গরাজ্যের একটা পূর্বাভাস। মোশী বলেছিলেন, *তুমি মাঠের ফসলে প্রথম কাস্তে দেওয়ার সময় থেকেই সাত সপ্তাহ গুনতে শুরু করবে, তারপর নব শস্যের নব রুটি ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করবে।* মাঠের ফসলের প্রতীক-চিহ্ন বিজাতীয়দের আহ্বান নির্দেশ করছিল; আর নব রুটিগুলো হল খ্রীষ্টের পুণ্যে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত মানবাত্মা ও সকল দেশের মানুষকে নিয়ে গঠিত সেই মণ্ডলীগুলি, যাদের জন্য করুণানিধান ঈশ্বরের আবাসে মহোৎসব পালন করা হয়। প্রেরিতদূতদের প্রতীকমূলক কাস্তে দ্বারা শস্যরূপে কাটা হয়ে ও পৃথিবীর সকল মণ্ডলীগুলি থেকে যেন একটা উঠানে সংগৃহীত হয়ে, একই বিশ্বাস দ্বারা একমাত্র দেহে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ও ধর্মশিক্ষা ও ঐশনির্দেশগুলির লবণে লবণাক্ত হয়ে, পবিত্র আত্মার জল ও অগ্নি দ্বারা নবজন্ম গ্রহণ ক'রে আমরা বস্তুত সুস্বাদু ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ভোজসভার রুটির মত খ্রীষ্টের দ্বারা নিবেদিত হই।

মোশীর প্রতীকমূলক চিহ্ন যে বাস্তবতায় সিদ্ধি লাভ করেছে, সেই বাস্তবতা আমাদের মধ্যে মহত্তর পবিত্রতা সাধন ক'রে আমাদের সকলকে একত্রিত করে বিধায়, আমরা অতীতকালের চেয়ে অধিক আনন্দপূর্ণ মহোৎসব

উদ্‌যাপন করতে শিখি, কেননা আমরা এখন তাঁর রাজ্যের অধিকারী হয়ে আমাদের ত্রাণকর্তার সঙ্গে মিলিত। এজন্য এ পর্বলগ্নে আমাদের মধ্যে যে কোন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা নিষিদ্ধ, এমনকি স্বর্গলোকে যে বিশ্রাম প্রত্যাশা করি, তা-ই আমাদের দেখাতে হয়।

এসময় প্রার্থনার জন্য আমরা হাঁটু পাত করি না, উপবাসেও নিজেদের ক্লিস্ট করি না, কেননা যারা পুনরুত্থানের অনুগ্রহ পেয়েছে, তাদের পক্ষে আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়া সমীচীন নয়, আর যারা রিপু থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাদের পক্ষেও রিপুর বন্দিদের মত কষ্টকর কৃচ্ছ্রসাধনা সহ্য করা সমীচীন নয়। এজন্য পাস্কার পূর্ববর্তী ছয় সপ্তাহ ধরে আমরা যেমন চল্লিশ দিন ব্যাপী সৎসাহসী আত্মসংযম পালন করেছি, তেমনি পাস্কার পরবর্তী সাত সপ্তাহ ধরে পঞ্চাশত্তমী পর্ব উদ্‌যাপন করি। 'ছয়' এমন সংখ্যা যা ক্রিয়াশীলতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে জড়িত, কেননা আমরা শুনেছি, ঈশ্বর ছয় দিনেই জগৎকে সৃষ্টি করলেন; কিন্তু যেহেতু 'সাত' সংখ্যাটা বিশ্রামেরই প্রতীক, সেজন্য এ অধিক সমীচীন যে আমাদের আগেকার শ্রমের পর সাত সপ্তাহব্যাপী এক বিশ্রামকাল পালিত হয় যে কালে আমরা দ্বিতীয় এক মহোৎসব উদ্‌যাপন করব। পঞ্চাশত্তমীর এ পুণ্য দিনগুলিতে আমরা ভাবী বিশ্রামের একটা চিহ্ন দেখি বিধায়, আমাদের আত্মার পক্ষে উল্লাস করা ও আমাদের দেহের পক্ষে বিশ্রাম পাওয়া একান্ত সমীচীন, কেননা আমরা যেন ইতিমধ্যেই বরের সঙ্গে মিলিত: এজন্য উপবাসের কথা না ওঠে যেন!

শ্লোক প্রত্যা ৫:৫,১২

℟ দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি বিজয়ী হয়েছেন।
℣ তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ যাঁকে বধ করা হয়েছিল, সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি, সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য!
℣ তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ পি ২:১১-২৫

জগতে খ্রীষ্টানেরা প্রবাসী ও পথযাত্রী বলেই জীবনযাপন করে

প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: বিদেশী ও প্রবাসী ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে। বিধর্মীদের মধ্যে তোমাদের আচার-ব্যবহার উত্তম হোক, যারা এখন অপকর্মা বলে তোমাদের নিন্দা করছে, তোমাদের সৎকর্ম দে'খে তারা যেন প্রতিদানের দিনে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে।

প্রভুর খাতিরে তোমরা সমস্ত মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত থাক: প্রধান বলে রাজারই অনুগত হও, অপকর্মাদের শাস্তি দিতে ও সৎমানুষদের প্রশংসা করতে তাঁর প্রেরিতজন ব'লে প্রদেশপালদেরও অনুগত হও। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: সদাচরণ করতে করতে তোমরা নির্বোধ মানুষদের অজ্ঞতা স্তব্ধ করে দেবে। স্বাধীন মানুষের মতই ব্যবহার কর; কিন্তু শঠতা ঢেকে রাখার জন্য সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করো না, বরং ঈশ্বরের দাস বলে আচরণ কর। সকলকে সম্মান দেখাও, ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভালবাস, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর।

তোমরা যারা ক্রীতদাস, গভীর সম্ভ্রম দেখিয়ে তোমাদের মনিবদের প্রতি বাধ্য হও; যারা দরদী বিবেচক, কেবল তাদেরই প্রতি নয়, যাদের তুষ্ট করা কঠিন, তাদেরও প্রতি। কেননা অন্যায়-শাস্তি ভোগ ক'রে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের প্রতি সদ্বিবেকের খাতিরে একটা অনুগ্রহ; বস্তুত তোমাদের নিজেদের অপরাধের ফলেই শাস্তি সহ্য করায় গৌরব কী? কিন্তু সদাচরণ ক'রে সহিষ্ণুতার সঙ্গে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ। আর আসলে তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হয়েছ, কারণ খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর। *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও*

কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা। অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না, বরং ন্যায় অনুসারে বিচার করেন যিনি, তাঁরই হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। *তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ।* তোমরা *মেষের মত পথভ্রষ্ট হয়েছিলে,* কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ।

শ্লোক ১ পি ২:২১,২৪ দ্রঃ

প্র খ্রীষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন:
উ তাই এসো, আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।
উ তাই এসো, আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রাচীন লেখকের পাস্কা উপদেশ

খ্রীষ্টই পুনরুত্থানের ও জীবনের প্রণেতা

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পরিত্রাণের আনন্দ স্মরণ ক'রে পল বলে ওঠেন, *যেমন আদমের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এজগতে ঢুকেছিল, তেমনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ জগৎকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।* তিনি আবার বলেন, *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত,* ফলত স্বর্গীয়।

তাছাড়া তিনি বলেন, *আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি* (অর্থাৎ যেমন পাপে সেই প্রাচীনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি), *তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব,* অর্থাৎ খ্রীষ্টে আমরা উন্নীত, মুক্ত, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও পরিশুদ্ধ মানুষের পরিত্রাণ পেয়েই গেছি; কেননা প্রেরিতদূত নিজে বলেন, প্রথম খ্রীষ্টই আছেন, কেননা তিনি হলেন পুনরুত্থান ও জীবনের প্রণেতা; তারপরে তারা আছে যারা খ্রীষ্টেরই, অর্থাৎ কিনা যারা তাঁর শুচিতার অনুকরণে জীবনযাপন ক'রে তাঁর পুনরুত্থানের আশায় এবিষয়ে নিশ্চিত যে, তারা তাঁর সঙ্গে স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতির গৌরব লাভ করবে, যেইভাবে স্বয়ং খ্রীষ্ট সুসমাচারে বলেছিলেন, *যে কেউ আমার অনুসরণ করে, সে মরবে না, সে বরং মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হবে।*

তাই ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগ হল মানবজীবনের পরিত্রাণ। তাঁর বিশ্বাসী আমরা যেন চিরকাল জীবিত থাকি, ঠিক এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমরা যা আছি, তিনিও কিছু সময়ের মত তাই হবেন, আমরা যেন তাঁর অনন্তকালের প্রতিশ্রুতি লাভ করে তাঁর সঙ্গে চিরকালের মত জীবিত থাকতে পারি।

এই তো, আমি বলছি, স্বর্গীয় মর্মসত্যগুলির অনুগ্রহ, এই তো পাস্কার দান, এই তো বছরের সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পর্ব, এই তো জীবনদায়ী বাস্তবতার সূচনা।

এ মর্মসত্যের পুণ্যেই তো পবিত্র মন্ডলীর জীবনদায়ী প্রক্ষালন যাদের প্রসব করেছে, সেই সন্তানেরা শিশুর সরলতায় নবজন্ম লাভ ক'রে তাদের পাপশূন্য বিবেকের গোঙানিতে নবকণ্ঠ ধ্বনিত করে। পাস্কার পুণ্যেই তো পুণ্যবান পিতারা ও পুণ্যবতী মাতারা বিশ্বাসের মাধ্যমে নবীন ও অসংখ্য বংশধারা চালিয়ে যান।

পাস্কার পুণ্যেই বিশ্বাসের বৃক্ষ হয়ে ওঠে ফলশালী, দীক্ষাকুন্ড জীবনদায়ী, রাত্রি নবীন আলোয় উদ্ভাসিত, স্বর্গীয় পবিত্রতা অবতীর্ণ ও সাক্রামেন্তের আত্মিক খাদ্য লাভে মানুষ পরিতৃপ্ত।

পাস্কার পুণ্যেই ধন্য মন্ডলীর বুকে পরিপুষ্ট হয়ে এই একমাত্র সমাজের ভাইবোনেরা একেশ্বরকে ও ত্রিনামের শক্তি পূজা করতে করতে নবীর সঙ্গে এ বাৎসরিক পর্বের সামসঙ্গীত গেয়ে ওঠে, *এই তো সেই দিন যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন; এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি।* এদিন কিসের দিন?—আমি জিজ্ঞাসা করি—, এ হল সেই দিন যে দিনটি জীবনের সূত্রপাত ও আলোর সূচনা ঘটিয়েছে, যে দিনটি স্বয়ং জ্যোতির স্রষ্টা, অর্থাৎ সেই

স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, যিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন, *আমিই তো দিন, যে কেউ দিনের বেলায় চলে, সে হোঁচট খাবে না।* অর্থাৎ কিনা, যে সবকিছুতেই খ্রীষ্টের অনুসরণ করে, তাঁর পদাঙ্কে চলতে চলতে সে সনাতন আলোর আসনেই উত্তীর্ণ হবে। জীবনকালে তিনি পিতার কাছে ঠিক এ প্রার্থনাই করেছিলেন, *পিতা, আমি চাই, আমি যেখানে আছি, যারা আমার প্রতি বিশ্বাস রেখেছে, তারাও যেন সেখানে থাকে, যেন তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তারাও তেমনি যেন আমাদের মধ্যে থাকে।*

শ্লোক ১ করি ১৫:৪৭,৪৯,৪৮

℟ প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময় ; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত ;
℣ তাই আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব। আল্লেলুইয়া।
℟ মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়ের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত ;
℣ তাই আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২:২২-৪১

পিতরের উপদেশ : খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থান

‘ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই সমস্ত কথা শোন: নাজারেথীয় যীশু, যিনি ঈশ্বর দ্বারা তোমাদের কাছে এমন পরাক্রম-কর্ম, অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারাই প্রমাণসিদ্ধ মানুষ ছিলেন, যা—তোমরা নিজেরাই যেমনটি জান—ঈশ্বর নিজে তাঁরই দ্বারা তোমাদের মধ্যে সাধন করেছেন, সেই যীশুকে ঈশ্বরের নিরূপিত পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে পর তোমরা তাঁকে ধর্মহীনদের হাত দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়ে হত্যা করেছ। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে পুনরুত্থিত করেছেন, কারণ মৃত্যু যে তাঁকে নিজের বশ্যতায় ধরে রাখবে, তা সম্ভব ছিল না ; বস্তুত দাউদ তাঁর সম্বন্ধে বলেন :

আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখলাম,
কারণ তিনি আমার ডান পাশে থাকেন
আমি যেন বিচলিত না হই।

তাই আমার অন্তর আনন্দ করল,
আমার জিহ্বা মেতে উঠল ;
আমার দেহও প্রত্যাশায় বিশ্রাম পাবে,

তুমি যে আমার প্রাণ বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,
তোমার পুণ্যজনকেও তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না।

তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ জীবনের পথ,
তোমার শ্রীমুখ দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ করবে।

ভাইয়েরা, সেই কুলপতি দাউদ সম্বন্ধে আমি তোমাদের মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে সমাধিও দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর সমাধিমন্দির আজও পর্যন্ত আমাদের মাঝে রয়েছে। কিন্তু, যেহেতু তিনি নবী ছিলেন, এবং জানতেন যে, ঈশ্বর তাঁর ঔরসের এক ফল তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন বলে দিব্যি দিয়ে তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন, সেজন্য খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আগে থেকে দেখে তিনি সেবিষয়ে একথা বলেছিলেন যে, তাঁকে পাতালে বিসর্জনও দেওয়া হয়নি, তাঁর মাংসও অবক্ষয় দেখেনি। এই যীশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আর আমরা সকলেই তার সাক্ষী। অতএব ঈশ্বরের ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত হয়ে তিনি পিতার কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে তাঁকে বর্ষণ করেছেন, যেমনটি তোমরা আজ দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ। বস্তুত

দাউদ স্বর্গে আরোহণ করেননি, তবু নিজেই একথা বলেন:

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,

যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি করি তোমার পাদপীঠ।

অতএব সমগ্র ইস্রায়েলকুল নিশ্চিত হয়ে একথা জানুক যে, ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যীশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।'

তেমন কথা শুনে তাদের হৃদয় কেমন যেন বিদ্ধই হল, এবং পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদূতদের বলল, 'ভাইয়েরা, আমাদের কী করা উচিত?' পিতর তাদের বললেন, 'মনপরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপমোচনের উদ্দেশে প্রত্যেকে যীশুখ্রীষ্ট-নামের খাতিরে দীক্ষাস্নাত হও: তবেই সেই দান, সেই পবিত্র আত্মাকেই পাবে। কেননা এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, ও সেই সকলেরই জন্য দেওয়া *যারা দূরে আছে—সেই সকলেরই জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন।'* আরও বহু বহু যুক্তি দেখিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশ করে কথা বললেন, এবং এই বলে তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন: 'এই প্রজন্মের কুটিল মানুষের হাত থেকে নিজেদের ত্রাণ কর।' তখন যারা তাঁর কথা গ্রহণ করল, তারা দীক্ষাস্নাত হল। সেদিন আনুমানিক তিন হাজার লোক তাঁদের সংখ্যায় যুক্ত হল।

শ্লোক শিষ্য ২:২২,২৩,২৪; দা ৬:২৭,২৮ দ্রঃ

℣ নাজারেথের যীশু, যিনি ঈশ্বর দ্বারা তোমাদের কাছে এমন পরাক্রম-কর্ম, অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারাই প্রমাণসিদ্ধ মানুষ ছিলেন, তোমরা তাঁকে ধর্মহীনদের হাত দ্বারা হত্যা করেছ;
℟ ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন। আল্লেলুইয়া।
℣ তিনি জীবনময় ঈশ্বর ও চিরকালস্থায়ী; তিনি নিস্তার করেন ও উদ্ধার করেন, চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেন;
℟ ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের ধর্মশিক্ষা **২০শ ধর্মশিক্ষা: সাক্রামেন্ত সম্বন্ধীয় ২:৪-৬**

দীক্ষাস্নান খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের প্রতীক

খ্রীষ্টকে যেমন ক্রুশ থেকে এই সমাধিমন্দিরে রাখা হয়েছিল, তোমরাও তেমনি পবিত্র দীক্ষাস্নানের পুণ্য জলকুণ্ডে চালিত হয়েছ।

তোমাদের এক একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বিশ্বাস কর কিনা। পরিত্রাণদায়ী স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করে তোমাদের তিনবার জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তোমরা আবার জল থেকে বেরিয়ে এসেছ: এতে তোমরা খ্রীষ্টের সেই তিন দিনের সমাধিরই দৃষ্টান্ত ও সেটির প্রতীক ব্যক্ত করেছ।

কেননা আমাদের ত্রাণকর্তা যেমন তিন দিন তিন রাত মাটির বুকে থাকলেন, তেমনি তোমরা প্রথম বারের মত জল থেকে বেরিয়ে এসে সেই দিনেরই অনুকরণ করেছ, যে প্রথম দিন খ্রীষ্ট এ মর্তে অতিবাহিত করেছিলেন; ডুব দিয়ে তোমরা রাত্রির অনুকরণ করেছ। আর যেমন যে রাত্রিতে থাকে সে কিছুই দেখতে পারে না, কিন্তু যে দিবালোকে থাকে সে আলোতে চলাচল করে, তেমনি তোমরা ডুব দিয়ে, যেন রাত্রিতেই আবিষ্ট হয়ে, আর কিছুই দেখতে পাওনি, কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে এসে তোমরা দিবালোকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছ: তোমরা একই মুহূর্তে মৃত্যুও বরণ করেছ, জন্মও গ্রহণ করেছ; সেই পরিত্রাণদায়ী তরঙ্গ হল তোমাদের সমাধি আর একইসঙ্গে তোমাদের জননী।

সলোমন অন্য প্রসঙ্গে যা বললেন, তা তোমাদের বেলায় উত্তমরূপে প্রযোজ্য: আছে জন্মের কাল, আবার আছে

মরণের কাল। তোমাদের বেলায় কিন্তু সেই বাণী উল্টোভাবেই সত্য: আছে মরণের কাল, আবার আছে জন্মের কাল: একটিমাত্র ক্ষণ মৃত্যু ও জন্ম দু'টোই সাধন করেছে, ও মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদের জন্মও ঘটেছে।

আহা, কী নবীন ধরনের অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! প্রকৃতপক্ষে আমরা তো মরিনি, সমাহিতও হইনি, ক্রুশবিদ্ধ হয়েই পুনরুত্থান করিনি। তবু প্রতীকের মধ্য দিয়ে এসব কিছুর অনুকরণ প্রকাশ পেয়েছে, আর এ থেকে বাস্তবেই পরিত্রাণ আবির্ভূত হয়েছে।

খ্রীষ্ট কিন্তু সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, সত্যি সমাহিত হয়েছেন, সত্যি পুনরুত্থিত হয়েছেন; আমাদের জন্য এসব কিছু হল একটি অনুগ্রহদান, আমরা যেন অনুকরণের মধ্য দিয়ে তাঁর যন্ত্রণাভোগের অংশী হয়ে পরিত্রাণ বাস্তবরূপেই লাভ করতে পারি।

আহা, মানুষের প্রতি কী অপরিসীম ভালবাসা! খ্রীষ্টের অকলুষিত হাত পা পেরেক দ্বারা বিদ্ধ হয়েছে, তিনি ব্যথা সহ্য করেছেন; আর আমি, আমি যে যে কোন যন্ত্রণা ও ব্যথা সহ্য করি না, এই আমার কাছে তিনি তাঁর যন্ত্রণায় সহভাগিতার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ দান করেন।

কেউই যেন মনে না করে, যোহনের সেই দীক্ষাস্নানের মত যা কেবল পাপমুক্তি দান করত, এ দীক্ষাস্নানও তাই শুধু পাপমুক্তি ও দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দান করে; না! আমরা বরং ভালই জানি, দীক্ষাস্নান যেমন পাপমুক্তি দান করে ও পবিত্র আত্মার দান মঞ্জুর করে, তেমনি দীক্ষাস্নান আবার হল খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের প্রতীক ও তার অভিব্যক্তি। এজন্যই পল বলেন, *তোমরা কি একথা জান না যে, আমরা যখন খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, আমরা তখন তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি।*

শ্লোক

℟ নবীন মেষশিশুর মত যারা বলে ওঠে, আল্লেলুইয়া, তারা এইমাত্রই জীবন-জলের উৎসধারায় এল;
℣ তারা উজ্জ্বল জ্যোতিতে আবিষ্ট। আল্লেলুইয়া।
℟ সাদা কাপড় পরে তারা মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; তাদের হাতে খেজুরগাছের পাতা।
℣ তারা উজ্জ্বল জ্যোতিতে আবিষ্ট। আল্লেলুইয়া।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ পি ৩:১-১৭

কোমলতায় খ্রীষ্টানুকরণ

তেমনি ভাবে, বধূরা, তোমরাও তোমাদের স্বামীর অনুগত হও; তাদের কেউ কেউ যদিও বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হতে অসম্মত হয়, তবু যখন বধূর নির্মল ও সম্ভ্রমশীল আচার-ব্যবহার দেখবে, তখন ঠিক সেই আচার-ব্যবহার, বিনা কথায়, তার মন জয় করবে। তোমাদের ভূষণ যেন চুল বাঁধার কায়দা, সোনার গয়না বা সাজসজ্জার মত বাহ্যিক ব্যাপার না হয়, কিন্তু কোমলতা ও শান্তিতে পূর্ণ আত্মার অক্ষয় শোভায় হৃদয়ের গুপ্ত স্থান ভূষিত কর: ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এ-ই মহামূল্যবান। কেননা আগেকার যে পবিত্রা নারীরা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখতেন, তাঁরাও সেইভাবে নিজেদের ভূষিতা করতেন; তাঁরা স্বামীদের অনুগত ছিলেন; যেমন সেই সারা, যিনি আব্রাহামকে প্রভু বলে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি বাধ্য ছিলেন। তোমরা তো সেই সারার সন্তান হয়ে উঠেছ—অবশ্য যদি সদাচরণ কর ও কোন ভয়ে ভীত না হও। তেমনি ভাবে, স্বামীরা, নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব'লে তাদের সঙ্গে সদ্বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার কর; তাদের সম্মান কর, যেহেতু তারাও তোমাদের সঙ্গে জীবনের অনুগ্রহের উত্তরাধিকারিণী। তবেই তোমাদের প্রার্থনার পথে কোন বাধা দেখা দিতে পারবে না।

শেষ কথা: তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত; অমঙ্গলের প্রতিদানে

অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ। কারণ: *জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত রাখুক, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ। কেননা ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ, তাদের মিনতির প্রতি তাঁর কান; কিন্তু প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল।*

আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী! *ওদের ভয়ে ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না,* বরং হৃদয়ে খ্রীষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর; এবং যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক। তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও, যেন যারা তোমাদের খ্রীষ্টীয় সদাচরণের নিন্দা করে, তোমাদের নিন্দা করতে করতে তারা নিজেরাই লজ্জায় পড়ে। কেননা, ঈশ্বর যদি এমনটি ইচ্ছা করেন, তবে অসদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে সদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করাই শ্রেয়।

শ্লোক লুক ৬:২২,২৩; ১ পি ৩:১৪

℣ তোমরাই সুখী, লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, যখন তোমাদের সমাজচ্যুত করে ও তোমাদের নাম জঘন্য বলে অগ্রাহ্য করে। সেসময়েই আনন্দ কর ও নেচে ওঠ;
℟ কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে। আল্লেলুইয়া।
℣ যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী!
℟ কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **৪র্থ পুস্তক ৭**

খ্রীষ্টের রক্তে সাধিত পুনর্মিলন

তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। যে কেউ তাই করে, সে সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলে প্রমাণ করে যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং তার বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হবে। অপরদিকে যার অন্তরে অধর্মের কিছু থাকে, সে যদিও তাঁকে বিশ্বাস করে যিনি প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবু সে ধর্মময় বলে পরিগণিত হতে পারবে না, কেননা যেমন অন্ধকারের সঙ্গে আলো বা মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ধর্মময়তার সঙ্গে অধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। ফলে যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, তারাও যদি তাদের পুরাতন মানুষকে ও তার অধর্মকে ত্যাগ না করে, তাদের বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য হতে পারবে না।

একই প্রকারে, যেমন অধার্মিকের পক্ষে ধর্মময়তা আরোপিত হতে পারে না, তেমনি দুশ্চরিত্রের পক্ষে শুচিতা, অপকর্মার পক্ষে ন্যায্যতা, কৃপণের পক্ষে দানশীলতা, দুর্জনের পক্ষে দয়া আরোপিত হতে পারে না যতক্ষণ না তারা রিপুর পুরানো পোশাক ফেলে দিয়ে সেই নবমানুষকে পরিধান করে, যে মানুষ ঈশ্বরের মন অনুসারে সৃষ্ট হয়ে *আপন স্রষ্টার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভের উদ্দেশ্যে নিত্যনবায়িত হয়।* এজন্য প্রভু যীশুর কথা তুলে ধরে তিনি এ কথাও বলেন: *যীশুকে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,* যাতে আমরা শিখতে পারি যে যা কিছু তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তা আমাদের ঘৃণা ও ত্যাগ করা দরকার।

কেননা আমরা যদি সত্যি বিশ্বাস করি, তাঁকে আমাদের পাপের জন্যই মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমরা কী করে সেই সকল পাপকে বিপক্ষীয় ও বিরোধী বলে গণ্য করব না? কেননা আমরা জানি, সেই পাপের কারণেই আমাদের মুক্তিসাধককে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যদি এখনও পাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব থাকে, এবং তিনি সংগ্রাম করে যা পরাভূত করেছেন, তা আমরা যদি আঁকড়ে ধরে অনুসরণ

করি, তাহলে আমরা স্পষ্টই দেখাই, আমাদের কাছে খ্রীষ্টের মৃত্যুর কোন মূল্য নেই।

তাঁকে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে তিনি পুনরুত্থান করেছেন। যিনি নিজেই পবিত্রতা, সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে আমরা যদি পুনরুত্থান করে থাকি ও নবীন জীবনাচরণে পথ চলি, অর্থাৎ আমরা যদি ধর্মময়তা অনুসারেই জীবনযাপন করি, তাহলেই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন। কিন্তু, আমরা যদি এখনও সেই পুরানো মানুষকে ও তার আচরণ ত্যাগ করে না থাকি, বরং অধর্মেই জীবনযাপন করি, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলি, খ্রীষ্ট আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যেও পুনরুত্থান করেননি, আমাদের পাপের জন্যও মৃত্যুবরণ করেননি।

একথা যদি বিশ্বাস করি, তাহলে যার কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, আমি কি করে তা ভালবাসতে পারি? যদি বিশ্বাস করি, তিনি আমার ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে কি করে আমি অধর্ম পছন্দ করতে পারি? সুতরাং খ্রীষ্ট কেবল তাদেরই ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেন, যারা অধর্ম ও অপকর্মের পুরাতন পোশাককে মৃত্যুর কারণ বলে ফেলে দিয়ে তাঁর পুনরুত্থানের আদর্শে নবজীবন পরিধান করেছে।

বিশ্বাসগুণে ধর্মময় হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি; তাঁরই দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি। প্রেরিতদূতের মন অধিক মনোযোগের সঙ্গে অনুসন্ধান করার জন্য, এসো, বুঝতে চেষ্টা করি শান্তি বলতে তিনি কি বোঝান, এবং আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট থেকে আগত শান্তি কি ধরনের শান্তি। সাধারণ কথাই যে, সেখানেই শান্তি যেখানে বিবাদ, অমিল, শত্রুতা বা যে কোন ধরনের ঘৃণা অনুপস্থিত। আমরা যারা পরম শত্রু সেই শয়তানের অনুসরণ করতাম বিধায় একসময় ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, এখন যদি তার অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যাখ্যান করে থাকি তাহলেই ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা, যিনি আপন রক্ত বলিরূপে উৎসর্গ করে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন। সুতরাং যে কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করে ও খ্রীষ্টের রক্ত গুণে পুনর্মিলিত, যা কিছু ঈশ্বরের শত্রু, তেমন কিছুর সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক না থাকে।

শ্লোক ১ পি ২:২৪; ইসা ৫৩:৫

℟ তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ বহন করলেন,
℣ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।
℟ আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।
℣ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২:৪২–৩:১১

আদিমণ্ডলীর জীবন-সহভাগিতা
খোঁড়া একজন মানুষের সুস্থতা-লাভ

তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। সকলের অন্তরে সম্ভ্রম বিরাজ করত, এবং প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে বহু অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম ঘটত। যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে থাকত, এবং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল; তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করত এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত। তারা প্রতিদিন একমন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে যেত, আবার ঘরে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করত; সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত, ঈশ্বরের প্রশংসা করত, ও নিজেরাই ছিল জনগণের অনুগ্রহের পাত্র। যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিনে দিনে তাদের সংখ্যায় তাদের যুক্ত করতেন।

একদিন পিতর ও যোহন যখন বিকেল তিনটের প্রার্থনার জন্য মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখন একটি মানুষকে বয়ে আনা হচ্ছিল; সে মাতৃগর্ভ থেকে খোঁড়া ছিল, তাকে প্রতিদিন মন্দিরের ‘সুন্দর তোরণ’ নামে পরিচিত মন্দিরদ্বারে

বসিয়ে রাখা হত, যারা মন্দিরে ঢুকত, সে যেন তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে। পিতর ও যোহন মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছেন দেখে সে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইল। পিতর, ও তাঁর সঙ্গে যোহনও, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের দিকে তাকাও।' আর সে তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু পিতর বললেন, 'রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যীশুখ্রীষ্টের নামে, হেঁটে বেড়াও।' আর তার ডান হাত ধরে তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন; ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল এল, আর সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও হেঁটে বেড়াতে লাগল; এবং হেঁটে হেঁটে, লাফ দিতে দিতে ও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করতে করতে তাঁদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল। সমস্ত জনগণ দেখতে পেল, সে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করছে; আর তারা চিনতে পারল যে, এ ছিল সেই লোক, যে মন্দিরের 'সুন্দর তোরণে' বসে ভিক্ষা করত। তার যা ঘটেছিল, তার জন্য তারা স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হল।

আর সেই লোকটি পিতরকে ও যোহনকে তখনও ধরে রাখছে, সেসময়ে সমস্ত জনগণ অত্যন্ত অবাক হয়ে সলোমন-অলিন্দে তাঁদের দিকে ছুটে এল।

শ্লোক শিষ্য ২:৪৬-৪৭

প্র তারা প্রতিদিন একমন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে যেত, আবার ঘরে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করত,
উ সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত ও ঈশ্বরের প্রশংসা করত। আল্লেলুইয়া।
প্র যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিনে দিনে তাদের সংখ্যায় তাদের যুক্ত করতেন।
উ সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত ও ঈশ্বরের প্রশংসা করত। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের ধর্মশিক্ষা **২১শ ধর্মশিক্ষা: সাক্রামেন্ত সম্বন্ধীয় ৩:১-৩**

পবিত্র আত্মার অভিষেক

খ্রীষ্টে দীক্ষাস্নাত হয়ে ও খ্রীষ্টকে পরিধান করে তোমরা ঈশ্বরের পুত্রের স্বরূপের সদৃশ হয়ে উঠেছ। যিনি আমাদের ঐশদত্তকপুত্রত্ব আগে থেকে নিরূপণ করেছিলেন, সেই ঈশ্বর আমাদের খ্রীষ্টের গৌরবময় দেহের অনুরূপ করে তুলেছেন। সুতরাং খ্রীষ্টের অংশীদার হয়ে উঠে তোমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই 'খ্রীষ্ট' অর্থাৎ অভিষিক্ত বলে অভিহিত, আর এজন্য তোমাদের বিষয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, তোমরা *আমার অভিষিক্তজনদের স্পর্শ করো না।*

তোমরা তখনই 'খ্রীষ্ট' হয়ে উঠেছ, যখন পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ করেছ; আর যেহেতু তোমরা খ্রীষ্টেরই প্রতিমূর্তি, সেহেতু তোমাদের বেলায় সবকিছু প্রতিমূর্তিসূত্রেই সাধিত হয়েছে। যর্দন নদীতে প্রক্ষালিত হয়ে খ্রীষ্ট জলকে তাঁর আপন ঈশ্বরত্বের সুগন্ধের অংশী ক'রে সেই জল থেকে বেরিয়ে এলেন, আর তাঁর উপর সমস্বরূপময় পবিত্র আত্মা অবতরণ করলেন: সদৃশ সদৃশের উপরে বিশ্রাম করলেন।

একইভাবে তোমরাও পুণ্য জলকুন্ড থেকে বেরিয়ে গিয়ে অভিষিক্ত হয়েছ সেই তেলে যা সেই পবিত্র আত্মারই প্রতীক যিনি খ্রীষ্টকে অভিষিক্ত করেছিলেন। তাঁর বিষয়ে ধন্য ইসাইয়া তাঁর সংক্রান্ত ভাববাণীতে প্রভুর নামে বলেছিলেন, *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে।*

খ্রীষ্ট সাধারণ তেল বা মলমে মানুষের হাতে অভিষিক্ত হননি, বরং পিতা নিজেই সারা বিশ্বের ত্রাণকর্তা রূপে তাঁকে পূর্বনিযুক্ত করে পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত করেছেন, যেমনটি পিতর বলেন, *ঈশ্বর নাজারেথের সেই যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন।* নবী দাউদও ঘোষণা করেছিলেন, *হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী; তোমার রাজদন্ড ন্যায়েরই দন্ড। তুমি ধর্মময়তা ভালবেসেছ কিন্তু অধর্ম ঘৃণা করেছ, তাই পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন।*

তিনি আত্মিক আনন্দ-তেলে তথা সেই পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত হলেন, যিনি নিজেই আত্মিক আনন্দের উৎস হওয়ায় আনন্দ-তেল বলে অভিহিত। অপরদিকে তোমরা তেলে অভিষিক্ত হয়েছ, আর এতে খ্রীষ্টের অংশীদার ও সহভাগী হয়ে উঠেছ।

অতএব তোমরা সতর্ক থেকো, যেন এ তেল সাধারণ ও সামান্য তেল না মনে কর; এ তেল পবিত্র, সাধারণ একটা পদার্থ নয়। পবিত্রীকরণের পরে এ তেল আর সাধারণ তেল নয়, বরং খ্রীষ্টের ও পবিত্র আত্মার দান। এ তেল ঈশ্বরত্বের উপস্থিতিতেই কার্যকারী হয়ে ওঠে ও সাক্রামেন্ত-রূপে তোমার কপালে ও তোমার অন্য ইন্দ্রিয়গুলিতে লেপন করা হয়; আর এইভাবে দেহ এ দৃশ্য তেলে অভিষিক্ত হতে হতে প্রাণ জীবনদায়ী আত্মা দ্বারা পবিত্রিত হয়ে ওঠে।

শ্লোক এফে ১:১৩-১৪; ২ করি ১:২১-২২

℟ বিশ্বাসী হয়ে উঠে তোমরা প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ,
℣ তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন, নিজের গৌরবের প্রশংসায়। আল্লেলুইয়া।
℟ স্বয়ং ঈশ্বর তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন,
℣ তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন, নিজের গৌরবের প্রশংসায়। আল্লেলুইয়া।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ পি ৩:১৮–৪:১১

পুনরুত্থানের গৌরবে খ্রীষ্টের আগমনের প্রতীক্ষা

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্ট নিজেও তো পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন; মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। এবং আত্মায় তিনি কারারুদ্ধ সেই আত্মাদেরও কাছে গিয়ে বাণীপ্রচার করলেন; এককালে, সেই নোয়ার সময়ে, জাহাজ নির্মাণের সেই দিনগুলিতে যখন ঈশ্বর সহিষ্ণুতার সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন, তখন সেই সমস্ত আত্মা অবাধ্য হয়েছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক—মোট আটজন লোক—জলের মধ্য দিয়ে ত্রাণ পেয়েছিল। এখন, সেই প্রতীকের বাস্তবতা অর্থাৎ দীক্ষাস্নান আমাদের ত্রাণ করে; দীক্ষাস্নান তো দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত সদ্বিবেকের পণ—সেই যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান গুণে, যিনি স্বর্গে গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

খ্রীষ্ট মাংসে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিধায় তোমরাও সেই একই মনোভাব হাতিয়ার করে নিজেদের সজ্জিত কর; কেননা যে কেউ মাংসে দুঃখযন্ত্রণা স্বীকার করেছে, পাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়েছে, এই মরদেহে তার বাকি জীবন ধরে সে যেন মানবীয় কামনা-বাসনার নয়, ঈশ্বরেরই সেবা করে যেতে পারে। বিধর্মীদের দুর্মতি মিটিয়ে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, যত কামনা-বাসনা, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব, মদ্যপান, মাতলামি ও নীতিহীন মূর্তিপূজায় পথ চলে যত কাল কেটেছে, আর নয়! তেমন ব্যাপারে তোমরা ওদের সঙ্গে একই সর্বনাশের স্রোতের দিকে ছুটে যাচ্ছ না দে'খে তারা এজন্যই আশ্চর্য হয়ে তোমাদের নিন্দা করে। কিন্তু যিনি মৃত ও জীবিতদের বিচার করতে উদ্যত, তাঁরই কাছে ওদের হিসাব দিতে হবে; এজন্যই মৃতদের কাছেও শুভসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে, যেন তারা মরদেহে মানুষ অনুসারে বিচারিত হওয়ার পর ঈশ্বর অনুসারে আত্মায় জীবিত থাকতে পারে।

সবকিছুর শেষ পরিণাম কাছে এসে গেছে। সুতরাং প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সুবিবেচক ও মিতাচারী হও। সর্বোপরি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাস, কারণ ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়। গজগজ না করে পরস্পরের প্রতি অতিথিপরায়ণ হও, তোমরা যে যেমন অনুগ্রহদান পেয়েছ, ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের উত্তম গৃহাধ্যক্ষের মত সেই

অনুসারে পরস্পরের সেবা কর। যার কথা বলার, সে এমনভাবেই বলুক যেন ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত করে; যার সেবা করার, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই সেবা করুক, যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা, যাঁরই গৌরব ও প্রতাপ যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ১ পি ৩:১৮,২২ দ্রঃ

℟ খ্রীষ্ট নিজেও তো পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।
℣ মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। আল্লেলুইয়া।
℟ তিনি এখন ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন: মৃত্যুকে বিনাশ করে আমাদের অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী করেছেন।
℣ মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার দিদিমস-লিখিত 'ত্রিত্ব' **পুস্তক ২:১৪**

দীক্ষাস্নান আমাদের অমর করে তোলে

সেটিই সত্যকার দীক্ষাস্নান, যা পুত্রের আগমন ও পবিত্র আত্মার আত্মপ্রকাশের পরে—তাঁর দৃশ্য আগমনের পরে, ও তাঁর যে আগমন প্রতিদিন, এমনকি প্রতি ঘণ্টায়, বা আরও সূক্ষ্ম ভাষায় প্রতিটি মুহূর্তেই ঘটে—সকল পাপ থেকে তাদেরই মুক্ত করে যারা জলকুণ্ডে ডুব দেয়। তাছাড়া এ দীক্ষাস্নান অনুগ্রহ-গুণে ও কাউকে বাতিল না ক'রে নরমবয়সী ও বৃদ্ধবয়সী সকলকেই প্রথমজাত ও নবজাত ভাই করে তোলে। এমনকি অধিক ছোট বা বৃদ্ধ হওয়ায় জগতের বিধান অনুসারে যাদের হাতে ঝুঁকি না নিয়ে অর্থসম্পদ ন্যস্ত করা যায় না, গোটা দিব্য ঐশ্বর্য কিন্তু তাদেরও হাতে নিশ্চিন্তে অর্পণ করা হয়; এজন্য তারা সানন্দে গান করে, *প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে;* এবং গেয়ে চলে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজাও ভোজের আসর আমার শত্রুদের সামনে; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত কর; আমার পানপাত্র উচ্ছলিত।*

যে আশীর্বাদপূত তেল আমরা গ্রহণ করি, তা যদিও দেহে মাখা হয়, আত্মারই উপকার করে। কেননা পবিত্রতম ত্রিত্বে বিশ্বাস আমাদের অন্তরে প্রবেশ করামাত্র, আত্মার বাণী আমাদের মুখে আসামাত্র, খ্রীষ্টের মুদ্রাঙ্কন আমাদের কপালে দেওয়ামাত্র, অর্থাৎ কিনা আমরা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করামাত্র ও তেল আমাদের শক্তিশালী করামাত্রই আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই ত্রিত্বের প্রসন্নতা পাই, যে ত্রিত্ব আপন স্বরূপ অনুসারে মঙ্গলময়তা বর্ষণ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অন্তরে আসেন; আর সেই একই মুহূর্তে অপদূতেরা শুচীকৃত অন্তর থেকে বের হয়, জাগতিক চিন্তা দূরে চলে যায়, সবধরনের রিপু পালিয়ে যায়, সমস্ত পাপ মোচন করা হয়, আমাদের নাম জীবন-গ্রন্থে লেখা হয় ও স্বর্গীয় যত আশীর্বাদ আমাদের মঞ্জুর করা হয়। আর শুধু তা নয়, অনির্বচনীয় ভাবে দানশীল ও চিন্তাশীল সেই ত্রিত্ব সমস্ত শুভকর্মের সূত্রপাত হতে ইচ্ছা ক'রে আমাদের নিজেদের সঙ্কল্পের আগে আগে উপস্থিত হয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তা পূরণ করেন।

আপন লেখা পত্রে পিতর একথা বলেন, একসময় দৃষ্টান্তের সেই দীক্ষাস্নান যখন পরিত্রাণ দিত, তখন অধিক মাত্রায় সত্যকার দীক্ষাস্নান আমাদের অমর ও ঐশ্বরিক করে তোলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লেখেন, *দীক্ষাস্নান আমাদের ত্রাণ করে; দীক্ষাস্নান তো দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত সদ্বিবেকের পণ—সেই যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান গুণে, যিনি স্বর্গে গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।*

আমরা যারা আত্মিক হয়ে উঠেছি, এসব কিছু দেখি ও উপলব্ধি করি বটে; এমনকি আমরা যখন খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণ করি ও অমরত্বের উৎসের ধারে পান করি, তখন পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে এসব মঙ্গলদান উপভোগও করি।

শ্লোক ইসা ৪৪:৩,৪; যোহন ৪:১৪

প্র আমি তৃষাতুর ভূমির উপর জল ও শুষ্ক মাটির উপর খরস্রোত প্রবাহিত করব; আমি আমার আত্মা বর্ষণ করব।

উ তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

প্র আমি যে জল দেব, সেই জলই মানুষের অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

উ তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৩:১২–৪:৪

পিতরের উপদেশ: ঈশ্বরপুত্র বলে খ্রীষ্টের গৌরব

তা দেখে পিতর জনগণকে বললেন, ‘ইস্রায়েলের মানুষেরা, এতে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কেন? আমরাই যে নিজের পরাক্রম বা ভক্তি গুণে একে হাঁটবার ক্ষমতা দিয়েছি, এমনটি মনে ক'রে কেনই বা তোমরা আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছ? যিনি *আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর,* তিনিই নিজের দাস সেই যীশুকে গৌরবান্বিত করেছেন, তোমরা যাঁকে তুলে দিয়েছিলে, ও পিলাত তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে রায় দিলে তোমরা তাঁর সামনে যাঁকে অস্বীকার করেছিলে। তোমরাই সেই পবিত্র ও ধর্মময় মানুষকে অস্বীকার করেছিলে, তোমরাই চেয়েছিলে, তোমাদের জন্য একজন নরঘাতককে দেওয়া হোক, কিন্তু জীবনের প্রণেতাকে তোমরা হত্যা করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন: আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী! আর এই যে মানুষকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ও ভালোমত চেন, তাঁর নামে বিশ্বাসের খাতিরেই তাঁর নাম তাকে বল দিয়েছে; তাঁর খাতিরে বিশ্বাস-ই তোমাদের সকলের সাক্ষাতে তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তুলেছে।

এখন, ভাইয়েরা, আমি জানি, তোমরা যা করেছিলে, তোমাদের জননেতারাও যা করেছিলেন, তা অজ্ঞতা বশতই করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা সকল নবীর মুখ দিয়ে আগে থেকে বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা এভাবেই পূর্ণ করেছেন। সুতরাং মনপরিবর্তন কর, নিজেরাই ফের, যেন তোমাদের পাপ মুছে দেওয়া হয়, এবং প্রভুর সম্মুখ থেকে স্বস্তির কাল আসতে পারে, ও তিনি যাঁকে আগে থেকে খ্রীষ্ট বলে নিরূপিত করেছিলেন, তাঁকে, অর্থাৎ সেই যীশুকেই তোমাদের কাছে প্রেরণ করেন, যাঁকে স্বর্গ অবশ্যই গ্রহণ করে রাখবে যে পর্যন্ত সমস্ত কিছুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল এসে উপস্থিত না হয়; এই কালের কথা ঈশ্বর প্রাচীনকাল থেকেই নিজের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। মোশী তো বলেছিলেন, *প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা তা শুনবে। যে কেউ সেই নবীর কথা শুনবে না, তাকে জাতির মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।* আর সামুয়েল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে যত নবী কথা বললেন, তাঁরাও সকলে এই কালের কথা বলে দিলেন।

তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন, যখন আব্রাহামকে বলেছিলেন, *তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে।* তোমাদেরই খাতিরে ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত অধর্ম থেকে তোমাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে নিয়ে আশিসপ্রাপ্ত করার জন্য, আগে নিজের দাসের উদ্ভব ঘটালেন ও পরে তাঁকে প্রেরণ করলেন।’ তাঁরা জনগণের কাছে তখনও কথা বলছেন, এমন সময়ে যাজকেরা, মন্দিরপাল ও সাদুকিরা তাঁদের কাছে এসে পড়লেন; তাঁরা এব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তাঁরা জনগণকে উপদেশ দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান যীশুতেই সাধিত বলে প্রচার করছিলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করে তাঁরা পরদিন পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে আটকে রাখলেন, যেহেতু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। তথাপি যে সকল লোক সেই বাণী শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসী হল, এবং পুরুষদের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হাজার হল।

শ্লোক শিষ্য ৩:১৪-১৫; সাম ৪:৪

℣ তোমরাই সেই পবিত্র ও ধর্মময় মানুষকে অস্বীকার করেছিলে, তোমরাই চেয়েছিলে, তোমাদের জন্য একজন নরঘাতককে দেওয়া হোক, কিন্তু জীবনের প্রণেতাকে তোমরা হত্যা করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন :

℟ আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী! আল্লেলুইয়া।

℣ জেনে রেখ, প্রভু তাঁর ভক্তজনের জন্য সাধন করেন আশ্চর্য কাজ।

℟ আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী! আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের ধর্মশিক্ষা **২২শ ধর্মশিক্ষা : সাক্রামেন্ত সম্বন্ধীয় ৪:১,৩-৬,৯**

স্বর্গীয় খাদ্য ও পরিত্রাণদায়ী পানীয়

যে রাত্রিতে প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন, এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, ও শিষ্যদের দিয়ে বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।' তারপর তিনি পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে বললেন: 'গ্রহণ করে নাও, পান কর; এ আমার রক্ত।' যখন তিনি নিজেই ঘোষণা করে বললেন, 'এ আমার দেহ,' তখন তা শুনে কে আবার দ্বিধাবোধ করবে? আর যখন তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে বললেন, 'এ আমার রক্ত,' তখন কেইবা এই সন্দেহ পোষণ করবে যে, সেই আঙুররস তাঁর নিজের রক্ত নয়?

তবে এসো, আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গেই সেগুলিকে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত বলে গ্রহণ করি। কেননা রুটির আকারে তোমাকে তাঁর দেহ দেওয়া হয়, ও আঙুররসের আকারে তোমাকে দেওয়া হয় তাঁর রক্ত, যাতে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে তুমি তাঁর সঙ্গে একদেহ একরক্ত হতে পার। আমাদের অঙ্গগুলিতে তাঁর দেহরক্ত থাকায় আমরা খ্রীষ্টবাহক হয়ে উঠি, এমনকি পিতরের কথা অনুসারে আমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠি।

একদিন ইহুদীদের সঙ্গে কথা বলে খ্রীষ্ট বলেছিলেন, *তোমরা যদি আমার মাংস না খাও ও আমার রক্ত পান না কর, তাহলে তোমাদের অন্তরে সেই জীবন থাকবেই না।* কিন্তু তাঁর বাণীর আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝে, বরং একথা মনে ক'রে যে তিনি তাঁর শারীরিক মাংস খেতে তাদের আহ্বান করছেন, তারা ঘৃণা বোধ করে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছিল।

প্রাক্তন-সন্ধিকালেও ভোগ-রুটির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পুরাতন নিয়মের একটা ব্যবস্থা হওয়ায় সেগুলির সমাপ্তি ঘটল। নবসন্ধিতে বরং এমন স্বর্গীয় রুটি ও পরিত্রাণদায়ী পানীয় রয়েছে যেগুলি আত্মা ও দেহকে পবিত্রিত করে। রুটি যেমন দেহের জন্য উপযোগী, বাণীও তেমনি আত্মার জন্য উপকারী।

এজন্য তুমি সাক্রামেনতীয় রুটি ও আঙুররস সাধারণ ও সামান্য পদার্থ যেন না মনে কর, কেননা স্বয়ং প্রভুর বাণী অনুসারে সেগুলো হল খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত। তোমার ইন্দ্রিয়গুলি তোমাকে যাই কিছু বলুক না কেন, বিশ্বাস কিন্তু যেন তোমাকে নিশ্চিত ও দৃঢ়প্রত্যয়ী করে।

তুমি এবিষয়ে সুশিক্ষা পেয়েছ ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েছ যে, যা রুটির মত দেখতে, তার রুটির স্বাদ থাকলেও তা কিন্তু রুটি নয়, বরং খ্রীষ্টের দেহ; এবং যা আঙুররসের মত দেখতে, তার আঙুররসের স্বাদ থাকলেও তাও আঙুররস নয়, বরং খ্রীষ্টের রক্ত। তুমি এও জান, প্রাচীন কালে দাউদ ঠিক এবিষয়ে সামসঙ্গীতে বলেছিলেন, *রুটি মানুষের অন্তর বলবান করে যেন তার মুখ আনন্দ-তেলে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।* সেই রুটি আত্মিক রুটি বলে গ্রহণ ক'রে নিজের অন্তর বলবান কর ও নিজের আত্মার শ্রীমুখ আনন্দিত করে তোল।

আহা, সদ্বিবেক গুণে তুমি যেন এমন আবরণ-মুক্ত শ্রীমুখ লাভ করতে পার যাতে প্রভুর গৌরব যেন দর্পণেই দেখে উত্তরোত্তর গৌরবলাভে আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুতে রূপান্তরিত হতে পার, যাঁরই সম্মান, পরাক্রম ও গৌরব যুগ যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক লুক ২২:১৯; যাত্রা ১২:২৬,২৭

প্র যীশু একখানা রুটি নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত।

উ তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। আল্লেলুইয়া।

প্র যখন তোমাদের ছেলেরা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের এই যজ্ঞ-রীতির অর্থ কী? তখন তোমরা বলবে, এ হল প্রভুর উদ্দেশে পাস্কার যজ্ঞানুষ্ঠান।

উ তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। আল্লেলুইয়া।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ পি ৪:১২–৫:১৪

প্রবীণবর্গ ও সকল বিশ্বাসীর প্রতি বাণী

প্রিয়জনেরা, তোমাদের যাচাই করার জন্য যে অগ্নিকান্ড তোমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হয়ো না কেমন যেন তোমাদের অদ্ভুত কিছু ঘটছে; বরং যতখানি তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রীষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, *গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত।* তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন নরঘাতক বা চোর বা অপকর্মা বা পরাধিকারচর্চী বলেই দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। কিন্তু কাউকে যদি খ্রীষ্টান বলে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তবে লজ্জাবোধ না করে সে বরং যেন এই নামের জন্য ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে। কেননা এমন সময় এসেছে, যখন বিচার ঈশ্বরের গৃহ নিয়েই শুরু হচ্ছে; আর তা যখন আমাদের নিয়ে শুরু হয়, তখন যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করতে অসম্মত, তাদের শেষ পরিণাম কী হবে? আর *ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?*

সুতরাং যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে দুঃখযন্ত্রণা পায়, তারাও সদাচরণ করতে করতে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে নিজেদের প্রাণ সঁপে দিক।

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

তেমনি ভাবে, হে যুবকেরা, তোমরা প্রবীণদের অনুগত হও। তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও, কারণ *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।*

তাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ, যেন যথাসময় তিনি তোমাদের উন্নীত করেন। *তোমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার* তাঁর উপরেই *ছেড়ে দাও,* কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে। বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তাকে প্রতিরোধ কর, একথা জেনে যে, জগৎসংসার জুড়ে তোমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘও একই রকম দুঃখযন্ত্রণা বহন করছে।

আর সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে

তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

আমি এই স্বল্প কথা—আশা করি তা স্বল্পই বটে—বিশ্বস্ত ভাই সিল্ভানুসের মধ্য দিয়ে লিখে পাঠালাম তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্য ও এই সাক্ষ্যও দেবার জন্য যে, এ ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ। তাতে স্থিতমূল থাক।

বাবিলনে অবস্থিত তোমাদের এই সহমনোনীতা [মণ্ডলী] তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; আমার সন্তান মার্কও তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তোমরা প্রীতিচুম্বনে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা যারা খ্রীষ্টে আছ, তোমাদের সকলের শান্তি হোক।

শ্লোক ১ পি ৪:১৩; লুক ৬:২২

℟ যতখানি তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার অংশীদার হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও,
℣ যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। আল্লেলুইয়া।
℟ তোমরাই সুখী, লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে;
℣ যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **প্রভুর পুনরুত্থান, উপদেশ ২:৩-৫**

এসো, ভালবাসার মহারহস্য তলিয়ে দেখি

প্রিয়জনেরা, ওষ্ঠে যা স্বীকার করি, আমরা যদি অন্তরেই তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে বিশ্বাস করি, তাহলে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন শুধু এমন নয়, বরং খ্রীষ্টে আমরাও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি, মরেছি, সমাহিত হয়েছি ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছি। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।* তাছাড়া বিশ্বাসীরা যেন জানতে পারে যে, পার্থিব লালসা তুচ্ছ ক'রে ঊর্ধ্ব থেকে আগত প্রজ্ঞায় উন্নীত হবার জন্য যা তাদের শক্তি দান করবে, তা তারা পেয়েই গেছে, এজন্য প্রভু একথা বলেই আপন উপস্থিতি প্রতিশ্রুত হন: *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।* ইসাইয়ার মুখ দিয়ে পবিত্র আত্মাও একথা এমনিই পূর্বঘোষণা করেননি, *দেখ, একটি কুমারী গর্ভধারণ করে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন, যাঁর নাম হবে ইম্মানুয়েল,* যার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। তাই খ্রীষ্ট আপন নামের প্রকৃত অর্থ পূর্ণ করেন; স্বর্গারোহণ করেও তিনি দত্তকপুত্রদের ত্যাগ করেন না; বরং পিতার ডান পাশে সমাসীন হয়ে তিনি গোটা দেহেও বাস করেন: পৃথিবীতে তিনি সহিষ্ণু হবার জন্য আমাদের সান্ত্বনা দান করেন, স্বর্গে তিনি গৌরবলাভের জন্য আমাদের আহ্বান করেন। তবে এসো, অসার অভিলাষের মধ্যে যেন নিজেদের কলুষিত না করি, প্রতিকূলতার মধ্যে যেন দুশ্চিন্তায় না পড়ি—আমরা তো একদিকে মায়া-মোহে প্রবঞ্চিত আর একদিকে যন্ত্রণায় জর্জরিত। কিন্তু, *পৃথিবী প্রভুর কৃপায় পরিপূর্ণ* বিধায় খ্রীষ্টের বিজয় সর্বত্রই আমাদের সহায়তায় আসে; আর তা ঘটে যাতে তাঁর এ বাণী পূর্ণতা লাভ করে, *তোমরা ভয় করো না, আমি জগৎকে জয় করেছি।* যতদিন আমরা দুষ্টতার খামির থেকে দূরে থাকি, ততদিন পাস্কাপর্ব থেকে সরে যাব না। বস্তুতপক্ষে বিবিধ আবেগে পূর্ণ এ বৈচিত্রময় জীবনের মধ্যে আমাদের সবসময়ই প্রেরিতদূতের বাণী স্মরণ করা উচিত, *খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: তিনি স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং নিজেকে রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ ধারণ করে মানুষের মত হয়েই জন্ম নিলেন; আকারে প্রকারে মানুষের মত আবির্ভূত হয়ে তিনি নিজেকে নমিত করলেন; এবং মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন এবং তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম।*

প্রেরিতদূত আসলে বলতে চান, তোমরা যখন তেমন মহান ভালবাসার রহস্য জান, এবং ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র জগতের পরিত্রাণের জন্য যা করেছেন তা যখন চিন্তা কর, তখন তোমাদের অন্তরে যেন সেই একই মনোভাব

থাকে যা সেই খ্রীষ্টযীশুতেই ছিল, যাঁর বিনম্রতা কোন ধনী মানুষ যেন তুচ্ছ না করে, সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষও যেন লজ্জার বিষয় না মনে করে। তিনি যা করলেন, তোমরা তার অনুকরণ কর; তিনি যা ভালবাসলেন, তোমরা তা ভালবাস, এবং নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপলব্ধি ক'রে তাঁর মধ্যে তোমাদের নিজেদের মানবস্বরূপ আবার ভালবাস। দরিদ্রতা তাঁকে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করেনি, বিনম্রতা তাঁর গৌরব কমায়নি, মৃত্যু তাঁর সনাতন অস্তিত্ব বিনাশ করেনি: তেমনি তোমরাও তাঁর পদক্ষেপ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্থিব বিষয় তুচ্ছ কর যাতে স্বর্গীয় বিষয় জয় করতে পার। কেননা ক্রুশ বহন করা বলতে একথা বোঝায়: লালসা জয় করা, রিপু দমন করা, অসার অভিলাষ থেকে দূরে যাওয়া, সমস্ত ভুলভ্রান্তি প্রত্যাখ্যান করা।

শ্লোক রো ৬:১১-১২; ৭:৪

প্র নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরা পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।
উ পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে। আল্লেলুইয়া।
প্র বিধানের কাছে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে যেন তোমরা অন্যজনের হও—তাঁরই হও, যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি।
উ পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৪:৫-৩১

ইহুদী মহাসভার সামনে পিতর ও যোহন

পরদিন ইহুদীদের সমাজনেতারা, প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীরা যেরুসালেমে সভায় সমবেত হলেন; তাঁদের সঙ্গে মহাযাজক আন্না, কাইয়াফা, যোহন, আলেকজান্দার, ও মহাযাজক-বংশের সমস্ত লোকও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন্ পরাক্রমগুণে কিংবা কার্ নামে এ কাজ করেছ?' তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'জাতির নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণবর্গ! আমরা একটি পঙ্গু মানুষের যে উপকার করেছি, সেই সম্বন্ধে, এবং সে কেমন করে পরিত্রাণ পেয়েছে, তা সম্বন্ধেও যখন আজ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তখন আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল মানুষ একথা জেনে নিন: নাজারেথীয় সেই যীশুখ্রীষ্টেরই নামগুণে, যাঁকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই নামগুণেই এই লোকটি আপনাদের সামনে সুস্থ দেহে দাঁড়িয়ে আছে। তিনিই *সেই প্রস্তর, যা গৃহনির্মাতা* এই আপনাদের *দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।* আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই! কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।'

পিতর ও যোহনের তেমন সৎসাহস দেখে, এবং তাঁরা যে অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ, তা বিবেচনা করে তাঁরা আশ্চর্য হলেন; আবার এও চিনতে পারলেন যে, এঁরা যীশুর সঙ্গী হয়েছিলেন। আর যখন দেখতে পেলেন, ওই সারিয়ে তোলা লোকটি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তখন প্রতিবাদ করার মত আর কোন কথা পেলেন না। সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে তাঁদের আদেশ দিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন; তাঁরা বলছিলেন: 'এই লোকদের নিয়ে আমরা কী করব? কেননা ওদের দ্বারা প্রকাশ্যই একটা চিহ্নকর্ম সাধিত হয়েছে; আর তা যেরুসালেমের সমস্ত অধিবাসীদের কাছে এতই জানাজানি হয়েছে যে, আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। তবু কথাটা যেন জনগণের মধ্যে আরও অধিক রটে না যায়, এজন্য, আসুন, ওদের ভয় দেখাই, যেন আর কারও কাছে এই নামটা উল্লেখ না করে।' তাই তাঁরা তাঁদের ভিতরে ডেকে এই কড়া আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা যীশুর নাম উল্লেখ না করেন, আবার সেই নামকে কেন্দ্র করে যেন কোন উপদেশ না দেন। কিন্তু পিতর ও যোহন প্রতিবাদ করে বললেন, 'ঈশ্বরের কথার চেয়ে আপনাদেরই কথা শোনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উচিত কিনা, তা আপনারা

নিজেরা বিচার করুন; কারণ আমরা যা নিজেরাই দেখেছি ও শুনেছি, তা না বলে থাকতে পারি না।’ তখন তাঁরা আরও ভয় দেখাবার পর তাঁদের ছেড়ে দিলেন; জনগণের কারণে তাঁরা তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কোন উপায় পাচ্ছিলেন না, যেহেতু সকল লোকে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করছিল। আসলে, যে লোকটিকে অলৌকিক ভাবে সুস্থ করা হয়েছিল, তার বয়স ছিল চল্লিশের বেশি।

মুক্তি পাওয়ামাত্র তাঁরা নিজেদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন; এবং প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা তাঁদের যা কিছু বলেছিলেন, তা সবই জানালেন। তা শুনে সকলে একমন হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কণ্ঠ উত্তোলন করে বলল, ‘হে মহাপ্রভু, *আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই সবকিছুর নির্মাণকর্তা*; পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমিই তোমার দাস দাউদের মুখ দিয়ে একথা বলেছ:

বিজাতিরা কোলাহল করল কেন?
কেনই বা মানুষেরা অনর্থক ষড়যন্ত্র করল?

প্রভু ও তাঁর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়াল পৃথিবীর রাজা সকল,
নেতৃবৃন্দ একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হল।

আর আসলে, যাঁকে তুমি অভিষিক্ত করেছ, তোমার পবিত্র দাস সেই যীশুর বিরুদ্ধে হেরোদ ও পোন্তিয় পিলাত বিজাতিদের ও ইস্রায়েলের মানুষদের সঙ্গে এই নগরীতে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, তোমার হাত ও তোমার ইচ্ছা দ্বারা যা কিছু আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিল, তারা যেন তার সিদ্ধি ঘটায়। এখন, প্রভু, ওদের হুমকির দিকে তাকাও, এবং এমনটি দাও, যেন তোমার এই সকল দাস সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে তোমার বাণী প্রচার করতে পারে; তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, যেন তোমার পবিত্র দাস যীশুর নাম দ্বারা আরোগ্য, চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক লক্ষণ ঘটে।’ তাঁরা প্রার্থনা করতে করতে, যে স্থানে সমবেত ছিলেন, তা কেঁপে উঠল; এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন ও সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

শ্লোক শিষ্য ৪:১২,১১

℟ তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই,
℣ কারণ আকাশের নিচে মানুষদের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। আল্লেলুইয়া।
℟ খ্রীষ্টই সেই প্রস্তর, যা গৃহনির্মাতা এই আপনাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে, সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে;
℣ কারণ আকাশের নিচে মানুষদের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এ নামেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ গেরিকের উপদেশাবলি **প্রভুর পুনরুত্থান, উপদেশ ৩:১-২**

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানই আমাদের পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি

সুখী ও পবিত্রই সেই জন, যে এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী! খ্রীষ্ট হলেন নিদ্রাগতদের প্রথমফল ও মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত। সমস্ত পুনরুত্থানের মূল নমুনা হয়ে তাঁর পুনরুত্থান আমাদের নিশ্চয়তা দেয়, আমাদের আত্মা প্রথম পুনরুত্থানে ও আমাদের দেহ দ্বিতীয় পুনরুত্থানে পুনরুত্থান করবে, কেননা তিনি তাঁর আপন পুনরুত্থিত দেহকে আমাদের আত্মার জন্য সাক্রামেন্তরূপে ও আমাদের দেহের জন্য আদর্শরূপেই অর্পণ করেন। এমনকি, খ্রীষ্টের একমাত্র পুনরুত্থান আমাদের আত্মার জন্য দ্বিবিধ অনুগ্রহ ব্যবস্থা করেছে: আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাস্কা-রহস্যকে বাস্তবায়িত করায় আমরা পাপজনিত মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করি, ও আজকের দিনের পাস্কা মহোৎসব সানন্দে উদ্‌যাপন করায়ই বিশেষভাবে আমরা নিদ্রার জড়তা থেকে জাগরিত হয়ে উঠি। *প্রভু পুনরুত্থান করেছেন!* এ আনন্দপূর্ণ চিৎকারে যে কেউ আনন্দোচ্ছ্বাস, নবজীবনের প্রেরণা ও নবীন শক্তি অনুভব করে না, সে অবশ্যই নিষ্ক্রিয় ও আধমরা ব্যক্তি। নিজের কথা বলতে গেলে, আমি যখন মৃত যীশুর দিকে

তাকাচ্ছিলাম, তখন দুঃখ ও নিরাশার ভাব আমাকে ভর করছিল বটে, অথচ শাস্ত্রের বাণী অনুসারে *জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ।* যীশু যে সমাধি ছেড়ে আমার কাছে ফিরে আসেন, তা তো আমার বিশ্বাসের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়, আমার আনন্দ করারও ছোট কারণ নয়, কেননা আমি যেখানে কিছুক্ষণ আগে একটি মৃত মানুষের উপর ক্রন্দন করছিলাম, সেখানে আমি এখন জীবনময় ঈশ্বরকেই দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল বিধায় আমার অন্তর তাঁর জন্য দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিল; তিনি কিন্তু এখন পুনরুত্থিতই বিধায় আমার অন্তর ও আমার দেহ আমার নিজের পুনরুত্থান ও অমরত্বের নিশ্চিত আশায় আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে।

খ্রীষ্ট বলেন, *আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আবার জেগে উঠলাম।* সুতরাং, হে আমার ঘুমন্ত আত্মা, *জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে ওঠ, তবেই খ্রীষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন!* নব সূর্য তার নিম্ন স্থান থেকে উঠছে, কিন্তু ইতিমধ্যে পুনরুত্থানের অনুগ্রহ সারা বিশ্বের উপর জ্যোতি প্রসারিত করছে, এমন জ্যোতি যা তাদেরই চোখে প্রতিবিম্বিত যারা উষা থেকেই তাঁর জন্য জেগে থাকল—তেমন উষা সনাতন দিনের সূত্রপাত ঘটায়। এই তো সেই দিন যার সন্ধ্যা হয় না, সেই দিন যার সূর্যের অস্ত কখনও হবে না! সেই সূর্যের একবারই মাত্র অস্ত হয়েছে, এবার কিন্তু সেই সূর্য চিরকালের মতই স্বর্গে আরোহণ করেছে আর মৃত্যুকে বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন, এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আর তুমি যদি প্রতিদিন দরজার দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে প্রজ্ঞার দুয়ারপ্রান্তে জেগে থাক ও মাগদালার মারীয়ার মত তাঁর সমাধিমন্দিরের প্রবেশস্থানে নিশিজাগরণ পালন কর, তাহলে তিনি যা খুঁজে পেয়েছিলেন, তুমিও তা খুঁজে পাবে। তুমি তখন জানতে পারবে যে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল, তা খ্রীষ্টকেই লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল, যথা: *নিজেকে জ্ঞাত করতে প্রজ্ঞা নিজেই আপন আকাঙ্ক্ষীদের কাছে আসে। তার জন্য যে কেউ সকালে সকালে ওঠে, তার কোন কষ্ট হবে না, সে বরং দরজায় এসে দেখবে, প্রজ্ঞা সেখানে আসীন।* মারীয়া অন্ধকার থাকতেই সমাধিমন্দিরে জাগরণ পালন করতে গিয়েছিলেন; তিনি যাঁকে খোঁজ করছিলেন, তাঁকে সশরীরেই তাঁর সামনে দাঁড়ানোই পেলেন। এখন কিন্তু দেহ অনুসারে নয়, আত্মিক ভাবেই বরং তাঁকে খোঁজ করতে হবে; আর তুমি যদি মারীয়ার মত গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই তাঁকে খোঁজ কর আর তিনি যদি তোমাকে প্রার্থনারত দেখেন, তাহলে নিশ্চিত থাক, তুমি তাঁর আত্মিক উপস্থিতি খুঁজে পাবেই।

অতএব মারীয়ার ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুমিও প্রভু যীশুকে বল, *রাতে আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, বুকে আমার আত্মা নিত্যই তোমার অন্বেষণ করে।* সামসঙ্গীত-মালার রচয়িতার প্রার্থনা তোমার নিজের প্রার্থনা করে তুমিও বল, *ওগো পরমেশ্বর, ওগো আমার ঈশ্বর, ভোর হতেই তোমার অন্বেষণ করি; তোমার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত।* তা করলে, তবে দেখতে পাবে, তুমিও দাউদ ও মারীয়ার সঙ্গে সমস্বরে গান কর, *প্রভাতে তোমার কৃপায় আমাদের পরিতৃপ্ত কর, আর আমরা সানন্দে চিৎকার করব, মেতে উঠব সারাদিন ধরে।*

শ্লোক ১ করি ১৫:২০,২২,২১

℟ আসলে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।
℣ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে। আল্লেলুইয়া।
℟ যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।
℣ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে। আল্লেলুইয়া।

পাস্কা-অষ্টাহের রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - কল ৩:১-১৭

খ্রীষ্টে নবজীবন

ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

অতএব, সেই সবকিছু নিপাত কর যা তোমাদের মধ্যে পার্থিব, যথা, যৌন অনাচার, অশুচিতা, দেহলালসা, অসৎ কামনা আর সেই লোলুপতা যা পৌত্তলিকতার নামান্তর; এসব কিছু এমন, যা অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনে। একসময় তোমরা যখন তেমন লোকদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে, তখন তোমরাও এসব কিছুতে নিমজ্জিত ছিলে। কিন্তু এখন তোমরাও ত্যাগ কর এই সবকিছু, যথা, ক্রোধ, রোষ, শঠতা, পরচর্চা ও অশ্লীল ভাষা; পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কেননা তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে। এখানে আর গ্রীক বা ইহুদী, পরিচ্ছেদিত বা অপরিচ্ছেদিত, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই, কিন্তু খ্রীষ্টই সব, আর তিনি সবকিছুর মধ্যে।

তাই ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অপরকে ক্ষমা কর। যেহেতু প্রভু নিজে তোমাদের ক্ষমা করেছেন, সেজন্য তোমরাও সেইমত ক্ষমা কর। আর সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

খ্রীষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল। কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই যেন প্রভু যীশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

শ্লোক কল ৩:১-৩

℟ তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন।

℣ ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। আল্লেলুইয়া।

℟ তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে।

℣ ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **পাস্কা-অষ্টাহ, উপদেশ ৮:১,৪**

খ্রীষ্টে আমরা নবসৃষ্টি

তোমরা যারা প্রভুতে বসবাস কর, তোমাদের উদ্দেশেই আমার বাণী উচ্চারিত—তোমরা যারা নবজাত শিশু,

যারা খ্রীষ্টে বালক, যারা মণ্ডলীর নবসন্তান, পিতার অনুগ্রহ, মাতা-মণ্ডলীর উর্বরতা, ধর্মময় পল্লব, নবীন মৌমাছির ঝাঁক, আমাদের সেবাকর্মের ফুল, আমাদের পরিশ্রমের ফল, আমার আনন্দ, আমার মুকুট! প্রেরিতদূতের বাণী আপন করে আমি তোমাদের বলছি, *তোমরা স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্টকেই পরিধান কর; মাংস ও তার যত কামনা-বাসনার চিন্তায় আর সময় ব্যয় করো না,* যাতে তোমরা ঐশ সাক্রামেন্তে যাঁকে পরিধান করেছ, নিজেদের জীবনেও তাঁকে পরিধান করতে পার। *তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রীষ্টযীশুতে এখন তোমরা সকলেই এক।*

এতেই তো ঐশ সাক্রামেন্তের শক্তি! কেননা এ হল সেই নবজীবনেরই সাক্রামেন্ত, যে জীবন একালে সমস্ত পাপের ক্ষমা নিয়ে শুরু ক'রে মৃতদের পুনরুত্থান দিয়ে সিদ্ধি লাভ করবে। বস্তুত, মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, যাতে মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্ট যেমন পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি তোমরাও যেন এক নবজীবনের পথে চলতে পার। যতক্ষণ তোমরা এ মরদেহে বাস ক'রে প্রভু থেকে যেন দূরবর্তী প্রবাসীরই মত, ততক্ষণ বিশ্বাসসূত্রেই তো পথ চল। কিন্তু যাঁর দিকে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ, তিনি নিজেই হলেন তোমাদের নিশ্চিত পথ: তিনি সেই স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু যিনি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের জন্য মানুষ হলেন। যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের জন্য আনন্দের ধন-ঐশ্বর্য গচ্ছিত রেখেছেন; সেগুলি তিনি, যারা তাঁর উপর আশা রাখে, তাদের উপর তখনই প্রচুর বর্ষণ করবেন, যখন তারা, যা এখন আশার ভিত্তিতে পেয়েছে, তা বাস্তবেই গ্রহণ করবে।

আজ তোমাদের জন্মের অষ্টম দিন; আজ তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে বিশ্বাসের সেই চিহ্ন যার দৃষ্টান্ত প্রাচীন পিতৃপুরুষদের কাছে জন্মের অষ্টম দিনে সেই ত্বক্‌চ্ছেদনে সাধিত ছিল। সেজন্য প্রভুও তাঁর আপন দিনকে বিশেষ মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন: যন্ত্রণাভোগের পরবর্তী তৃতীয় দিন হলেও এদিন তবু সপ্তাহ-চক্রে শনিবারের পরবর্তী অষ্টম দিন ও সপ্তাহের প্রথম দিন। আপন দেহকে মরণশীলতা থেকে অমরত্বে উন্নীত ক'রে খ্রীষ্ট তাঁর আপন দিনকে পুনরুত্থানের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন। তোমরা সেই একই রহস্যের অংশীদার—এখনও তার পূর্ণ বাস্তবতায় নয়, তবু সুনিশ্চিত আশায়, কেননা তোমরা সুনিশ্চিত পণস্বরূপ সেই পবিত্র আত্মাকে পেয়েই গেছ। *তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।*

শ্লোক কল ৩:৩-৪; রো ৬:১১

প্র তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে।
উ খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে। আল্লেলুইয়া।
প্র নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।
উ খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - কল ৩:১-১৭ (দ্রঃ বিজোড় বর্ষ)

শ্লোক কল ৩:১৪-১৫; ১ পি ২:১,২

প্র সমস্ত কিছুর উপরে তোমরা ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন।
উ খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। আল্লেলুইয়া।

℣ সমস্ত শঠতা ত্যাগ করে তোমরা নবজাত শিশুর মত অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার।
℟ খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সেলেউকিয়ার বিশপ বাসিলের পাস্কা-উপদেশ

দীক্ষাস্নান অমরত্ব দান করে

পাতালে আর কেউই যেন বন্দি না থাকে, খ্রীষ্ট নিজেই সেখানে নেমে গেলেন; অপদূতদের জগতের বিরুদ্ধে তিনি আপন মাংস টোপ হিসাবে ব্যবহার করলেন এবং ঈশ্বরত্বের পরাক্রমে তাদের রাজপ্রাসাদ নামিয়ে দিয়ে বিধানের যত প্রাচীন ঋণপত্র একমুহূর্তেই কেড়ে নিলেন, যাতে তিনি আমাদের চালিত করতে পারেন সেই স্বর্গলোকে যা মৃত্যুশূন্য স্থান, অক্ষয়শীলতার আলয় ও ধর্মময়তার আবাস।

নব আলোপ্রাপ্ত যে তুমি, তুমি তো এ মহান বাস্তবতার পরিবেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছ। তোমার পক্ষে অনুগ্রহের দীক্ষা হল পুনরুত্থানের পণ, আর দীক্ষাস্নান হল স্বর্গে ভাবী জীবনের অগ্রিম দানস্বরূপ। জলে ডুব দিয়ে তুমি প্রভুর সমাধির অনুকরণ করেছ, কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে এসে যে প্রথম কাজ দেখেছ, তা হল পুনরুত্থানের আশ্চর্য কাজ। যে সবকিছুর প্রতীক তুমি দেখতে পেয়েছ, এখন সেসব কিছুর বাস্তবতাই গ্রহণ কর। এর সাক্ষ্য স্বরূপ পলের একথা ধর, *আমরা যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে রোপিত হয়েছি, তখন অবশ্যই তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও হব।* সেই 'রোপিত' শব্দটা খুবই সুন্দর! দীক্ষাস্নান সত্যিই অমরত্বের লক্ষ্যে বীজ-রোপণ—জলকুণ্ডে রোপিত হয়ে বীজটা স্বর্গে ফল উৎপন্ন করে। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ জলকুণ্ডে রহস্যাবৃত ভাবেই ক্রিয়াশীল, তার বাহ্যিক চেহারা কিন্তু যেন তোমার কাছে তার আশ্চর্য শক্তি আবৃত না করে! জল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত, তবু অনুগ্রহই নবজন্ম ঘটায় ও সেই জলে, যেন চুল্লিতেই, নিমজ্জিত বস্তুকে নব রূপ দান করে। যে জলে ডুব দেয়, অনুগ্রহ চুল্লিতেই যেন তাকে অগ্নিময় করে তোলে, তাকে অমরত্বের যত রহস্য দান করে ও পুনরুত্থানের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করে।

এইমাত্র আলোপ্রাপ্ত হয়েছ যে তুমি, দেখ, তোমার নিজের পোশাকই এ সমস্ত আশ্চর্য কাজের প্রতীক বহন করে। তুমি যে এ অনুগ্রহের প্রতীক বহন কর, দেখ: ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল এই পোশাক অক্ষয়শীলতার চিহ্ন নির্দেশ করে; এই শুভ্র কাপড়, যা কিরীটের মত তোমার মাথা ঘেরে, তা স্বাধীনতাই ঘোষণা করে; হাত শয়তানের উপরে জয়চিহ্ন বহন করে। খ্রীষ্ট স্পষ্টই দেখান, তুমি পুনরুত্থান করেছ: এখনকার মত প্রতীকসূত্রেই তা দেখান; কিন্তু আমরা বিশ্বাসের পোশাক পাপে কলুষিত না করলে, অনুগ্রহের প্রদীপ অপকর্মের দরুন নিবিয়ে না দিলে, ও পবিত্র আত্মার মুকুট যত্ন করে রাখলে তিনি কিছুকাল পরে তা বাস্তবেও দেখাবেন। তখন স্বর্গ থেকে প্রভু ভয়ঙ্কর অথচ স্নেহভরা কণ্ঠে স্পষ্ট বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।* তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম যুগ যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক রো ৬:৪,৩

℣ মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,
℟ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। আল্লেলুইয়া।
℣ আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি,
℟ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। আল্লেলুইয়া।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১:১-২০

মানবপুত্রের দর্শন

যীশুখ্রীষ্টের ঐশপ্রকাশ, যা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে দান করেছেন, তিনি যেন, যা শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার কথা, তা তাঁর আপন দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। এবং তাঁর দাস যোহনকে এই সমস্ত জানাবার জন্য তিনি নিজের দূত প্রেরণ করলেন, আর যোহন ঈশ্বরের বাণী ও যীশুখ্রীষ্টের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যা দেখেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সুখী সেই জন, এই নবীয় বাণীর বচনগুলো যে পাঠ করে; আর সুখী তারা, যারা তা শোনে, এবং এখানে যা কিছু লেখা আছে তা পালন করে; কেননা সেই কাল সন্নিকট।

আমি, যোহন, এশিয়ার সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে: যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সিংহাসনের সম্মুখীন সপ্ত আত্মার কাছ থেকে এবং বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদাতা যিনি, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও পৃথিবীর রাজাদের অধিরাজ সেই যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! যিনি আমাদের ভালবাসেন, যিনি নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, এবং আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক, তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন।

দেখ, তিনি মেঘবাহনে আসছেন, আর প্রতিটি চোখ তাঁকে দেখতে পাবে; তারাও তাঁকে দেখতে পাবে, *যারা তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল; আর পৃথিবীর সকল জাতি তাঁর জন্য নিজেদের বুক চাপড়াবে।* হ্যাঁ, আমেন!

আমি আল্ফা ও ওমেগা, একথা প্রভু ঈশ্বর বলছেন, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, যিনি সর্বশক্তিমান।

আমি যোহন, তোমাদের ভাই, এবং যীশুতে দুঃখকষ্টে, রাজ-মর্যাদায় ও নিষ্ঠায় তোমাদের সহভাগী, ঈশ্বরের বাণী ও যীশুর সাক্ষ্যের খাতিরে একসময় পাৎমস দ্বীপে ছিলাম। প্রভুর দিনে আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; তখন আমার পিছনে তুরিধ্বনির মত উদাত্ত এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম; কণ্ঠটি বলল: 'তুমি যা দেখছ, তা একটা পুস্তকে লিখে রাখ, এবং এফেসস, স্মির্না, পের্গাম, থিয়াতিরা, সার্দিস, ফিলাদেল্ফিয়া ও লাওদিকেয়া এই সপ্ত মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়ে দাও।' কার্ কণ্ঠ আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে, তা দেখবার জন্য আমি ফিরে দাঁড়ালাম; তখন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, আর সেই দীপাধারগুলির মাঝখানে *মানবপুত্রের সদৃশ কে যেন একজন রয়েছেন:* তিনি দীর্ঘ পোশাক পরে আছেন, তাঁর বুকে *সুবর্ণ একটা বন্ধনী বাঁধা; তাঁর মাথার চুল শুভ্র পশমের মত, তুষারেরই মত; তাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত; তাঁর পা দু'টো যেন আগুনে যাচাই করা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত; তাঁর কণ্ঠস্বর জলরাশির ধ্বনির মত;* তিনি ডান হাতে সাতটা তারা ধরে আছেন, তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা দুধারী খড়্গ নির্গত, ও তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মত—পূর্ণ তেজেই দীপ্তিমান সূর্যের মত।

তাঁকে দেখামাত্র আমি কেমন যেন মৃত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম, কিন্তু তিনি এই বলে আমার উপর ডান হাত রাখলেন, 'ভয় করো না, আমি প্রথম ও শেষ ও সেই জীবনময়। আমি ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যের চাবিকাঠি। সুতরাং তুমি যা কিছু দেখতে পেলে, এবং যা কিছু ঘটছে, এবং এরপরে যা কিছু ঘটবে, সেই সমস্ত কিছু লিখে রাখ। আমার ডান হাতে যে সাতটা তারা দেখেছ এবং সেই যে সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, সেগুলির রহস্য এ: সেই সাতটা তারা হল ওই সপ্ত মণ্ডলীর স্বর্গদূত, এবং সেই সাতটা দীপাধার হল ওই সপ্ত মণ্ডলী।'

শ্লোক প্রত্যা ১:৫,৬; কল ১:১৮

℟ খ্রীষ্ট আমাদের ভালবাসেন, তিনি নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন।

℣ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

℟ তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।

৺ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রত্যাদেশ পুস্তকে দৈত্জের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা

খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করব

তিনি আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক। শাস্ত্রের এ বাণী আমাদের দেখায় খ্রীষ্টের অপার করুণা ও প্রসন্নতা। তেমন প্রশংসাবাদ উচ্চারণ করার জন্য আমাদের জিহ্বাও অধিক দুর্বল! আসল কথা এ, খ্রীষ্ট যখন তেমন মহামূল্যে এমনকি নিজ মহামূল্যবান রক্তমূল্যে আমাদের কিনেছেন, তখন তাঁর ইচ্ছা ছিল না, আমরা তাঁর ক্রীতদাস হব; তাঁর উদ্দেশ্য বরং এ ছিল, তিনি আপন পিতা ও ঈশ্বরের জন্য একটি রাজ্য ও যাজকসমাজ সৃষ্টি করবেন। তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আমাদের তাঁর পিতার রাজ্য ও ঈশ্বরের যাজক হওয়ার কথা। স্ব-অধিকারে তিনিই মাত্র ছিলেন রাজা ও যাজক, অথচ মনঃস্থ করলেন তিনি পাপের বন্দিদের করবেন রাজা, মৃত্যুর সন্তানদের করবেন যাজক। এ উদ্দেশ্যে তিনি আপন রক্ত দান করলেন।

হে প্রভু, আমাদের প্রভু, কী মহিমময় তোমার নাম! কী মহিমময় *সেই গৌরব ও সম্মানের মুকুট* যা তুমি প্রভু যীশুকে রাজাধিরাজ বলে পরিয়েছ! তুমি তাঁকে পরিয়েছ তোমার রাজ্যের সকল রাজার মুকুট, কেননা তোমার রাজ্য এমন রাজাদেরই রাজ্য, যে রাজারা রাজসজ্জায় উজ্জ্বল, এক একটি রাজা খ্রীষ্টের রক্তেই তোমার উদ্দেশে পবিত্র পাত্ররূপে নিবেদিত।

আমাদের বলা হয়েছে, খ্রীষ্ট আমাদের যাজকও করেছেন, এমন যাজক যারা সেই বলিদানের অংশীদার, যে বলিদানের মধ্য দিয়ে স্বয়ং খ্রীষ্ট শয়তানের উপর বিজয়ী হওয়ায় পাপের কর্তৃত্ব ধ্বংস করেছেন। প্রতিষ্ঠার বাণী উচ্চারণ ক'রে আমাদের প্রভুর দেহরক্তের বাস্তব উপস্থিতি ঘটাতে পারব, ইহলোকে তেমন যাজকত্বের পূর্ণতা আমাদের সকলের নয়, তবু আমরা সকলেই ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করায় যাজক-ভূমিকা পালন করতে আহূত। এবিষয়ে প্রেরিতদূত পল বলেন, *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে।* এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই যা দিয়ে আমরা সেই স্বর্গীয় পবিত্রতম তাঁবুতে, অর্থাৎ স্বর্গলোকে প্রবেশ করতে পারব।

বর্তমানকালের বলিদান সেই পবিত্রীকৃত রুটি ও আঙুররস নিয়ে গঠিত, কিন্তু স্বর্গলোকে তেমন কিছু আর থাকবে না। তবু স্বর্গলোকেও বলিদানের জন্য যথেষ্ট উপাদান থাকবে: আমাদের ওষ্ঠ স্তুতি ও ধন্যবাদ-বলিদান উৎসর্গ করতে পারবে, আনন্দগান করতে পারবে ও ঈশ্বরের মহাকীর্তিকলাপের কথা প্রচার করতে পারবে। এমনকি, প্রত্যাদেশ পুস্তকের পরবর্তী অনুচ্ছেদ *তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে আমেন* এর জয়ধ্বনিতে স্বর্গীয় বলিদানের একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। আর তা আমাদের পক্ষে একান্ত ন্যায়সঙ্গত, কেননা সমস্ত উপকারের জন্য স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানানো ও তাঁর প্রশংসা করা সৃষ্টজীবদের কর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ আমরা মোশী ও ইস্রায়েল সন্তানদের কথা ধরি: পাস্কা-মেষশাবকের বলিদান দ্বারা মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ও ফারাও ও তার বাহিনীকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত দেখে তারা প্রভুর প্রশংসাগান করল।

উপকারের জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে বরং মুখ বন্ধ রাখা ও জিহ্বাকে নিশ্চুপ রাখা সত্যি কৃতঘ্নতার চিহ্ন। তাই যখন যোহন স্তুতি ও ধন্যবাদসূচক সেই ছোট বন্দনা ধরে বলেন, *তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে,* তখন এসো, আমরা সকলে বলে উঠি, আমেন! সাধু পলের কথা অনুসারে, *পিতা ঈশ্বরের গৌরবে প্রতিটি জিহ্বা ঘোষণা করে, 'যীশুখ্রীষ্টই প্রভু।'*

শ্লোক ১ পি ২:৯; দ্বিঃবিঃ ৭:৭; ১৩:৫

℟ তোমরা, এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন

℟ যেন তাঁরই গুণকীর্তন কর, যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

℣ প্রভু তোমাদের বেছে নিয়েছেন ও দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন

℟ যেন তাঁরই গুণকীর্তন কর, যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৪:৩২–৫:১৬

আদিমণ্ডলীর আদর্শ জীবনধারণ ; আনানিয়াস ও সাফীরা

যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল। প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন, এবং তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। তাদের মধ্যে কেউই অভাবে ভুগছিল না, কারণ যারা জমি বা বাড়ির মালিক ছিল, তারা তা বিক্রি করে দিত, ও বিক্রি করে যে টাকা পেত, তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে রাখত ; পরে তা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হত।

যোসেফ নামে একজন লেবীয় ছিলেন, যিনি জন্মসূত্রে সাইপ্রাসের মানুষ ; প্রেরিতদূতেরা তাঁকে আবার বার্নাবাস, অর্থাৎ 'উদ্দীপনার সন্তান' নাম দিয়েছিলেন : একখণ্ড জমির মালিক হওয়ায় তিনি তা বিক্রি করে টাকাটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রেখে দিলেন।

আনানিয়াস নামে একজন লোক ছিল ; তার স্ত্রী সাফীরার সঙ্গে সে একটা সম্পত্তি বিক্রি করল, এবং স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে টাকার কিছুটা অংশ রেখে দিল, আর বাকি অংশটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রাখল। পিতর বললেন, 'আনানিয়াস, শয়তান কেমন করে তোমার হৃদয় এতই দখল করেছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলেছ ও জমির টাকার কিছুটা রেখেছ? জমিটা বিক্রি করার আগে তা কি তোমারই ছিল না? বিক্রি করার পরেও সেই টাকার উপরে তোমার কি পুরো অধিকার ছিল না? তবে এমন কাজ করার ভাব তোমার হৃদয়ে স্থান পেল কেন? তুমি তো মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বলেছ।' এই সমস্ত কথা শোনামাত্র আনানিয়াস মাটিতে পড়ে মারা গেল ; আর যারা শুনছিল, তারা সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল। তখন যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়াল ও বাইরে নিয়ে গিয়ে তার কবর দিল।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রীও এসে উপস্থিত হল ; কিন্তু কী ঘটেছে, সে তা জানত না। পিতর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল দেখি, তোমরা সেই জমি এই দামেই কি বিক্রি করেছিলে?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এই দামে।' তখন পিতর তাকে বললেন, 'তোমরা কেন প্রভুর আত্মাকে যাচাই করার জন্য একমত হয়েছিলে? এই যে, যারা তোমার স্বামীর কবর দিয়েছে, তাদের পায়ের শব্দ দরজায় শোনা যাচ্ছে ; তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে।' সে ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে মারা গেল। আর সেই যুবকেরা যখন ভিতরে এল, তখন তাকে মৃত অবস্থায় পেল, এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে তার কবর দিল। তখন গোটা মণ্ডলী, আর যারা একথা শুনতে পেল, সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল।

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত ; তারা সকলে একমন হয়ে সলোমন-অলিন্দে মিলিত হত। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত ; এমনকি লোকেরা রাস্তার ধারে ধারে অসুস্থদের এনে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখত, যেন পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই কারও কারও গায়ে পড়ে। আর যেরুসালেমের আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক জড় হতে লাগল, তারা অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত, আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত।

শ্লোক শিষ্য ৪:৩৩,৩২

℟ প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন;

℣ তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।

℟ যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ।

℣ তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রাচীন লেখকের পাস্কা-উপদেশ

আত্মিক পাস্কা

আমাদের উদ্‌যাপিত পাস্কা সকল মানুষের পরিত্রাণের কারণ—তার আরম্ভ সেই প্রথম মানুষকে নিয়ে, যে মানুষ সকলের মধ্যে পরিত্রাণকৃত ও সঞ্জীবিত। পূর্ণাঙ্গ ও চিরস্থায়ী বাস্তবতার দৃষ্টান্ত ও প্রতীক রূপে যত অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতাগুলো একসময় আবির্ভূত হয়েছিল, এখনকার সত্যগুলির পূর্বাভাস দেবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সত্যের উপস্থিতিতে যত প্রতীক ঘুচে যেতে বাধ্য। রাজা আসছেন, জীবনময় তাঁকেই ছেড়ে কেউই যেন তাঁর মূর্তি পূজা করতে কল্পনা না করে!

প্রতীক যে সত্যের চেয়ে হীনতর, তা খুবই স্পষ্ট: প্রতীক উদ্‌যাপন করে ইহুদীদের প্রথমজাতদের ক্ষণিক জীবন, সত্য কিন্তু সকল মানুষের অনন্ত জীবন। অল্প সময়ের মধ্যে যাকে মরতেই হবে, তার পক্ষে মৃত্যু থেকে ক্ষণিকের মত রেহাই পাওয়া বড় কথা নয়; মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ রূপে রেহাই পাওয়া, এই তো বড় কথা; আর আমাদের বেলায় ঠিক তাই ঘটে, কেননা আমাদের জন্য আমাদের পাস্কা-মেষশাবক সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।

পর্বের নামের সত্যকার অর্থ ব্যাখ্যা করলে, নামটা নিজেই পর্বটির উৎকৃষ্টতা ব্যক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে পাস্কার অর্থ হল পাশ কেটে যাওয়া, কেননা সেই যমদূত প্রথমজাতদের আঘাত করতে গিয়ে হিব্রুদের ঘরের পাশ কেটে গেছিল। আমাদের বেলায়ই কিন্তু ঘটনাটি অধিক সত্য, কেননা যমদূত আমাদেরই পাশ কেটে যায়, আমরা তো খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্ত জীবনে উজ্জীবিত হয়েছি। সত্য গবেষণার ভিত্তিতে আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন পাস্কা ও প্রথমজাতদের পরিত্রাণ যে কালে ঘটেছিল, সেই কাল বছরের আরম্ভ বলে নির্ধারিত, তাহলে একমাত্র উত্তর এ, পাস্কা-বলিদান সত্যিই আমাদের পক্ষে অনন্ত জীবনের আরম্ভ।

যেহেতু বছর বৃত্তাকারে আবর্তনশীল আর তার কখনও শেষ হয় না, সেজন্য বছর কালের প্রতীক। কিন্তু ভাবীকালের জনক যিনি, সেই খ্রীষ্ট আমাদের খাতিরে নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছেন ও আমাদের প্রাক্তন জীবনের যেনই সমাপ্তি ঘটিয়ে আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাদৃশ্য অনুসারে নবজন্মের প্রক্ষালনের মধ্য দিয়ে আমাদের দান করেন অন্য একটি জীবনের আরম্ভ। এইভাবে যে কেউ জানতে পেরেছে পাস্কা তারই খাতিরে বলীকৃত হয়েছে, সে আপন জীবনের আরম্ভ বলে সেই লগ্নই গণ্য করুক, যে লগ্নে খ্রীষ্ট তার খাতিরে বলীকৃত হয়েছেন। তবু খ্রীষ্ট তখনই তার খাতিরে বলীকৃত হন, সে যখন অনুগ্রহটি বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে ও সেই বলিদানের মাধ্যমে দেওয়া জীবনের কথা উপলব্ধি করে। এসব কিছু জেনে, সে নবজীবনের আরম্ভ গ্রহণ করতে শীঘ্রই এগিয়ে যাক, আর সেই যে প্রাক্তন জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে, তার দিকে যেন আর কখনও না ফিরে যায়। কেননা *আমরা যারা পাপের কাছে মরেছি, কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব?*

শ্লোক ১ করি ৫:৭-৮; রো ৪:২৫

℟ তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিন্ড হতে পার; কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।

℣ সুতরাং এসো, আমরা প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি। আল্লেলুইয়া।

℟ খ্রীষ্টকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

℣ সুতরাং এসো, আমরা প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি। আল্লেলুইয়া।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ২:১-১১

এফেসস ও স্মির্না মণ্ডলীর প্রতি বাণী

এফেসস মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: যিনি ডান হাতে সেই সাতটা তারা ধরে আছেন, যিনি সেই সাতটা সুবর্ণ দীপাধারের মাঝখানে বিচরণ করেন, তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম, তোমার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা আমি জানি; এও জানি যে, তুমি দুর্জনদের সহ্য করতে পার না; যারা নিজেদের প্রেরিতদূত বলে কিন্তু আসলে প্রেরিতদূত নয়, তাদের তুমি পরীক্ষা করেছ ও মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছ। আরও জানি যে, তুমি নিষ্ঠাবান, এবং ক্লান্তি বোধ না করে আমার নামের খাতিরে অনেক কিছু সহ্য করেছ। তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ আছে: তুমি তোমার প্রথম ভালবাসা ত্যাগ করেছ। সুতরাং স্মরণ কর কোথা থেকে তুমি পতিত হয়েছ; মনপরিবর্তন কর, আর সেই আগের কাজকর্ম সাধন কর; নইলে—তুমি মনপরিবর্তন না করলে—আমি তোমার কাছে আসব ও তোমার দীপাধার তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব। তবু তোমার একটা গুণ আছে: তুমি নিকোলাসপন্থীদের কাজকর্ম ঘৃণা কর, আমিও যেমন তা ঘৃণা করি। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, তাকে আমি খেতে দেব জীবনবৃক্ষের ফল—ঈশ্বরের পরমদেশে রয়েছে যে বৃক্ষ।

স্মির্না মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত ছিলেন ও জীবনে ফিরে এসেছেন, তিনি একথা বলছেন: তোমার ক্লেশ ও দরিদ্রতার কথা আমি জানি; তথাপি তুমি ধনবান। আর তাদের নিন্দাজনক কথাও জানি, যারা নিজেদের ইহুদী বললেও আসলে ইহুদী নয়, বরং শয়তানেরই সমাজগৃহ। তোমাকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় পেয়ো না! দেখ, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য দিয়াবল তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত—তোমাদের ক্লেশ দশ দিন ধরেই চলবে। তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

শ্লোক প্রত্যা ২:১০,১১; সিরা ৪:২৮

প্র তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব;

উ যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

প্র সত্যের পক্ষে মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম কর, তবে প্রভু ঈশ্বর তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন।

উ যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মনিমুসের কাছে রুস্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউসের পুস্তকাবলি ২য় পুস্তক ১১-১২

একতা ও ভালবাসার সাক্রামেন্ত

খ্রীষ্টের দেহের নির্মাণকাজ, সাধু পিতরের বাণী অনুসারে, ভালবাসায় সাধিত: জীবন্ত প্রস্তরগুলি এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছে যাতে এক পবিত্র যাজক-সমাজ হয়ে সেই আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, যা যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয়। তেমন আত্মিক নির্মাণকাজ তখনই বিশেষভাবে প্রকৃত প্রার্থনার বস্তু হয়, যখন স্বয়ং খ্রীষ্টের দেহ তথা মণ্ডলী রুটি ও পানপাত্রের সাক্রামেন্তে স্বয়ং খ্রীষ্টের দেহ উৎসর্গ করে। কেননা *সেই যে পানপাত্র থেকে আমরা পান করি তা খ্রীষ্টের রক্তে সহভাগিতা; আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা; কেননা যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।*

এজন্য আমরা প্রার্থনা করি যেন যে অনুগ্রহ দ্বারা মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহ হয়ে উঠেছে, সেই একই অনুগ্রহ দ্বারা যেন

সমস্ত অঙ্গগুলি ভালবাসার বন্ধনে সুসংবদ্ধ থেকে দেহের একতা-সাধনে রত থাকে। আমরা যথার্থই প্রার্থনা করি যেন এসব কিছু আমাদের মধ্যে সেই আত্মারই দানে ঘটে, যিনি পিতা ও পুত্রের একমাত্র আত্মা; কেননা সেই ত্রিত্ব তথা সেই একমাত্র ও সত্যকার ঈশ্বর স্বরূপে পবিত্র একতা, সমতা ও ভালবাসা হওয়ায়, যাদের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, একাত্ম করেই তাদের পবিত্রিত করেন। এজন্য লেখা আছে, *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।*

সেই পবিত্র আত্মা যিনি পিতা ও পুত্রের একমাত্র আত্মা, তিনি যাদের দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দান করেন, তাদের অন্তরে সেই একই কাজ সাধন করেন যা তিনি তাদেরও জন্য সাধন করেছিলেন যারা শিষ্যচরিতের বিবরণী অনুসারে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিষয়ে লেখা রয়েছে, বিশ্বাসী মণ্ডলী ছিল একমন একপ্রাণ; কেননা যিনি সেই ঈশ্বরবিশ্বাসী মণ্ডলীকে একমন একপ্রাণ করে তুলেছিলেন, তিনি ছিলেন সেই আত্মা যিনি পিতা ও পুত্রের একমাত্র আত্মা, ও পিতা ও পুত্রের সঙ্গে এক ঈশ্বর।

এ পরিপ্রেক্ষিতে এফেসীয়দের উপদেশ দিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, এ আত্মিক একতা শান্তির বন্ধনে সযত্নেই রক্ষা করা দরকার: *প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, আত্মা এক।*

মণ্ডলীর মধ্যে পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্চারিত ভালবাসা রক্ষা ক'রে ঈশ্বর স্বয়ং মণ্ডলীকেই নিজের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় বলি করে তোলেন, যাতে মণ্ডলী আত্মিক ভালবাসার অনুগ্রহ অনুক্ষণ গ্রহণ করতে পারে ও সেই ভালবাসার অনুগ্রহ দ্বারা সে নিজেকে জীবন্ত, পবিত্র ও ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় বলিরূপে নিত্যই উৎসর্গ করতে পারে।

শ্লোক   যোহন ১৭:২০,২১,২২,১৮

℟ আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তারা সকলেই যেন এক হয়, যেভাবে, হে পিতা, তুমি আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি,
℣ তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক। আল্লেলুইয়া।
℟ তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম,
℣ তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৫:১৭-৪২

প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

তখন মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদুকি সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, 'যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছে এই জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।' তা শুনে তাঁরা সকালবেলায় মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন। এদিকে মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা এসে মহাসভা, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের সভা ডেকে সমবেত করলেন, এবং তাঁদের আনবার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন।

কিন্তু নিযুক্ত সেই লোকেরা কারাগারে গিয়ে সেখানে তাঁদের পেল না; তাই ফিরে এসে জানাল, 'আমরা দেখলাম, কারাগার একেবারে ভাল করে বন্ধ করা আছে, দরজায় দরজায় প্রহরীরাও পাহারা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে ভিতরে কাউকে পেলাম না।' তেমন কথা শুনে মন্দিরপাল ও প্রধান যাজকেরা দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী; আর ঠিক তখনই কে যেন একজন এসে তাঁদের জানাল, 'দেখুন, আপনারা যাদের কারাগারে রেখেছিলেন, সেই লোকেরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকলকে উপদেশ শোনাচ্ছে।'

মন্দিরপাল প্রহরীদের সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, কিন্তু বল প্রয়োগে নয়, কারণ তারা ভয়

করছিল হয় তো জনগণ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে। তারা তাঁদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে দাঁড় করালে মহাযাজক তাঁদের জেরা করতে লাগলেন; তিনি বললেন, 'আমরা এই নামকে কেন্দ্র করে উপদেশ দিতে তোমাদের স্পষ্টভাবেই নিষেধ করেছিলাম; তবু দেখ, তোমরা নিজেদের উপদেশে যেরুসালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং সেই লোকটার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের উপরে চাপাতে চাচ্ছ।' পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, 'মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত। একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপমুক্তি দান করতে পারেন। আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।'

একথা শুনে তাঁরা অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, এবং তাঁদের হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু গামালিয়েল নামে মহাসভার একজন ফরিসি সদস্য তখন উঠে দাঁড়ালেন; তিনি ছিলেন একজন বিধানাচার্য, তাছাড়া সমস্ত জনগণের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি প্রেরিতদূতদের কিছুক্ষণ বাইরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। পরে মহাসভার সদস্যদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই লোকদের বিষয়ে আপনারা কী করতে যাচ্ছেন, তা নিয়ে সাবধান হোন। কেননা কিছু দিন আগে থেউদাস উঠে নিজেকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করেছিল, এবং আনুমানিক চারশ' লোক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু সে নিহত হওয়ার পর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তাদের দলের কিছুই রইল না। সেই লোকটার পরে লোকগণনার সময়ে গালিলেয়ার যুদা উঠে কতগুলো লোককে নিজের পিছনে আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু সেও বিনষ্ট হল, আর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এখন আমি আপনাদের একথা বলছি, আপনারা এই লোকদের ব্যাপার নিয়ে ক্ষান্ত হোন, তাদের যেতে দিন; কারণ এই আন্দোলন বা এই প্রচেষ্টা যদি মানুষ থেকে আসে, তবে এমনিই বিলুপ্ত হবে; কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে আসে, তাহলে তাদের বিলুপ্ত করতে আপনারা সক্ষম হবেন না। এমনটি যেন না ঘটে যে, আপনারা ঈশ্বরের সঙ্গেই সংগ্রাম করছেন!'

তাঁরা তাঁর কথায় সম্মতি দিলেন, এবং প্রেরিতদূতদের ভিতরে ডাকিয়ে এনে তাঁদের কশাঘাত করালেন, এবং যীশুর নামকে কেন্দ্র করে কোন কিছু বলতে নিষেধ করে তাঁদের মুক্ত করে দিলেন। সেই নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মসীহ যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন—একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

শ্লোক শিষ্য ৫:৩০-৩১; ইসা ৫৩:১১

℟ একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন।
℣ তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপমুক্তি দান করতে পারেন। আল্লেলুইয়া।
℟ আমার ধর্মময় দাস অনেককেই ধর্মময় করে তুলবেন।
℣ তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপমুক্তি দান করতে পারেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **৫ম পুস্তক ৯**

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আমাদের জীবনে ফলশালী হবে

আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে জোড়-কলম করে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে। আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, যাতে পাপদেহ বিনষ্ট হয়, আমরা যেন পাপের দাস আর না থাকি। কেননা যার মৃত্যু

হয়েছে, সে পাপের কাছে আর দায়ী নয়।

প্রেরিতদূত বলেন, আমরা পাপের কাছে মৃত, এবং যে কেউ খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছে সে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছে। তিনি একথা লেখেন যে, *আমাদের তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে জোড়-কলম করে সংযুক্ত করা হয়েছে;* আবার তিনি বলেন, আমাদের যখন তাঁরই মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যু হয়েছে, তখন যেহেতু তিনি পাপের কাছে মৃত, সেজন্য আমাদের তাঁরই মত পুনরুত্থানও প্রত্যাশা করতে হবে। কিন্তু তা যেন ঘটে, তিনি দেখান, আমাদের পুরাতন মানুষকে কোন্ মাত্রায়ই না খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। পুরাতন মানুষ বলতে আমাদের বোঝা উচিত পাপে যাপিত আমাদের প্রাক্তন জীবন; আমরা তখনই তেমন জীবনের সমাপ্তি ঘটাই, বা অন্য কথায়, আমরা তখনই তেমন জীবন ধ্বংস করি, যখন খ্রীষ্টের ক্রুশে বিশ্বাস গ্রহণ করি, কেননা সেই ক্রুশ দ্বারা পাপদেহ ধ্বংসিত হয় যাতে করে আমাদের যে অঙ্গগুলি পাপের দাস ছিল, সেগুলি যেন আর পাপের নয়, বরং ঈশ্বরেরই দাস হয়।

এসো, আগের কথায় ফিরে গিয়ে একটু ভেবে দেখি, তাঁর মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে খ্রীষ্টের সঙ্গে কলমের কথার অর্থ কী। প্রেরিতদূতের উদাহরণ অনুসারে সেই মৃত্যুর অর্থ এরূপ: খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সংযোগ যেন গাছ-রোপণেরই মত, যাতে তাঁর শিকড় থেকে খাদ্য পেয়ে আমাদের শিকড়ও ধর্মময়তা-ডাল ও জীবন-ফল উৎপন্ন করতে পারে।

তুমি যদি জানতে চাও, শাস্ত্রে কোন্ গাছের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত হওয়ার কথা ও সেই গাছ কোন্ প্রকৃতির, তাহলে প্রজ্ঞা পুস্তকের এ বাণী শোন, *যে কেউ তার উপর ভরসা রাখে, তার কাছে প্রজ্ঞা জীবন-বৃক্ষ, আর যে কেউ তাকে আলিঙ্গন করে, সে ধন্য। সুতরাং, ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা* হওয়ায় খ্রীষ্টই সেই জীবন-বৃক্ষ যার সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত হওয়ার কথা; এমনকি, ঈশ্বরের অভিনব ও দয়াপূর্ণ দান অনুসারে তাঁর মৃত্যু আমাদের জন্য জীবন-বৃক্ষ হয়ে ওঠে। তবু যেহেতু প্রেরিতদূত সচেতন আছেন যে যে মৃত্যুর কথা এখানে বলা হয়, তা সাধারণ মৃত্যু নয় বরং পাপেরই কাছে মৃত্যু, সেহেতু তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবে একথা বলেন না 'তাঁর মৃত্যুতে সংযুক্ত হয়েছি,' তিনি বরং একথা বলেন, 'তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে।' কেননা খ্রীষ্ট পাপের কাছে একবার চিরকালের মতই মরেছেন, তিনি তো *কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা!*

যীশু ছাড়া তেমন পূর্ণ পবিত্রতা অন্য কোন মানুষের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা কেউই পাপশূন্য নয়, একদিনের নবজাত শিশুও নয়। সুতরাং যেহেতু আমরা পাপকে সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারি না, সেজন্য, যীশু প্রকৃতপক্ষে পাপশূন্য হয়েও তবু পাপের কাছে তাঁর যে মৃত্যু হয়েছে, সেই মৃত্যুতে আমরা মরতে পারি না। তথাপি, যীশুর অনুকরণ করে ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা পাপ থেকে যতখানি দূরে থাকি, ততখানি সেই মৃত্যুর সাদৃশ্য ধারণ করতে পারি। এটিই মানবস্বরূপের পক্ষে তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্য অর্জন করার একমাত্র উপায়, কেননা তাঁর অনুকরণ করতে করতে মানুষ নিজেকে পাপমুক্ত রাখে। তবে লক্ষ কর সেই কলমের উদাহরণ কতই না উপযুক্ত। কেননা শীতকালীন মৃত্যুর পর গাছ বসন্তকালীন পুনরুত্থানের দিকে চেয়ে থাকে। অতএব এজগতের ও এজীবনের শীতকালে আমরা যদি খ্রীষ্টের মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকি, তাহলে ভাবী বসন্তকালেও খ্রীষ্টের শিকড়-ফলিত ধর্মময়তা-ফল বলেই আমাদের গণ্য করা হবে; আর আমাদের যখন তাঁর সঙ্গে জোড়-কলম করে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন এ প্রয়োজন, কৃষক পিতা সত্যকার আঙুরলতার শাখার মতই আমাদের ছেটে দেবেন আমরা যেন সুপ্রচুর ফল উৎপন্ন করতে পারি।

শ্লোক কল ৩:৩-৪; রো ৬:১১

℣ তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে।
℟ খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে। আল্লেলুইয়া।
℣ তোমরা পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।
℟ খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে। আল্লেলুইয়া।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ২:১২-২৯

পের্গাম ও থিয়াতিরা মণ্ডলীর প্রতি বাণী

পের্গাম মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: তীক্ষ্ণ দুধারী খড়্গের অধিকারী যিনি, তিনি একথা বলছেন: আমি জানি, তুমি কোথায় বাস করছ: সেখানে তো শয়তানের সিংহাসন রয়েছে; তবু তুমি আমার নাম শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছ; এবং আমার বিশ্বাস তখনও অস্বীকার করনি যখন আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী সেই আন্তিপাসকে শয়তানের বাসস্থান তোমাদের সেই শহরে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগও আছে: তোমার ওখানে বালায়ামের শিক্ষাপন্থী কয়েকজন তোমার আছে—সেই বালায়াম তো বালাককে ইস্রায়েল সন্তানদের পথে বাধা ফেলে রাখতে শেখাত, যেন তারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ করায় ব্যভিচার করে। তেমনি তোমার ওখানে কয়েকজন আছে, যারা নিকোলাসপন্থীদের শিক্ষা সমর্থন করে। তাই মনপরিবর্তন কর, নইলে আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসব, এবং আমার মুখের খড়্গ দ্বারা তাদের আক্রমণ করব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, তাকে আমি গুপ্ত একটা মান্না দেব, একটা সাদা পাথরও দেব, যার উপরে নতুন এক নাম লেখা আছে: এমন নাম যা কেউই জানে না; সে-ই মাত্র জানে, নামটিকে যে গ্রহণ করে।

থিয়াতিরা মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: ঈশ্বরপুত্র যিনি, যাঁর চোখ দু'টো *জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত, ও যাঁর পা দু'টো যেন উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত,* তিনি একথা বলছেন: তোমার সমস্ত কাজকর্ম, তোমার ভালবাসা, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠার কথা সবই আমি জানি। তোমার প্রথম কর্মের চেয়ে তোমার শেষ কর্ম যে শ্রেয়, একথাও জানি। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার এ অভিযোগ আছে: যেসাবেল নামে যে নারী নিজেকে নবী বলে দাবি করে, তাকে তুমি থাকতে দিয়েছ; আর সে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ করায় ব্যভিচার করতে শিখিয়ে আমার দাসদের ভোলাচ্ছে। আমি তাকে মনপরিবর্তন করার জন্য সময় দিয়েছি, কিন্তু সে মনপরিবর্তন না করে ব্যভিচার করে চলছে। দেখ, আমি তাকে রোগ-শয্যায় ফেলে দিচ্ছি, আর তার সঙ্গে যারা ব্যভিচার করে, তারা যদি তার শেখানো কর্মের ব্যাপারে মনপরিবর্তন না করে, তবে তাদের মহাক্লেশের মধ্যে ফেলে দেব। আমি তার যত সন্তানকে মারণ-আঘাতে আঘাত করব; তাতে সকল মণ্ডলী জানতে পারবে, আমিই মানুষের অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখি, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। কিন্তু থিয়াতিরায় তোমাদের মধ্যে যে বাকি লোকজন সেই শিক্ষা গ্রহণ করনি ও শয়তানের তথাকথিত গভীর তত্ত্বগুলো শেখনি, সেই তোমাদের আমি বলছি: তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার চেপে দেব না; কিন্তু তোমাদের যা আছে, তা আমার আগমন পর্যন্ত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাক। যে বিজয়ী শেষ পর্যন্ত আমার আদিষ্ট কর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান থাকে, তাকে আমি *জাতিগুলির উপরে অধিকার দেব; সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের পালন করবে, কুমোরের পাত্রের মতই তাদের টুকরো টুকরো করবে*—সেই একই অধিকার, যা আমি নিজে পিতা থেকে পেয়েছি। আর আমি তাকে প্রভাতী তারা দান করব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

শ্লোক প্রত্যা ২:১৮,২৩; ২২:১২

ধ্র যাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত, সেই ঈশ্বরপুত্র একথা বলছেন: আমিই মানুষের অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখি,

উ আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। আল্লেলুইয়া।

ধ্র দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি, দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে,

উ আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। আল্লেলুইয়া।

খ্রীষ্ট আপন মণ্ডলীতে জীবিত আছেন

প্রিয়জনেরা, কোন সন্দেহ নেই, ঈশ্বরের পুত্র এমন ঘনিষ্ঠ সংযোগেই মানবস্বরূপকে ধারণ করলেন যে নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত সেই মানুষের মধ্যে শুধু নয়, তাঁর সকল পুণ্যজনেরও মধ্যে একমাত্র ও একই খ্রীষ্ট উপস্থিত। আর যেমন মাথা অঙ্গগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি অঙ্গগুলি মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

ঈশ্বর সবকিছুর মধ্যে সবকিছু, এ যদিও বর্তমান জীবনের নয়, অনন্ত জীবনেরই কথা, তবু ইতিমধ্যেও তিনি তাঁর মন্দিরের তথা মণ্ডলীর অবিচ্ছিন্ন বাসিন্দা, যেইভাবে তিনি নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।*

সুতরাং ঈশ্বরের পুত্র জগতের পুনর্মিলনের জন্য যা কিছু করলেন ও শেখালেন, তা আমরা কেবল তাঁর প্রাক্তন কাজগুলির ইতিকথা থেকে জানি না, বরং তাঁর বর্তমান কাজগুলির শক্তিতেও তা উপলব্ধি করি।

পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী জননী থেকে জাত হয়ে তিনি সেই একই প্রভাবে তাঁর অক্ষুণ্ন কনে সেই মণ্ডলীকে উর্বর করেন, সে যেন দীক্ষাস্নানের নবজন্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অসংখ্য সন্তানের জন্ম দিতে পারে। তেমন সন্তানদের বিষয়ে লেখা আছে, *তারা রক্তমাংস থেকে নয়, দেহের বাসনা থেকেও নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, বরং ঈশ্বর থেকেই সঞ্জাত।*

তাঁরই মধ্যে আব্রাহামের বংশধরেরা নিখিল বিশ্বের দত্তকপুত্রত্ব লাভে আশিসধন্য; কুলপতি বহু জাতির পিতা হন, কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরা রক্তমাংস থেকে নয়, বিশ্বাসেই জন্ম নেয়।

তিনিই জাতি নির্বিশেষে আকাশের নিচে যত দেশের মানুষকে নিয়ে পবিত্র মেষগুলির একটিমাত্র পাল ক'রে প্রত্যেকদিন আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, *আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক।*

যদিও তিনি বিশেষভাবে সাধু পিতরকে বললেন, *আমার মেষগুলি পালন কর,* তবু একপ্রভুই সকল পালকের পালকীয় দায়িত্ব ধরে রাখেন, এবং যারা সেই শৈলের কাছে আসে তাদের আনন্দপূর্ণ ও উর্বর চারণমাঠে খাদ্য দান করেন, যাতে যেমন উত্তম পালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ দিতে প্রসন্ন হলেন, তেমনি সেই অসংখ্য মেষগুলিও তেমন মহা ভালবাসায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠে পালকের নামের জন্য প্রাণ দিতে যেন দ্বিধাবোধ না করে।

তাঁর যন্ত্রণাভোগের অংশীদার কেবল সেই সাক্ষ্যমরদের সৎসাহসী ও গৌরবময় দল নয়, যারা নবজন্ম গ্রহণ করে, সেই বিশ্বাসীরাও নবজন্ম-লগ্নেই তাঁর সেই যন্ত্রণাভোগের অংশীদার।

এজন্যই প্রভুর পাস্কা বিধান অনুসারে আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়: পুরানো দুষ্টতার খামির ফেলে দিয়ে নবসৃষ্টজীব স্বয়ং প্রভুকে খেয়ে নিজেকে পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে।

কেননা খ্রীষ্টের দেহরক্তে সহভাগিতার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমরা যা গ্রহণ করি তাতেই যেন রূপান্তরিত হতে পারি, এবং যাঁর মধ্যে আমাদের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান হয়েছে, আমরা যেন আত্মা ও দেহে সবদিক দিয়েই তাঁকে বহন করতে পারি।

শ্লোক যোহন ১০:১৪; এজে ৩৪:১১-১৩

প্র আমিই উত্তম মেষপালক:
উ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে। আল্লেলুইয়া।
প্র আমি আমার মেষগুলির খোঁজখবর রাখব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব; আমি নিজেই তাদের চরাব।
উ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৬:১-১৫

সেই সাতজন নিয়োগ

সেই দিনগুলিতে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন স্থানীয় নয় এমন গ্রীকভাষী ইহুদীরা স্থানীয় হিব্রুদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তুলল, কারণ দৈনিক সাহায্যদানে তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছিল। তখন সেই বারোজন সকল শিষ্যের একটা সভা ডেকে বললেন 'খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব; আর আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব।' এই প্রস্তাব সমবেত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল, আর তারা এই কয়েকজনকে বেছে নিল: স্তেফান—ইনি ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি—এবং ফিলিপ, প্রখরস, নিকানোর, তিমন, পার্মেনাস ও আন্তিওখিয়ার নিকোলাস—ইনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তারা এঁদের প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করল ও প্রার্থনা করার পর তাঁদের উপরে হাত রাখল।

এদিকে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং যেরুসালেমে শিষ্যদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছিল; যাজকবর্গের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন।

স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে জনগণের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন। পরে, যাকে বিমুক্তদের সমাজগৃহ বলে, তার কয়েকজন সদস্য এবং সাইরিনি ও আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার অন্য কয়েকজন লোক স্তেফানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উঠে দাঁড়াল; কিন্তু তিনি যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন, তা প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম ছিল না; তাই তারা কয়েকজন লোককে এই কথা বলতে প্ররোচিত করল, 'আমরা একে মোশী ও ঈশ্বরের নিন্দা করতে শুনেছি।' জনগণকে এবং প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের উত্তেজিত করে তুলে তারা স্তেফানের উপর এসে পড়ল, এবং গ্রেপ্তার করে তাঁকে মহাসভায় নিয়ে গেল। পরে এমন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিল যারা বলল, 'এই লোক অবিরতই এই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ও বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। আমরা নিজেরা একে একথা বলতে শুনেছি যে, নাজারেথীয় এই যীশু এই স্থান ভেঙে ফেলবে, এবং মোশী যে সকল নিয়ম-প্রথা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, সে তার পরিবর্তন ঘটাবে।'

যাঁরা বিচারসভায় বসছিলেন, তাঁরা সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর মুখ স্বর্গদূতেরই মুখের মত।

শ্লোক শিষ্য ৬:২-৪,৭

℣ খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব।
℟ আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব। আল্লেলুইয়া।
℣ ইতিমধ্যে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং যেরুসালেমে শিষ্যদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।
℟ আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' **১ম পুস্তক**

খ্রীষ্ট আমাদের জন্য অমরত্বের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছেন

যদি প্রাচীন পাস্কা-মেষশাবক সমস্ত পরিত্রাণকাজের পূর্ণতা এনে দিত, তাহলে দ্বিতীয়টির কী প্রয়োজন হত? বস্তুতপক্ষে, সেই প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলি যদি আকাঙ্ক্ষিত সুখ এনে দিত, তাহলে সত্য ও বাস্তবতার নিষ্প্রয়োজন হত। যদি খ্রীষ্টের বলিদানের আগেও ধার্মিকেরা ও ঈশ্বরের বন্ধুরা থাকত, তাহলে খ্রীষ্টের মৃত্যুতে ধ্বংসিত

শত্রুতা, বাতিল করা বিচ্ছেদ-প্রাচীর, ত্রাণকর্তার সময়ে শান্তি ও ধর্মময়তার জাগরণ আর এধরনের যত কিছু সম্বন্ধে কথা বলার কী অর্থ থাকত?

সেসময় নিঃসন্দেহে বিধানই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে মিলিত করত; এখন কিন্তু বিশ্বাস, অনুগ্রহ ও এ থেকে যা কিছু উদ্গত হয় সেই মিলন সাধন করে। তবে অনুমান করা যায়, প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেবল দাসত্বই ছিল, এখন কিন্তু দত্তকপুত্রত্ব ও বন্ধুত্ব। কেননা বিধান তো ক্রীতদাসেরই জন্য, কিন্তু অনুগ্রহ, বিশ্বাস ও আস্থা বন্ধুর ও সন্তানেরই সম্পদ। এসবকিছু থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যেমন পরিত্রাতা হলেন *মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত*, এবং তাঁর পুনরুত্থানের আগে অমর জীবনে পুনরুজ্জীবিত হওয়া তাদের কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি পবিত্রতা ও ধর্মময়তার পথে মানুষের অগ্রগামী হওয়া শুধু তাঁরই পক্ষে সম্ভব ছিল। পল ঠিক একথা সপ্রমাণ করেন যখন লেখেন, খ্রীষ্ট পরম পবিত্রস্থানে *আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন।* সেসময় তিনি পিতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার পরেই প্রবেশ করলেন; আর এখনও তিনি সেখানে তাদেরই প্রবেশ করান যারা তাঁর মৃত্যুর সহভাগী—তারা যে তাঁর মত মরবে তেমন নয়, তারা বরং দীক্ষাস্নানের প্রক্ষালনে তাঁর মৃত্যু নির্দেশ করে; তাদেরও প্রবেশ করান, যারা তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হয় ও পবিত্র ভোজে অনির্বচনীয়ভাবে তাঁকে খাদ্যরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁকে মৃত ও জীবিতই ঘোষণা করে। এ প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে তাদের রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে তিনি পুরস্কারের কাছেও তাদের উপনীত করেন। সাধু পলের কথা অনুসারে যিনি স্বর্গলোকের সঙ্গে মর্তলোক পুনর্মিলিত করে একত্রিত ও প্রশমিত করেছেন, ও সেই বিচ্ছেদ-প্রাচীর ধ্বংস করেছেন, তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। এদেনের দ্বার যা আদমের জন্য খোলা ছিল, তাঁর পাপের ফলে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বন্ধ করা হয়েছিল। যিনি কোন পাপ করেননি ও পাপ করতে পারতেন না, যাঁর বিষয়ে দাউদ বললেন, তাঁর *ধর্মময়তা চিরস্থায়ী*, সেই খ্রীষ্টই সেই দ্বার আবার খুলে দিয়েছেন। অতএব, সেই দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে, সেই দ্বার মানুষকে জীবনে প্রবেশ করাবে, আবার কাউকেই বাইরে যেতে দেবে না। ত্রাণকর্তা বলেন, *আমি এসেছি তারা যেন জীবন পেতে পারে।* এই তো সেই জীবন, যে জীবন অর্পণ করতে প্রভু এসেছেন, তথা: এ সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যুতে অংশগ্রহণ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতা, কেননা তাছাড়া আমরা মৃত্যুকে এড়াতে পারি না। জলে ও আত্মায় দীক্ষাস্নাত না হলে আমরা জীবনে প্রবেশ করতে পারি না; আবার মানবপুত্রের মাংস না খেলে ও তাঁর রক্ত পান না করলে আমাদের অন্তরে জীবন থাকতে পারে না।

শ্লোক ১ করি ১৫:৫৪-৫৫; সাম ৩:৬

℟ মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে:
℣ ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? আল্লেলুইয়া।
℟ শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি; আবার জেগে উঠি, কারণ প্রভু ধরে রাখেন আমায়।
℣ ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? আল্লেলুইয়া।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৩:১-২২

সার্দিস, ফিলাদেল্ফিয়া ও লাওদিকেয়া মণ্ডলীর প্রতি বাণী

সার্দিস মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা ও সাতটা তারা ধরে আছেন যিনি, তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম আমি জানি; মানুষের ধারণায় তুমি জীবিত, কিন্তু আসলে তুমি মৃত। জেগে ওঠ; আর বাকি যা কিছু মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগাও, কেননা তোমার কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সিদ্ধ বলার মত আমি কিছুই পাইনি। সুতরাং তুমি যা গ্রহণ করেছিলে ও শুনেছিলে, তা স্মরণ কর; হ্যাঁ, তা পালন কর: মনপরিবর্তন কর। কেননা তুমি জেগে না উঠলে আমি চোরের মত আসব, আর তুমি জানতে পারবে না আমি কোন্ ক্ষণে আসব। তথাপি সার্দিসে তোমার এমন কয়েকজন লোক আছে, যারা

নিজেদের পোশাক কলঙ্কিত করেনি; তারা শুভ্র বসনে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে, কারণ তারা যোগ্য। যে বিজয়ী, তাকে তেমন শুভ্র পোশাক পরানো হবে; আমি তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে আদৌ মুছে ফেলব না, বরং আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

ফিলাদেল্ফিয়া মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: পবিত্রজন যিনি, সত্যময় যিনি, যাঁর হাতে রয়েছে *দাউদের চাবিকাঠি, যিনি খুলে দিলে কেউ বন্ধ করে না, ও বন্ধ করলে কেউ খুলে দেয় না,* তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম আমি জানি; দেখ, তোমার সামনে আমি একটা দরজা খুলে রেখেছি, যা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই। এও জানি যে, তোমার বেশি শক্তি না থাকলেও তুমি বাণী পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার করনি। দেখ, শয়তানের সমাজগৃহের যে লোকেরা নিজেদের ইহুদী বলে কিন্তু ইহুদী না হওয়ায় মিথ্যাই বলে, তাদের কয়েকজনকে আমি তোমাকে দেব; দেখ, ওদের এনে আমি তোমার পায়ের সামনে প্রণিপাত করতে বাধ্য করব, তাতে তারা জানতে পারবে যে, আমি তোমাকে ভালবেসেছি। তুমি নিষ্ঠাবান হয়ে আমার বাণী পালন করেছ বিধায় আমিও তোমাকে রক্ষা করব সেই পরীক্ষার ক্ষণ থেকে যা পৃথিবীর অধিবাসীদের পরীক্ষা করার জন্য সমস্ত জগতের উপর এগিয়ে আসছে। আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুসালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

লাওদিকেয়া মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: আমেন যিনি, বিশ্বস্ত ও সত্যময় সাক্ষ্যদাতা যিনি, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম আমি জানি—তুমি শীতলও নও, উষ্ণও নও। আহা, তুমি যদি হয় শীতল, না হয় উষ্ণ হতে! কিন্তু তুমি যে ঈষদুষ্ণ—উষ্ণও নও, শীতলও নও—এজন্য আমি আমার মুখ থেকে তোমাকে উগরে ফেলতে যাচ্ছি। তুমি নাকি বলছ, আমি ধনবান, ধন-সম্পদ জমিয়েছি, আমার কোন কিছুরই অভাব নেই; অথচ জান না তুমি কেমন দুর্ভাগা, তোমার কেমন হীনাবস্থা: তুমি তো নিঃস্ব, অন্ধ ও উলঙ্গ। তোমার কাছে আমার পরামর্শ এ: আগুনে নিখাদ-করা সোনাটা তুমি আমারই কাছ থেকে কিনে নাও, যেন ধনবান হতে পার; শুভ্র বস্ত্রও কিনে নাও, যেন তুমি পরিবৃত হলে তোমার উলঙ্গতার লজ্জা দৃষ্টিগোচর না হয়; আমার কাছ থেকে চোখের মলমও কিনে নাও, যেন দৃষ্টিশক্তি পেতে পার। যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।'

শ্লোক প্রত্যা ৩:২০; ২:৭

প্র আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়,

উ তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। আল্লেলুইয়া।

প্র যে বিজয়ী, তাকে আমি খেতে দেব জীবনবৃক্ষের ফল—ঈশ্বরের পরমদেশে রয়েছে যে বৃক্ষ।

উ তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ব্রেশার বিশপ সাধু গাউদেন্তিউস-লিখিত 'প্রবন্ধমালা' ২য় প্রবন্ধ

নবসন্ধির উত্তরাধিকার-দান

যে দিব্য যজ্ঞ খ্রীষ্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা সত্যি তাঁর নবসন্ধির উত্তরাধিকার-দান, যা তিনি যে রাত্রে ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্য সমর্পিত হলেন, সেই রাত্রে আমাদের কাছে তাঁর উপস্থিতির পণরূপে রেখে গেলেন।

তা হল আমাদের যাত্রার পাথেয় যা আমাদের এজীবনের পথে আমাদের পরিপুষ্ট ও বলবান করে যতক্ষণ না এ সংসার ত্যাগ করে আমরা তাঁর কাছে এসে পৌঁছি। তা সম্বন্ধে প্রভু নিজে বলেছিলেন, *তোমরা যদি আমার মাংস না খাও ও আমার রক্ত পান না কর, তোমাদের অন্তরে জীবন থাকবে না।* তিনি চাইলেন, তাঁর সমস্ত মঙ্গলদান আমাদের কাছে নিত্যই থাকবে; চাইলেন, তাঁর মূল্যবান রক্তে বিমুক্ত মানবাত্মা তাঁর আপন যন্ত্রণাভোগের সাদৃশ্যে নিত্যই পবিত্রিত হবে; এজন্যই আপন মণ্ডলীর প্রথম যাজকরূপে যাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি সেই বিশ্বস্ত প্রেরিতদূতদের আজ্ঞা দিলেন, তাঁরা যেন অনন্ত জীবনের এ সাক্রামেন্তগুলি অবিরতই সম্পাদন করেন। অতএব, যতদিন খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে পুনরাগমন না করেন, ততদিন বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মণ্ডলীতে সেই সাক্রামেন্তগুলি সকল যাজকদের পক্ষে সম্পাদন করা প্রয়োজন, যাতে করে স্বয়ং যাজকবর্গ ও সেইসঙ্গে বিশ্বাসী-মণ্ডলীর সকলেই খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের আদর্শ প্রতিদিন চোখের সামনে রেখে, সেই সাক্রামেন্ত হাতে তুলে ধ'রে, এমনকি মুখে ও বুকেই গ্রহণ ক'রে আমাদের মুক্তির অবিস্মরণীয় স্মরণানুষ্ঠান পালন করতে পারে।

যেহেতু রুটির পক্ষে গমের বহুদানা থেকে ময়দায় পরিণত হয়ে জল দ্বারা একীভূত ও আগুন দ্বারা সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, সেজন্যই রুটি যুক্তির সঙ্গে খ্রীষ্টের দেহের প্রতীকরূপে গৃহীত, কেননা আমরা জানি, খ্রীষ্ট গোটা মানবকুলকে নিয়ে গড়া আত্মিক একদেহ, যা পবিত্র আত্মার আগুন দ্বারা পরমসিদ্ধি লাভ করে। সেই সহায়ক পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের মর্তদেহের উপরে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁর আত্মিক দেহের উপরে সেই একই প্রভাব বিস্তার করেন। বস্তুতপক্ষে বিশ্বত্রাতা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই জন্ম নিলেন, এবং যেহেতু ধর্মময়তার সমস্ত দাবি পূরণ করা তাঁর উচিত ছিল, সেজন্য দীক্ষাস্নানের জল পবিত্রীকৃত করার জন্য জলে নামলেন; তারপর যর্দন থেকে তিনি বেরিয়ে এলেই পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে তাঁর উপর নেমে এলেন আর তাতে তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন; সুসমাচার-রচয়িতা যোহন এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, পবিত্র *আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যীশু যর্দন থেকে সরে গেলেন।*

একই ধরনের সাদৃশ্য তাঁর রক্তের আঙুররসের বেলায় খাটে: তাঁরই হাতে পোঁতা আঙুরলতার ফলগুলি সংগ্রহ করার পর তার বহুদানা ক্রুশের পেষাইকুণ্ডে একীভূত হলে আঙুররস হয়। খ্রীষ্টভক্তরা তা গ্রহণ করলে সেই আঙুররস তাদের হৃদয়ে যেন বড় বড় পাত্রেরই মধ্যে স্বশক্তিতে গেঁজে ওঠে।

তোমরা যারা মিশর ও ফারাওর কর্তৃত্ব থেকে, অর্থাৎ শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছ, তোমরা সকলেই অন্তরের ভক্তিপূর্ণ একাগ্রতায় এ পরিত্রাণদায়ী পাস্কা-যজ্ঞ গ্রহণ কর, তবেই যাঁকে আমরা সেই সাক্রামেন্তগুলির মধ্যে উপস্থিত বলে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট নিজেই আমাদের অন্তর পবিত্র করে তুলবেন। তাঁর অপরূপ পরাক্রম চিরকালস্থায়ী!

শ্লোক লুক ২২:১৯; যোহন ৬:৫০,৫১

℟ যীশু একখানা রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে এই বলে শিষ্যদের দিলেন,
℣ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। আল্লেলুইয়া।
℟ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে; যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।
℣ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৭:১-১৬

স্তেফানের উপদেশ—প্রথম পর্ব

মহাযাজক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সমস্ত কথা কি সত্য?' উত্তরে তিনি বললেন: 'ভাই ও পিতা সকল, শুনুন! আমাদের পিতা আব্রাহাম হারানে বসতি করার আগে যখন মেসোপটেমিয়ায় বাস করতেন, তখন গৌরবের ঈশ্বর তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, *তোমার দেশ ও তোমার জ্ঞাতিকুটুম্বকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়, এবং সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব।* তখন তিনি কাল্দীয়দের দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে হারানে গিয়ে বসতি করলেন, আর তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে ঈশ্বর সেখান থেকে তাঁর বাস উঠিয়ে তাঁকে এই দেশেই নিয়ে এলেন, যে দেশে

আপনারা এখন বাস করছেন, কিন্তু তাঁকে তিনি এই দেশে কোন কিছু নিজের অধিকার বলে দিলেন না, এক পা জমিও নয়, তবু প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি *তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর বংশধরদের এই দেশ নিজস্ব অধিকার বলে দেবেন*—যদিও আব্রাহাম তখনও নিঃসন্তান ছিলেন! ঈশ্বর যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তাঁর প্রকৃত কথা এ ছিল: *তাঁর বংশধরেরা বিদেশে প্রবাসী হবে, এবং সেখানকার লোকেরা চারশ' বছর ধরে তাদের নিজেদের দাসত্বে রাখবে ও অত্যাচার করবে। কিন্তু তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই সেই জাতির বিচার করব।* ঈশ্বর আরও বললেন, *তারপরে তারা বেরিয়ে আসবে, এবং এই স্থানে আমার উপাসনা করবে।* তাঁকে তিনি পরিচ্ছেদন-সন্ধিও দিলেন: তাই আব্রাহামের সন্তান ইসায়াকের জন্ম হলে *তিনি অষ্টম দিনে তাঁকে পরিচ্ছেদিত করলেন;* একই প্রকারে ইসায়াক যাকোবকে, ও যাকোব সেই বারোজন কুলপতিকে পরিচ্ছেদিত করলেন। কিন্তু কুলপতিরা *যোসেফকে ঈর্ষা করে তাঁকে মিশরে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করলেন। তবু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন,* এবং তাঁর সমস্ত ক্লেশ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন ও *মিশর-রাজ ফারাওর সামনে তাঁকে এতই অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা দান করলেন যে, ফারাও তাঁকে মিশরের ও নিজের সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন। পরে সারা মিশর জুড়ে ও কানান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল,* ভীষণ ক্লেশ ঘটল, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যের অভাব হল। *মিশরে খাদ্য-সামগ্রী আছে শুনে* যাকোব আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথমবার পাঠালেন; দ্বিতীয়বার *যোসেফ ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন,* এবং ফারাওর কাছে যোসেফের জাতির পরিচয় প্রকাশ পেল। তখন যোসেফ নিজের পিতা যাকোবকে ও নিজের গোটা পরিবার-পরিজনদের—মোট পঁচাত্তরজন লোককে—নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। যাকোব মিশরে গেলেন; এবং সেখানে তাঁর ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মৃত্যু হওয়ার পর *তাঁদের দেহ সিখেমে আনা হল ও সেই সমাধিগুহায় তাঁদের সমাধি দেওয়া হল, যা আব্রাহাম সিখেমের পিতা সেই হামোরের সন্তানদের কাছ থেকে* টাকার বিনিময়ে *কিনেছিলেন।*

শ্লোক শিষ্য ১৮:২৪-২৫; ৬:৮

℣ শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি প্রভুর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন।

℟ ভক্তপ্রাণ হওয়ায় তিনি যীশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন। আল্লেলুইয়া।

℣ স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে লোকদের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন;

℟ ভক্তপ্রাণ হওয়ায় তিনি যীশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৫:৫**

ত্রাণকর্তা পুনরুত্থান করেছেন!

মণ্ডলী কী? মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহ। সেই দেহ মাথার সঙ্গে মিলিত কর আর তুমি গোটা মানুষটাকে পাবে। মাথা ও দেহ মিলেই একমানুষ। মাথা কে? যিনি কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন ও এমন মাংস ধারণ করলেন যা পাপশূন্য হয়েও মরণশীল; যিনি ইহুদীদের হাতে আঘাতগ্রস্ত, নিপীড়িত, অপমানিত ও ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যাঁকে *আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,* তিনিই মণ্ডলীর মাথা, তিনিই সেই ভূমি থেকে আগত রুটি।

আর তাঁর দেহ কী? তাঁর দেহ হল তাঁর কনে তথা মণ্ডলী। কেননা *সেই দু'জন একদেহ হবে। এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।* প্রভুও সুসমাচারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তুলে ধরে বলেছিলেন, *তারা আর দু'জন নয়, তারা বরং একদেহ।* তাই ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানবেশ্বর যীশুখ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর সঙ্গে এক হবেন: সেই ঊর্ধ্বে থাকবে মাথা, এই নিচে অঙ্গগুলি: অঙ্গগুলি যেন প্রত্যাশিত বস্তু লাভ করতে পারে, এজন্য তিনি অঙ্গগুলির সঙ্গে নয়, তাদের আগেই পুনরুত্থান করতে চাইলেন।

এজন্যই মাথা মরতে চাইলেন, তিনি যেন প্রথম পুনরুত্থান করলে ও স্বর্গারোহণ করলে সকল অঙ্গ তাঁর উপর আশা রেখে এই প্রত্যাশা পোষণ করতে পারে যে, মাথায় যা পূর্ণতা লাভ করেছিল, তা তাদের নিজেদের মধ্যেও একদিন পূর্ণতা লাভ করবে। খ্রীষ্টকে মৃত্যু বরণ করতে হবে, এ কি একান্ত প্রয়োজন ছিল? তিনি তো সেই

ঈশ্বরের বাণী যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছিল আর যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল!* তিনি হলেন ক্রুশে আরোপিত, অপমানিত, বর্ষার আঘাতে বিদ্ধ ও সমাহিত, অথচ *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল।* কিন্তু যেহেতু তিনি প্রসন্ন হয়ে মণ্ডলীর মাথা হলেন, তাঁর সেই আপন মাথাকেই প্রথমে পুনরুত্থান করতে না দেখলে মণ্ডলী হয় তো তার নিজের পুনরুত্থানের বিষয়ে নিরাশ হতে পারত।

নারীরাই প্রথমে তাঁর দর্শন পেলেন, তারপরেই পুরুষদের কাছে তাঁর সংবাদ দেওয়া হল। নারীরাই প্রথমে পুনরুত্থিত প্রভুকে দেখলেন, আর নারীরাই ভাবী প্রেরিতদূত সেই সুসমাচার-রচয়িতাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করলেন: নারীরাই তাঁদের কাছে খ্রীষ্টের সংবাদ দিলেন! সুসমাচার সত্যিই একটি শুভ সংবাদ। আমাদের ত্রাণকর্তা পুনরুত্থান করেছেন: আমরা কি এর চেয়ে শুভ সংবাদ ঘোষণা করতে পারব?

শ্লোক মথি ২৮:৬-৭ দ্রঃ

℣ প্রভুর দূত নারীদের বললেন, তোমরা সেই যীশুকে খুঁজছ যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল:
℟ তিনি এখানে নেই, কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ এবার তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে গিয়ে একথা জানাও:
℟ তিনি এখানে নেই, কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৪:১-১১

ঈশ্বরদর্শন

এরপর আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গে একটা দরজা খোলা রয়েছে, এবং তুরিধ্বনির মত ধ্বনিত সেই যে কণ্ঠ আগে আমার কাছে কথা বলতে শুনেছিলাম, সেই কণ্ঠ বলল: 'এখানে উঠে এসো; আমি সেই সবকিছু দেখাব, পরবর্তীতে যা অবশ্যই ঘটবার কথা।' তখনই আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; আর দেখ, স্বর্গে একটা সিংহাসন বসানো রয়েছে, আর সেই সিংহাসনে কে যেন একজন সমাসীন। যিনি সমাসীন, তিনি দেখতে সূর্যকান্ত বা রুধিরাখ্য মণির মত; আর সেই সিংহাসনের চারদিকে পান্নার মত দেখতে এক রঙধনু। আর সিংহাসনটির চারদিকে চব্বিশটা সিংহাসন, ও সেই সকল সিংহাসনে চব্বিশজন প্রবীণ আসীন: তাঁরা শুভ্র বসনে পরিবৃত, এবং তাঁদের মাথায় সোনার মুকুট। সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি ও বজ্রনাদ নির্গত হচ্ছে; এবং সিংহাসনের সামনে জ্বলছে অগ্নিময় সাতটা প্রদীপ—ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর সেই সিংহাসনের সামনে রয়েছে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কাঁচের এক সমুদ্র। সিংহাসনের মাঝখানে ও সিংহাসনের চারদিকে চার প্রাণী; সামনে পিছনে তাঁরা চোখে পরিপূর্ণ। প্রথম প্রাণী সিংহের মত, দ্বিতীয় প্রাণী বৃষের মত, তৃতীয় প্রাণীর মানুষের মত মুখ, চতুর্থ প্রাণী উড়ন্ত ঈগলের মত। সেই চার প্রাণীর প্রত্যেকেরই ছ'টা করে ডানা আছে, তাঁরা চারদিকে ও ভিতরে চোখে পরিপূর্ণ; তাঁরা দিনরাত অবিরাম বলতে থাকেন: 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু পরমেশ্বর সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন!'

আর যিনি সিংহাসনে সমাসীন, যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁর উদ্দেশে সেই প্রাণীরা যখন তাঁর গৌরব, সম্মান ও ধন্যবাদ-স্তুতি গান করেন, তখন যিনি সিংহাসনে সমাসীন, তাঁর সামনে ওই চব্বিশজন প্রবীণ প্রণিপাত করেন, এবং যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁরা তাঁর আরাধনা করেন, ও নিজ নিজ মুকুট সিংহাসনের সামনে ফেলে বলেন:

'প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তুমি গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য;
কারণ তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করেছ,

তোমার ইচ্ছায়ই সেই সমস্ত কিছু হয়েছে, সৃষ্ট হয়েছে।’

শ্লোক প্রত্যা ৪:৮; ইসা ৬:৩

℣ পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু পরমেশ্বর সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন!

℟ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আল্লেলুইয়া।

℣ সেরাফ দল একে অপরকে বলছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।

℟ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - স্তুদিওসের মঠাধ্যক্ষ সাধু থেওদরসের উপদেশাবলি **ক্রুশ-আরাধনা**

খ্রীষ্টের ক্রুশই আমাদের পরিত্রাণ

আহা, ক্রুশ কতই না অমূল্য দান! দেখতে কতই না জ্যোতির্ময়! এদেনের সেই বৃক্ষের মত ক্রুশে ভাল ও মন্দের মিশ্রণ নেই, ক্রুশ বরং দর্শনে ও স্বাদে সুন্দর ও মনোহর।

ক্রুশ এমন বৃক্ষ যা মৃত্যু নয় জীবনই সৃষ্টি করে; অন্ধকার নয়, আলোই দান করে; এদেন থেকে বহিষ্কার নয়, সেখানে বরং প্রবেশই করায়। এ কাষ্ঠের উপরেই খ্রীষ্ট জয়রথারোহী রাজার মত মৃত্যুর অধিপতি সেই শয়তানকে পরাজিত করলেন ও তার নির্মম দাসত্ব থেকে মানবকুলকে মুক্ত করলেন।

এ কাষ্ঠের উপরেই প্রভু মহাযোদ্ধার মত সংগ্রামে হাত পা ও বুকে আহত হয়ে অপকর্মাদের ক্ষতস্থান অর্থাৎ সেই বিষাক্ত সাপ দ্বারা দংশিত মানবস্বরূপকে নিরাময় করলেন।

পূর্বে একটা কাষ্ঠ দ্বারা জীবন-বঞ্চিত এই আমরা এবার একটা কাষ্ঠ দ্বারা জীবন ফিরে পেয়েছি; পূর্বে একটা কাষ্ঠ দ্বারা প্রবঞ্চিত এই আমরা এবার একটা কাষ্ঠ দ্বারা প্রবঞ্চনাকারী সেই সাপকে দূর করে দিয়েছি। আহা, নবীন ও প্রাচীনের কী আশ্চর্য রূপান্তর! মৃত্যুর বিনিময়ে আমাদের দেওয়া হয় জীবন, ক্ষয়শীলতার বিনিময়ে অক্ষয়শীলতা, অপমানের বিনিময়ে গৌরব।

তবে যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গেই ধন্য প্রেরিতদূত বলে উঠলেন, *আমার বেলায়, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।* ক্রুশ থেকেই যেন প্রস্ফুটিত এই যে পরম জ্ঞান জাগতিক জ্ঞানের প্রমত্ততা ও নির্বুদ্ধিতার দর্প অসার করে দিল। ক্রুশ থেকে উদ্গত যত মঙ্গলদানই দুষ্টতা ও অপকর্মের অঙ্কুর কেটে দিল। জগতের সূত্রপাতে এ কাষ্ঠের দৃষ্টান্ত ও প্রতীক-মাত্র ভাবী অপরূপ ঘটনার কথা ইঙ্গিত ও নির্দেশ করছিল। যে কেউ তোমার মত জানতে উৎসুক, সে মনোযোগ দিক! নোয়া ও তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, তাঁর সন্তানেরা ও সন্তানদের সকল স্ত্রী এবং যত রকম জীবজন্তু কি একটা সামান্য কাষ্ঠের মাধ্যমেই ঐশজারীকৃত জলপ্লাবনের সর্বনাশ থেকে রেহাই পেলেন না? একই কথা কি মোশীর লাঠির বেলায় প্রযোজ্য নয়? সেই লাঠিও কি ক্রুশের পূর্বচ্ছবি নয়? সেই লাঠি তো একসময় জল রক্তে পরিণত করল, একসময় মন্ত্রজালিকদের জাল-সাপদের গ্রাস করল, এক আঘাতেই সাগরকে দু'ভাগে বিভক্ত করল ও সাগরের জল সাধারণ স্থানে ফিরিয়ে এনে শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে মনোনীত জাতিকে বাঁচিয়ে রাখল। আরোনের লাঠিও ক্রুশের প্রতীক ছিল: সেই লাঠি একদিনেই পল্লবিত হয়েছিল ও ধর্মসম্মত যাজকত্ব প্রকাশ করেছিল। পুত্রকে বেঁধে কাঠের চিতার উপরে বসিয়ে আব্রাহামও ক্রুশের একটা পূর্বচিহ্ন দেখালেন।

ক্রুশ দ্বারা মৃত্যু নিপাতিত হল ও আদম জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। ক্রুশকে নিয়ে সকল প্রেরিতদূত গর্ব করলেন, প্রতিটি সাক্ষ্যমর জয়ভূষিত ও সাধুসাধ্বী পবিত্রিত হলেন। ক্রুশ দ্বারা আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করেছি ও পুরানো মানুষকে ত্যাগ করেছি। ক্রুশ দ্বারা খ্রীষ্টের মেষগুলি এই আমরা একপালে সংগৃহীত হয়ে স্বর্গালয়ের জন্য নির্ধারিত হলাম।

শ্লোক

℣ হে পরম যোগ্য বৃক্ষ, যা পরমদেশের মাঝেই স্থিত,

℟ তোমার উপরেই পরিত্রাণের সাধক আপন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করলেন। আল্লেলুইয়া।

প্রঃ সমস্ত গাছপালার মধ্যে তুমিই মাত্র শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ!

উঃ তোমার উপরেই পরিত্রাণের সাধক আপন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করলেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৭:১৭-৪৩

স্তেফানের উপদেশ—দ্বিতীয় পর্ব

স্তেফান বলে চললেন, 'আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণের সময় যখন কাছে আসছে, তখন মিশরে *জাতি বৃদ্ধি পেতে পেতে বিপুল হয়ে উঠল। শেষে মিশরের রাজপদে এমন এক রাজা আবির্ভূত হলেন, যিনি যোসেফ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।* তিনি *আমাদের জাতির সঙ্গে ছলচাতুরি করলেন,* ও *আমাদের পিতৃপুরুষদের এমনভাবেই অত্যাচার করলেন* তাঁরা যেন নিজেদের শিশুদের বাইরে ফেলে রাখতে বাধ্য হন, যাতে তারা না বাঁচে। সেসময়েই মোশীর জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন; তিন মাস ধরে তাঁকে নিজের পিতার ঘরে লালন-পালন করা হল। পরে, যখন তাঁকে বাইরে ফেলে রাখা হল, তখন ফারাওর কন্যা তাঁকে দত্তক রূপে গ্রহণ করলেন ও নিজের সন্তান বলে লালন-পালন করলেন। এভাবে মোশীকে মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যা শেখানো হল; এবং তিনি কথা-কর্মে পরাক্রমী হয়ে উঠলেন। যখন তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়, তখন তিনি নিজের ভাই সেই ইস্রায়েল সন্তানদের দেখতে যাবেন বলে স্থির করলেন। একজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে তিনি তার পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই মিশরীয়কে আঘাত করায় অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে প্রতিশোধ নিলেন। তিনি মনে করছিলেন, তাঁর ভাইয়েরা বুঝবে যে, ঈশ্বর তাঁর হাত দিয়ে তাদের পরিত্রাণ সাধন করছেন, কিন্তু তারা বুঝল না। পরদিন তারা যখন মারামারি করছিল, তখন তিনি সেখানে দেখা দিয়ে মিল ঘটাতে চেষ্টা করলেন; বললেন, তোমরা তো পরস্পরের ভাই! এত হানাহানি কেন? কিন্তু *নিজের প্রতিবেশীকে যে আক্রমণ করেছিল,* সে ধাক্কা মেরে এই বলে তাঁকে সরিয়ে দিল, *আমাদের উপরে কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? গতকাল তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছিলে, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?* এই কথায় মোশী পালিয়ে গিয়ে *মিদিয়ান দেশে প্রবাসী হয়ে থাকলেন;* সেখানে দুই পুত্রসন্তানের পিতা হলেন।

চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলে সিনাই পর্বতের প্রান্তরে *এক দূত জ্বলন্ত এক ঝোপে অগ্নিশিখার মধ্যে তাঁকে দেখা দিলেন।* মোশী এই দৃশ্যে আশ্চর্য হয়ে রইলেন, এবং *ভাল করে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন,* এমন সময়ে *প্রভুর কণ্ঠস্বর* ধ্বনিত হল: *আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর: আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের ঈশ্বর!* মোশী কম্পিত হয়ে সেদিকে তাকাতে সাহস করলেন না। প্রভু তাঁকে বললেন, *পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি। মিশরে আমার আপন জনগণের দুর্দশা আমি দেখেছি, তাদের হাহাকার শুনেছি, আর তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি; এখন এসো, আমি তোমাকে মিশরে প্রেরণ করছি।*

এই যে মোশীকে তারা এই ব'লে অস্বীকার করেছিল, কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে, সেই মোশীকেই ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে-দেখা-দেওয়া সেই দূত দ্বারা জননায়ক ও মুক্তিসাধক করে প্রেরণ করলেন। ইনিই মিশরে, লোহিত সাগরে ও চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম সাধন করে তাদের বের করে আনলেন। এই মোশীই ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথা বললেন, *ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন।* প্রান্তরে সেই জনসমাবেশের দিনে তিনিই তো উপস্থিত ছিলেন: যে দূত সিনাই পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলেছিলেন, তিনিই সেই দূত এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন। তিনিই সেই জীবন-বাণী পেলেন যেন সেই বাণী আমাদের দান করেন। অথচ আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর প্রতি বাধ্য হতে চাইলেন না, বরং তাঁকে সরিয়ে দিলেন, মনে মনে মিশরে ফিরে গেলেন, এবং আরোনকে বললেন, *আমাদের জন্য এমন দেবতাদের মূর্তি তৈরি কর যাঁরা আমাদের আগে আগে চলবেন, কেননা এই যে মোশী মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছেন, তাঁর কি ঘটল তা আমরা জানি না।* সেসময়ে তাঁরা একটা বাছুর তৈরি করে সেই মূর্তির প্রতি বলি উৎসর্গ করলেন, ও নিজেদের হাতে গড়া বস্তুর জন্য ফুর্তি করলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁদের প্রতি বিমুখ হলেন, আকাশের তারকা-বাহিনীর উপাসনায় তাঁদের ছেড়ে দিলেন, ঠিক

যেমনটি নবীদের পুস্তকে লেখা আছে:

হে ইস্রায়েলকুল, প্রান্তরে সেই চল্লিশ বছর ধরে
তোমরা কি আমার প্রতি কোন বলি বা অর্ঘ্য উৎসর্গ করলে?

তোমরা বরং মোলক দেবের তাঁবু
ও রেফান দেবের তারাটা তুলে বহন করলে,
সেই মূর্তি দু'টো যা পূজা করার জন্য তোমরা গড়েছিলে!
তাই আমি তোমাদের বাবিলনের ওপার দেশে দেশছাড়া করতে যাচ্ছি।'

শ্লোক শিষ্য ৭:৩২,৩৪

℣ মোশী প্রভুর এ বাণী শুনলেন,
℟ আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর; আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের ঈশ্বর। আল্লেলুইয়া।
℣ আমার আপন জনগণের দুর্দশা আমি দেখেছি, আর তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি।
℟ আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর; আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের ঈশ্বর। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সালামিসের বিশপ হেপিফানিওসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **পুনরুত্থান**

প্রাচীন ও নবীন রহস্যগুলি

এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন, এদিনে, এসো, মেতে উঠি, এসো, আনন্দ করি। এ পর্ব আমাদের কাছে পরম পর্ব, এমন পর্ব যা একমাত্র উৎসবে সমগ্র বিশ্বের পবিত্রীকরণ ও তার পরিত্রাণ উদ্‌যাপন করে। এ পর্বে যত দৃষ্টান্ত, প্রতীক ও ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করে। *আমাদের পাস্কা*—প্রকৃতই পাস্কাই—*সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন,* এবং *কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি;* কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তার পক্ষে বিশ্বাস নতুন, বিধিনিয়ম নতুন, ঈশ্বরের জনগণ নতুন, প্রাচীন ইস্রায়েলের স্থানে নতুন ইস্রায়েল, পাস্কা নতুন, পরিচ্ছেদন নতুন ও আধ্যাত্মিক, বলিদান নতুন ও রক্তহীন, সন্ধি নতুন ও ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে।

এদিনে নিজেদের নবীকৃত কর, অন্তরে সরল আত্মা নবীকৃত কর, যাতে এ নতুন ও সত্যকার পর্বের রহস্যগুলি উপলব্ধি করে দিব্য ঐশ্বর্য বাস্তবেই উপভোগ করতে পার। প্রাক্তন পাস্কার স্থানে নব পাস্কা দ্বারাই গঠিত হয়ে ও চিরস্থায়ী রহস্যগুলিতে দীক্ষিত হয়ে তোমরা আলোকিত হবে; তাছাড়া আমাদের ও ইহুদীদের পাস্কার মধ্যে যে কী ধরনের ব্যবধান রয়েছে ও সত্যের তুলনায় প্রতীক যে কী, তাও তোমরা জানতে পারবে। এসো, এ উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান-পাস্কা-মর্মসত্য তলিয়ে দেখি, ও তার মধ্যে আমাদের নিজেদের উদ্ভবের কথা নিরীক্ষণ করি।

যেমন একসময় মোশী উঁচু পর্বত থেকে ঈশ্বর দ্বারা জনগণের পরিত্রাণে বিধানকর্তারূপে সেই বিধান দিতে প্রেরিত হয়েছিলেন, যে বিধান ছায়া ও দৃষ্টান্তই মাত্র, তেমনি যিনি স্বয়ং সত্য, বিধানকর্তা ও প্রভু, ঈশ্বরসঞ্জাত-ঈশ্বর, পর্বত থেকে উদ্ভূত পর্বত, তিনি আমাদের জনগণের পরিত্রাণে ঊর্ধ্বতম স্বর্গ থেকে প্রেরিত হলেন।

মোশী সেই জনগণকে ফারাও ও মিশরীয়দের হাত থেকে, খ্রীষ্ট শয়তান ও অপদূতদের দাসত্ব থেকেই আমাদের মুক্ত করলেন। মোশী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাইয়ের মধ্যে, খ্রীষ্ট তাঁর দু'টো জনগণেরই মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন ও স্বর্গের সঙ্গে মর্ত পুনর্মিলিত করলেন। ফারাওর কন্যা স্নান করতে নদীতে গিয়ে মোশীকে দেখে তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন; দীক্ষাস্নানে শুচীকৃত বিধায় খ্রীষ্টমণ্ডলীও কন্যা, সে নিজের মধ্যে খ্রীষ্টকে তুলে নেয়, কিন্তু মোশীর মত তিন মাসের একটি শিশুকে ঝাঁপিটা থেকে নয়, বরং তিন দিন পরে সমাধি থেকেই প্রভুকে তুলে নেয়।

সেকালে ইস্রায়েল রাতে প্রতীকমূলক ভাবেই পাস্কা উদ্‌যাপন করেছিল, এখন আমরা জ্যোতির্ময় দিবালোকেই তা উদ্‌যাপন করি; সেকালে সূর্যাস্তের সময়ে, এখন কালের পূর্ণতায় পর্বটি উদ্‌যাপিত। সেকালে রক্ত দিয়ে দরজার খুঁটি দু'টো ও বাজুটা চিহ্নিত হয়েছিল, এখন খ্রীষ্টের রক্তে ভক্তদের অন্তরই চিহ্নিত হয়। সেকালে রাতেই

বলি-উৎসর্গ, আবার রাতেই লোহিত সাগর-পার ঘটেছিল, এখন দীক্ষাস্নানের জল উড়ন্ত ঐশআত্মার জ্যোতিতে অগ্নি-রঞ্জিত হলে পরিত্রাণের উজ্জ্বল আলো সেই জল থেকে বিকীর্ণ হয়। সেকালে মোশী রাত্রিকালীন অবগাহনেই ইস্রায়েলীয়দের দীক্ষিত করলে একটি মেঘ জনগণের উপরে ছায়া বিস্তার করেছিল; এখন খ্রীষ্টজনগণ পরাৎপরের পক্ষ-ছায়ায় সংরক্ষিত হয়। সেকালে ইস্রায়েলের মুক্তিলাভে মোশীর বোন মারীয়া নাচ শুরু করেছিলেন; এখন সকল জাতিরই মুক্তিলাভে খ্রীষ্টমণ্ডলী সমস্ত মণ্ডলীগুলিতে উল্লাসে মেতে ওঠে। সেকালে মোশী পাথরময় শৈলের শরণ নিয়েছিলেন; এখন মণ্ডলী বিশ্বাসেরই শৈলের শরণ নেয়। সেকালে বিধানের ফলক দু'টো টুকরো টুকরো করা হয়েছিল যাতে প্রকাশিত হয় যে বিধান একদিন প্রাচীন হয়ে প্রাধান্য হারাবে; এখন ঐশবিধিগুলো সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণই সংরক্ষিত। সেকালে জনগণের সর্বনাশের জন্য একটা বাছুর ঢালাই করা হয়েছিল; এখন জনগণের পরিত্রাণের জন্য ঐশ মেষশাবক বলীকৃত হন। সেকালে একটা লাঠি দিয়ে শৈলে আঘাত হানলেই সে শৈল থেকে জল নির্গত হয়েছিল; এখন বর্শা খ্রীষ্টের বুকের পাশ বিদীর্ণ করলে সেই জীবনদায়ী পাশ থেকে জল ও রক্ত নির্গত হয়। তারা স্বর্গ থেকে ভারুই পাখি পেয়েছিল; আমরা ঊর্ধ্ব থেকে কপোতের আকারে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি। তারা মান্না খেল তবু একদিন মরল; আমরা খ্রীষ্ট-রুটিকে খাই যিনি অনন্ত জীবন দান করেন।

শ্লোক ইসা ৪৩:১৮-১৯; ২ করি ৫:১৭

℟ তোমরা অতীতের কথা আর মনে করো না, প্রাচীন যত ঘটনা আর চিন্তা করো না। এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি:

℣ ঠিক এখনই তা গজে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও? আল্লেলুইয়া।

℟ কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে।

℣ ঠিক এখনই তা গজে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও? আল্লেলুইয়া।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যাদেশ ৫:১-১৪

মেষশাবকের দর্শন

আর আমি তখন দেখতে পেলাম, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাতে একটা পাকানো পুঁথি রয়েছে, তা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা, ও সাতটা সীল দিয়ে মোহরযুক্ত। পরে আমি দেখতে পেলাম, শক্তিশালী এক স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছেন: 'ওই পুঁথি খুলে দেবার ও তার সীলমোহরগুলি খুলে ফেলার যোগ্য কে?' কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নিচে, পুঁথিটিকে খুলতে বা পড়তে সক্ষম এমন কেউই ছিল না। তখন আমি তিক্ত কান্নায় কাঁদতে লাগলাম, কারণ এমন কাউকেও পাওয়া গেল না যে সেই পুঁথি খুলতে ও পড়তে যোগ্য। সেই প্রবীণদের একজন আমাকে বললেন, 'কেঁদো না! দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।'

পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই চার প্রাণী ও সেই প্রবীণদের মাঝখানে যেখানে সিংহাসনটি রয়েছে, সেখানে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে যেন বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটা শিঙ ও সাতটা চোখ, অর্থাৎ কিনা সারা পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর মেষশাবকটি এগিয়ে এলেন, এবং, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাত থেকে পুঁথিটিকে নিলেন। আর তিনি পুঁথিটিকে গ্রহণ করলে ওই চার প্রাণী ও চব্বিশজন প্রবীণ মেষশাবকের সামনে প্রণিপাত করলেন; তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা বীণা ও সুগন্ধি ধূপধুনোয় পূর্ণ একটা সোনার পাত্র; ধূপধুনো হল পবিত্রজনদের প্রার্থনা। তাঁরা এক নতুন বন্দনাগান গাইতেন:

'তুমি পুঁথিটি গ্রহণের,
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য,
কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,

এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,
এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।'

তেমন দর্শনের সময়ে আমি সিংহাসন ও প্রাণীদের ও প্রবীণদের চারপাশে বহু স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে বলছিলেন,

'যাঁকে বধ করা হয়েছিল,
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য !'

পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে ও পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্র-গর্ভে জগৎসৃষ্টির সবকিছু ও যেখানে যা কিছু আছে, সবই বলে উঠল :

'সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ
চিরদিন চিরকাল।'

আর সেই চার প্রাণী বললেন, 'আমেন।' আর সেই প্রবীণেরা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানালেন।

শ্লোক প্রত্যা ৫:৯,১০

℟ প্রভু, তুমি পুঁথিটি গ্রহণের, ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য, কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
℣ এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য আমাদের কিনেছ। আল্লেলুইয়া।
℟ তুমি আমাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
℣ এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য আমাদের কিনেছ। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০৮**

হও ঈশ্বরের যজ্ঞ ও যাজক

ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই, ভাই, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি। পল অনুরোধ করছেন, এমনকি পলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরই অনুরোধ করছেন, কেননা তিনি ভয় নয় বরং ভালবাসারই পাত্র হতে চান। ঈশ্বর অনুরোধ করছেন, কেননা তিনি প্রভু নয় বরং পিতাই হতে চান। ঈশ্বর করুণার খাতিরেই অনুরোধ করছেন, যাতে কঠোরতার খাতিরে শাস্তি দিতে বাধ্য না হন। তুমি প্রভুর এ অনুরোধ শোন: দেখ তোমরা, আমার মধ্যে তোমাদের দেহ দেখ, দেখ তোমাদের নিজের অঙ্গগুলি, নিজেদের অন্তর, নিজেদের হাড়, নিজেদের রক্ত। আর যখন তোমরা যা কিছু ঈশ্বরের তা ভয় কর, তখন কেন যা কিছু তোমাদের তা ভালবাস না? যদি প্রভুকে এড়াও, কেন জনকের কাছে আস না?

হয় তো তোমরা আমার যন্ত্রণাভোগ ঘটিয়েছ বলেই লজ্জায় অভিভূত। ভয় করো না। এ ক্রুশ আমার নয়, মৃত্যুরই হুল। এ পেরেকগুলো আমাকে ব্যথা দেয় না, বরং আমার মধ্যে তোমাদের প্রতি ভালবাসাকে অধিক গভীরতর করে। এ ক্ষতগুলোর জন্য আমি চিৎকার করি না, সেগুলোর মধ্য দিয়ে বরং তোমরা আমার অন্তরে প্রবেশ করতে পার। আমার দেহ প্রসারিত হলে আমার কষ্ট বাড়ে না, তোমরাই বরং আমার কোলে স্থান পেতে পার। আমার রক্তদানে আমি ক্ষতিগ্রস্ত নই, সেই রক্ত বরং তোমাদের মুক্তিমূল্যই হয়ে ওঠে।

তবে এসো, ফিরে এসো, কমপক্ষে আমাকে সেই পিতা বলে জান, যিনি অনিষ্টের প্রতিদানে মঙ্গল, নিপীড়নের প্রতিদানে ভালবাসা, এত বড় ক্ষতগুলির প্রতিদানে এত মহা প্রেম দান করেন।

এবার কিন্তু এসো, প্রেরিতদূতের অনুরোধ শুনি। তিনি বলেন, *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর।* তেমন অনুরোধের মধ্য দিয়ে প্রেরিতদূত সকল মানুষকে যাজক মর্যাদায় উন্নীত করেন তারা যেন নিজেদের দেহ জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ করে।

আহা, কতই না আশ্চর্যের বিষয় খ্রীষ্টানদের যাজকত্ব! মানুষ নিজেই নিজের জন্য বলি ও যাজক; ঈশ্বরের কাছে যা বলিদান করতে হয় মানুষ নিজের বাইরে তা খোঁজ করে না; ঈশ্বরের কাছে নিজের জন্য যা উৎসর্গ করতে হয় মানুষ নিজের সঙ্গে ও নিজের মধ্যেই তা বহন করে; বলি অপরিবর্তীত হয়ে থাকে, যাজকও অপরিবর্তীত হয়ে থাকে; বলীকৃত হয়েও বলি জীবিত থাকে এবং যে যজ্ঞ উৎসর্গ করে, তাকে যাজক হত্যা করতে পারে না।

আহা, কী বিস্ময়কর বলিদান, যেখানে দেহকে হত্যা না করে দেহকে উৎসর্গ করা হয়, ও রক্তপাত না করে রক্তকে উৎসর্গ করা হয়! *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত বলিরূপে।*

ভ্রাতৃগণ, এ বলিদান খ্রীষ্টেরই বলিদানের অনুরূপ, যে বলিদানে তিনি জগতের জীবনের জন্য আপন দেহকে জীবনপূর্ণ ভাবে বলিদান করলেন; আর সত্যিই তিনি আপন দেহকে জীবন্ত বলি করলেন, কেননা নিহত হয়ে সেই দেহ জীবিত। অতএব তেমন বলিতে মৃত্যু মুক্তিমূল্য পায়, বলি থেকে যায়, বলি জীবিত থাকে, মৃত্যু শাস্তি পায়। এজন্যই সাক্ষ্যমরেরা মৃত্যুতেই জন্ম নেন, পরিণামেই তাঁদের সূত্রপাত, নিহত হয়েই জীবন পান, ও যাঁরা মর্তে নিঃশেষিত বলে গণ্য ছিলেন, তাঁরা স্বর্গে উজ্জ্বল আলোতে ভূষিত।

প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই, ভাই, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত ও পবিত্র বলিরূপে।* নবী ঠিক একথা বলেছিলেন, *যজ্ঞ ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নও; তুমি বরং আমার জন্য এক দেহ প্রস্তুত করেছ।* হে মানুষ, হও ঈশ্বরের যজ্ঞ ও যাজক; ঐশঅধিকার তোমাকে যা দিলেন ও মঞ্জুর করলেন, তুমি যেন তা না হারিয়ে ফেল। পবিত্রতার পোশাক পরিধান কর, শুচিতার বন্ধনী বেঁধে নাও, খ্রীষ্টই হোন তোমার শিরস্ত্রাণ, ক্রুশ তোমার কপালের রক্ষায় থাকুক, বুকে ঐশপ্রজ্ঞার সাক্রামেন্ত রাখ, সুগন্ধি প্রার্থনায় ধূপ নিত্যই জ্বেলে রাখ, আত্মার খড়্গ হাতে নাও, তোমার হৃদয় বেদিতে রাখ, আর এইভাবে নির্ভয়েই তোমার দেহকে ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে উৎসর্গ কর।

ঈশ্বর মৃত্যু নয়, বিশ্বাসের অন্বেষণ করেন; রক্তের জন্য নয়, আত্মসমর্পণের জন্যই তৃষিত; হত্যাকাণ্ডে নয়, সদিচ্ছা দেখেই তুষ্ট।

শ্লোক প্রত্যা ১:৫-৬; ১ পি ২:৫ দ্রঃ

৶ যিনি আমাদের ভালবাসেন, যিনি তাঁর নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, এবং আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক,
℟ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন। আল্লেলুইয়া।
৶ তোমাদের হতে হবে এক পবিত্র যাজকত্ব, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।
℟ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৭:৪৪–৮:৪

স্তেফানের উপদেশের সমাপ্তি ও তাঁর মৃত্যু

স্তেফান বলে চললেন, ‘যেমন ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে প্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের সেই সাক্ষ্য-তাঁবু ছিল; মোশী তাঁবুর যে নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি সেই নমুনা অনুসারেই তাঁবুটা তৈরি করতে বলেছিলেন। আর সেই তাঁবু গ্রহণ করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যোশুয়ার সঙ্গে তা সঙ্গে করে বহন ক’রে সেই জাতিগুলির অধিকার-ভূমিতে প্রবেশ করলেন যাদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁবুটা দাউদের সময় পর্যন্ত রইল। ইনি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেলেন, এবং *যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি আবাস প্রস্তুত করার অনুমতি যাচনা করলেন; সলোমনই কিন্তু তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুললেন।* তবু পরাৎপর যিনি, তিনি তো হাতে গড়া এক গৃহে বাস করেন না, যেমনটি নবী বলেন:

যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন
ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,
তখন—প্রভু বলছেন—
আমার জন্য তোমরা কেমন গৃহ গেঁথে তুলবে?

কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?
আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?

হে জেদি মানুষ! আপনাদের কান ও হৃদয়ই অপরিচ্ছেদিত! আপনারা সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে থাকেন: আপনাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন, আপনারাও তেমন। আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের মধ্যে কাকেই বা নির্যাতন করেননি? যাঁরা সেই ধর্মাত্মারই আগমন-সংবাদ দিতেন যাঁর প্রতি আপনারা কিছু দিন আগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও হত্যা করেছেন, তাঁদেরই তাঁরা হত্যা করতেন; হ্যাঁ, সেই আপনারাই, যাঁরা দূতদের হাত দিয়ে বিধান পাওয়া সত্ত্বেও তা পালন করেননি!'

এই কথা শুনে তাঁরা অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর দিকে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; এও দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যীশু দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বলে উঠলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করতে লাগলেন আর সবাই মিলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে এনে পাথর ছুড়ে মারতে লাগলেন; সাক্ষীরা নিজেদের জামাকাপড় সৌল নামে একটি যুবকের পায়ের কাছে রাখল। তারা স্তেফানকে পাথর মারতে মারতেই তিনি এই মিনতি নিবেদন করলেন, 'প্রভু যীশু, আমার আত্মা গ্রহণ কর।' পরে নতজানু হয়ে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'প্রভু, এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না।' এবং এ বলে নিদ্রা গেলেন।

তাঁর হত্যায় সৌলের সম্মতি ছিল।

সেদিন যেরুসালেমের মণ্ডলীর উপর তীব্র নির্যাতন শুরু হল; প্রেরিতদূতেরা ছাড়া অন্য সকলে যুদা ও সামারিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। ভক্তপ্রাণ কয়েকজন মানুষ স্তেফানের সমাধি দিল ও তাঁর জন্য মহাশোক পালন করল। এদিকে সৌল মণ্ডলীকে উচ্ছেদ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন: ঘরে ঘরে ঢুকে তিনি পুরুষ-নারী সকলকেই টেনে নিয়ে কারাগারে তুলে দিচ্ছিলেন। যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল।

শ্লোক   শিষ্য ৭:৫৫,৫৬

প্র স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে স্তেফান ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; তখন তিনি বলে উঠলেন,
উ আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লেলুইয়া।
প্র পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তিনি দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যীশু দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনি বলে উঠলেন:
উ আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহদান' **৪২-৪৩**

আমরা যদি খ্রীষ্টের যন্ত্রণার অংশীদার হই,
তাহলে তাঁর পুনরুত্থানেরও অংশীদার হব

আমরা যখন মৃত্যু থেকে জীবনেই, ফলে অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসেই উত্তীর্ণ হয়েছি, তখন সংসার যে আমাদের ঘৃণা করে তাতে আমরা যেন আশ্চর্য না হই। যে কেউ মৃত্যুতে থাকে, তেমন মানুষ, যারা মৃত্যুর অন্ধকারময় বাসস্থান থেকে জীবন্ত প্রস্তরে নির্মিত সেই জীবন-আলোপূর্ণ আবাসে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের ভালবাসতে পারে না। যীশু আমাদের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করলেন; এসো, আমরাও নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করি; তাঁরই জন্য উৎসর্গ করব, আমি তা বলি না, বরং নিজেদের জন্য ও তাদেরই জন্য যারা—আমি মনে করি—আমাদের

সাক্ষ্যমরণে উপকৃত হবে।

হে খ্রীষ্টান, গৌরবের সময় এসেছে। প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর এই প্রত্যাশা তো ছলনা করে না।* তেমন মাত্রায়ই *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে পবিত্র আত্মা দ্বারা!*

কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে, একথা যদি সত্য, তাহলে এসো, আমরা উদারতার সঙ্গেই প্রভুর যন্ত্রণা আলিঙ্গন করি; যারা কাঁদে তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সেই প্রচুর সান্ত্বনা যদি বাসনা করি, তবে সেই যন্ত্রণা আমাদের মধ্যেও উপচে পড়ুক। যারা যন্ত্রণাভোগ করে, তারা ততখানি সান্ত্বনার অংশীদার হবে, খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যতখানি আলিঙ্গন করে। তোমরা এসব কিছু তাঁরই কাছ থেকে শেখ, যিনি আস্থার সঙ্গে বলেছেন, *তোমরা যেমন যন্ত্রণার, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।*

নবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেন, *তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে।* প্রভুর প্রতি আমাদের ভালবাসার জন্য আমরা যে এখন সংসারের সামনে শেকলক্লিষ্ট হয়ে গাম্ভীর্যের সঙ্গে চালিত হচ্ছি—পরাজিত নয়, বিজয়ীই হয়ে চালিত হচ্ছি, আমাদের জন্য এ সময়ের চেয়ে অধিক প্রসন্নতার সময় কি থাকতে পারে?

বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যমরবৃন্দ তাঁর সঙ্গে বিজয়ী হয়ে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব নিরস্ত্র করেন, যাতে তাঁরা যেমন তাঁর যন্ত্রণার অংশীদার হয়েছেন, তেমনি মহাযোদ্ধার মত তিনি যে মহাকীর্তি সাধন করেছেন তাঁরা যেন সেই মহাকীর্তির অংশীদার হতে পারেন। অতএব, যে দিনে তোমরা এভাবে চল, সেই দিন ছাড়া আর কোন্ পরিত্রাণের দিন থাকতে পারে?

শ্লোক ২ করি ৪:১১; সাম ৪৪:২৩

প্র আমরা যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,
উ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।
প্র তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য,
উ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।